CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-248 ■ 9 June, 2026 ■ আগরতলা ৯ জুন, ২০২৬ ইং ■ ২৫ জৈষ্ঠ্য, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

তৃণমূলে ভাঙ্গনের সংকট তীব্র

২০ সাংসদের এনডিএ সমর্থিত পৃথক গোষ্ঠী গঠনের সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি, ৮ জুন।। তৃণমূল কংগ্রেসের (টিএমসি) অন্দরে ভাঙনের সঙ্কট আরও গভীর হয়েছে বলে দাবি উঠেছে। দলের বিদ্রোহী শিবিরের দাবি, লোকসভায় তৃণমূলের ২৮ জন সাংসদের মধ্যে অন্তত ২০ জন দল থেকে আলাদা হয়ে একটি পৃথক গোষ্ঠী গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তাঁরা বিজেপি নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ)-কে সমর্থন করবেন।

এই পরিস্থিতি দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জীর জন্য বড় রাজনৈতিক ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তৃণমূল বিধায়ক দলের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বিদ্রোহী শিবিরের নেতৃত্বে থাকা কাকলি ঘোষ দস্তিদার দাবি করেছেন, তাঁদের সঙ্গে ২০ জন সাংসদ রয়েছেন। যদিও মমতা-ঘনিষ্ঠ নেতাদের মতে, বিদ্রোহী সাংসদের সংখ্যা ১২ জনের বেশি নয়।

সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভুপেন্দ্র যাদব-এর দিল্লির বাসভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে অন্তত ১৪ জন তৃণমূল সাংসদ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও যোগ দেন। বিদ্রোহী শিবিরের দাবি অনুযায়ী, বৈঠকে উপস্থিত সাংসদদের মধ্যে ছিলেন শতাব্দী রায়, জুন মালিয়া, দীপক অধিকারী, প্রসূন ব্যানার্জী, পার্থ ভৌমিক-সহ আরও কয়েকজন সাংসদ।

দিনভর দিল্লিতে দ্রুত রাজনৈতিক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র বৈঠকে অংশ নেন, অন্যদিকে বিদ্রোহী সাংসদরা লোকসভায় পৃথক ব্লক গঠনের উদ্যোগ এগিয়ে নিয়ে যান। সকালে তৃণমূলের প্রবীণ নেতা ও রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায় দলের প্রাথমিক সদস্যপদ এবং রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেন। তাঁর পদত্যাগ গ্রহণ করেছেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সি পি রাধাকৃষ্ণন। পদত্যাগের কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে দলের অভ্যন্তরে যে পরিস্থিতি চলছিল, তার জন্যই এই সিদ্ধান্ত।

বিদ্রোহী শিবিরের দাবি, তাঁরা লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে পৃথক আসন বিন্যাসের আবেদন জানিয়ে চিঠি জমা দিয়েছেন। সেই চিঠিতে ২০ জন সাংসদের সমর্থনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। তবে স্পিকারের দফতরের সূত্রে জানা গেছে, এখনও পর্যন্ত এমন কোনও চিঠি তাঁদের হাতে পৌঁছায়নি।

কাকলি ঘোষ দস্তিদারের দাবি, তিনি এখনও তৃণমূল সংসদীয় দলের চিফ হুইপ পদে বহাল রয়েছেন এবং সেই

☛৫ এর পাতায় দেখুন

৪.৪৯ কোটি টাকার গাঁজা উদ্ধার, আটক ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। আগরতলা শুল্ক বিভাগের সিঙ্গারবিল কাস্টমস প্রিভেন্টিভ ফোর্স (সিপিএফ) ইউনিটের অভিযানে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। একটি লরি থেকে ৪ কোটি ৪৯ লক্ষ ২১ হাজার টাকা মূল্যের ৮৯৮.৪২ কিলোগ্রাম শুকনো গাঁজা জব্দ করা হয়েছে। ঘটনায় লরির চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুল্ক বিভাগ সূত্রে জানা যায়, গত ৬ জুন ভোরে আগরতলা-মানিক ভান্ডার-কুমারঘাট জাতীয় সড়ক (এনএইচ-১০৮বি)-এর হেজামারা এলাকার বড়পুকুর এসবি স্কুল সংলগ্ন স্থানে এনএল-০১ একে-৯৯৮২ নম্বরের একটি লরি আটক করা হয়। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে সিঙ্গারবিল সিপিএফ সুপারিনটেনডেন্টের নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল গাড়িটিতে তল্লাশি চালায়।

তল্লাশির সময় লরির ফুয়েল ট্যাঙ্কে বিশেষভাবে নির্মিত একটি গোপন প্রকোষ্ঠের সন্ধান মেলে। ওই প্রকোষ্ঠ থেকে

☛৫ এর পাতায় দেখুন

ইন্ডি জোটের বৈঠকে বিরোধী ঐক্য দেখানোর চেষ্টা

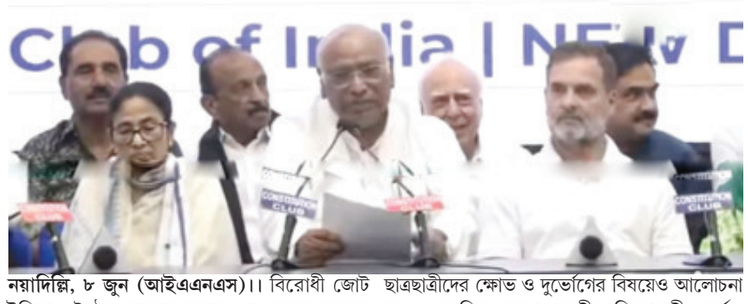

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (আইএএনএস)।। বিরোধী জোট ইন্ডিয়া-র বৈঠক সোমবার সন্ধ্যায় শেষ হয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের বিরুদ্ধে আরও সমন্বিত ও জোরালো রাজনৈতিক লড়াইয়ের রূপরেখা তৈরি করে। বৈঠকে নির্বাচনী কৌশল এবং রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা শেষে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে ঐকমত্যে পৌঁছেছে শরিক দলগুলি।

সূত্রের খবর, বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন (এসআইআর), নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি এবং দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি-সহ একাধিক ইস্যুতে সরকারকে চাপে রাখার কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে।

বৈঠকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন, ভোটার তালিকায় সম্ভাব্য কারচুপি এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ভারতের প্রধান বিচারপতির (সিআইজি) কাছে একটি চিঠি পাঠানো।

ইন্ডিয়া জোটের নেতারা এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে শীঘ্রই প্রধান বিচারপতির কাছে একটি প্রতিবাদপত্র জমা দেওয়া হবে। বৈঠকে নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ক্ষোভ ও দুর্ভোগের বিষয়েও আলোচনা হয়। একাধিক নেতা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান-এর ভূমিকার সমালোচনা করে তাঁর পদত্যাগের দাবি আরও জোরালো করার পক্ষে মত দেন।

তাঁদের অভিযোগ, নিট ও সিবিএসই পরীক্ষায় অংশ নেওয়া লক্ষ লক্ষ পড়ুয়া বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার অব্যবস্থাপনার শিকার হয়েছেন এবং এর দায় এড়াতে পারে না কেন্দ্র।

দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, কৃষকদের সমস্যা এবং অন্যান্য জনস্বার্থমূলক বিষয়ে আলোচনা করতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অবিলম্বে সর্বদল বৈঠক ডাকার দাবি জানিয়েছে ইন্ডিয়া জোট।

বৈঠকের শুরুতে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক নীতি ও বিদেশনীতি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, ভুল নীতির কারণে দেশকে এক অনিশ্চিত পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধীদের ধাক্কার প্রেক্ষাপটে জোটকে আরও শক্তিশালী করার

☛৫ এর পাতায় দেখুন

সিপাহীজলায় নিখোঁজ বৃদ্ধের পচাগলা ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন ।। সিপাহীজলা জেলায় নিখোঁজ এক বৃদ্ধের পচাগলা ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃতের নাম যতীন্দ্র ভৌমিক। তাঁর বাড়ি ১ নম্বর চন্দ্রনগর এলাকায় বলে জানা গেছে।

পরিবার সূত্রে খবর, প্রায় ১১ দিন আগে যতীন্দ্র ভৌমিক বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর আর ফিরে আসেননি। এরপর থেকেই পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় তাঁর খোঁজ শুরু করেন। পাশাপাশি বিষয়টি স্থানীয় থানাকেও জানানো হয়। কিন্তু দীর্ঘ অনুসন্ধানের পরও তাঁর কোনো সন্ধান মেলেনি।

☛৫ এর পাতায় দেখুন

আন্তর্জাতিক মাদক পাচার ও অর্থ পাচার চক্রের তদন্তে ত্রিপুরা সহ তিন রাজ্যে ইডির হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন ।। আন্তর্জাতিক মাদক পাচার ও অর্থপাচার চক্রের তদন্তে ত্রিপুরা, মিজোরাম ও পশ্চিমবঙ্গে একযোগে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সোমবার মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ), ২০০২-এর ১৭ নম্বর ধারায় এই অভিযান শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে ১৪২ কোটিরও বেশি টাকার অপরাধলব্ধ অর্থের হদিস পেয়েছে ইডি। সূত্রের খবর, এই অভিযানটি নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি)-র একটি মামলার সূত্র ধরে পরিচালিত হচ্ছে। ২০২৫ সালের ২১ আগস্ট ত্রিপুরায় ৪৯.১০১ কেজি মেথামফেটামিন ট্যাবলেট এবং ৪০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছিল। ওই ঘটনার তদন্তে উঠে আসে আন্তঃসীমান্ত মাদক পাচার ও অর্থপাচারের একটি বড় চক্রের তথ্য।তদন্তে উঠে এসেছে, মায়ানমারের উৎস থেকে মিজোরামের চামফাই জেলার জোখাওথার সীমান্ত দিয়ে বিপুল পরিমাণ মেথামফেটামিন ভারতে প্রবেশ করানো হতো। পরে সেই মাদক ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হতো বলে অভিযোগ। ইডির দাবি, এই চক্রের সদস্যরা একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও ভুয়ো সংস্থার মাধ্যমে অবৈধ অর্থের উৎস গোপন করতে জটিল আর্থিক লেনদেনের জাল বিস্তার করেছিল। তদন্তে ইতিমধ্যেই ১৪২ কোটিরও বেশি টাকার অপরাধলব্ধ সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে। ইডি সূত্রে আরও জানা গেছে, ত্রিপুরায় বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন সোনামুড়ার কুলুবাড়ি এলাকায় জশিম মিয়া ও আনোয়ার হোসেনের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট স্থানটি আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে মাত্র প্রায় ২০০ মিটার দূরে অবস্থিত। অন্যদিকে মিজোরামে মিয়ানমার সীমান্ত থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরের একটি স্থানেও অভিযান চলছে।

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহেও মিজোরামে মায়ানমার থেকে সুপারি পাচার ও অর্থ পাচারের অভিযোগে ইডি পৃথক একটি অভিযান চালায়। সেই মামলায় প্রায় ৯৭০ কোটি টাকার অপরাধলব্ধ

☛৫ এর পাতায় দেখুন

স্বচ্ছতার সঙ্গে জনকল্যাণ কাজে গুরুত্বারোপ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন ।। স্বচ্ছতার সঙ্গে জনগণের কল্যাণে কাজ করে যাওয়াই রাজ্য সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। সাহায্য প্রত্যাশী মানুষকে সাধ্যমতো সরকারি সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া, জনকল্যাণে কাজ করতে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুর ৬৭তম পর্বে রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে আগত সাহায্য প্রত্যাশী জনগণকে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। আজও মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে চিকিৎসা, বাসস্থান ও অন্যান্য সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্য নিয়ে সাহায্য প্রত্যাশী মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুর আজকের পর্বে মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের চামপ্লাই পাড়া থেকে মণিকা দেববর্মা এসেছেন তাদের পরিবারের স্থায়ী বাসস্থানের

এবং কর্মসংস্থানের সমস্যা সমাধানের আর্জি নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী তাদের সমস্যার কথা শুনে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। খোয়াই মহকুমার জাম্বুরা থেকে অভিজিৎ দেব এসেছেন তার লিভারজনিত জটিল রোগের চিকিৎসা সহায়তার জন্য। তেলিয়ামুড়ার রাঙল পাড়া থেকে সুমিয়েল ও জুমলি রাখল এসেছেন তাদের সন্তানের জটিল রোগের চিকিৎসার সহায়তার জন্য। সিপাহীজলা জেলার দক্ষিণ নলছড় থেকে রত্না বিশ্বাস এসেছেন তার স্বামীর মস্তিষ্কজনিত রোগের চিকিৎসার সাহায্যের জন্য। মুখ্যমন্ত্রী তাদের চিকিৎসাজনিত প্রতিটি সমস্যার কথা শুনেন এবং তাদের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

এছাড়া সদর মহকুমার মধুবনের কাঁঠালতলি থেকে প্রিয়াঙ্কা শুরুদাস এসেছেন কিডনিজনিত রোগের চিকিৎসার সহায়তার জন্য, আগরতলার টাউন প্রতাপগড় থেকে শান্তনু সিনহা এসেছেন তার ছেলের চিকিৎসার সাহায্যের আর্জি নিয়ে।

☛৫ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ পরিষেবার অব্যবস্থা ও স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে নিগমের সামনে কংগ্রেসের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন ।। রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবার অব্যবস্থা, স্মার্ট মিটার নিয়ে জন অসন্তোষ, বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি এবং বিদ্যুৎ দপ্তরে দুর্নীতির অভিযোগসহ একাধিক দাবিকে সামনে রেখে সোমবার আগরতলায় বিদ্যুৎ নিগমের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে সদর জেলা কংগ্রেস কমিটি।

এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। তাদের অভিযোগ, স্মার্ট মিটার চালুর ফলে সাধারণ গ্রাহকদের ওপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। একই সঙ্গে বিদ্যুৎ পরিষেবার মান নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন তারা। বিক্ষোভকারীরা বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহার, নিরবচ্ছিন্ন ও উন্নতমানের বিদ্যুৎ পরিষেবা নিশ্চিত করা এবং বিদ্যুৎ দপ্তরে স্বচ্ছতা বজায় রাখার দাবি জানান। এছাড়াও বিদ্যুৎ দপ্তরে দুর্নীতির অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিও তোলেন কংগ্রেস নেতারা। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন

☛৫ এর পাতায় দেখুন

দীর্ঘদিনের বিদ্যুৎ সংকটে নাজেহাল নারকেলকুঞ্জ বিদ্যুৎ দপ্তরে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৮ জুন।। দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুতের ঘাটতি, লো-ভোল্টেজ এবং অনিয়মিত পরিষেবার কারণে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন নারকেলকুঞ্জ ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। এই সমস্যার ফলে ক্ষতির মুখে পড়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে হোম-স্টে মালিকরাও। অবশেষে সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে সোমবার বিদ্যুৎ দপ্তরের দ্বারস্থ হন এলাকার প্রতিনিধিরা।

জানা গেছে, বিদ্যুতের অভাবে নারকেলকুঞ্জে আগত পর্যটকদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা দিতে হিমশিম

☛৫ এর পাতায় দেখুন

ঘুষকাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়ার এক বছর পর চাকরিতে পুনর্বহাল ধীমান চাকমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন ।। বহুল আলোচিত ঘুষকাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়ার প্রায় এক বছর পর পুনর্বহাল করা হয়েছে ত্রিপুরার বাসিন্দা ২০২১ ব্যাচের আইএএস কর্মকর্তা ধীমান চাকমাকে। ওডিশা সরকার তাঁকে রাজ্যের রাজস্ব ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি পদে নিয়োগ দিয়েছে। গত ২১ মে জারি হওয়া এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে এই নিয়োগের কথা জানানো হয়।

ত্রিপুরার বাসিন্দা ধীমান চাকমা ওডিশার ধর্মগড়-এর সাব-কালেক্টর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২০২৫ সালের ৮ জুন ওডিশা ভিজিল্যান্স বিভাগের হাতে তিনি গ্রেপ্তার হন। অভিযোগ, সরকারি বাসভবনে ১০ লক্ষ টাকা ঘুষ গ্রহণের সময় তাঁকে হাতেনাতে ধরা হয়। পরবর্তীতে তাঁর বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালিয়ে ৪৭ লক্ষ টাকারও বেশি নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয় বলে তদন্তকারী সংস্থার দাবি। গ্রেপ্তারের পর জামিনের আবেদন খারিজ হওয়ায় তাঁকে

☛৫ এর পাতায় দেখুন

১ হাজার কুইন আনারস দিল্লির উদ্দেশ্যে

১৭ কোটি টাকার অর্গানিক কৃষিপণ্য রপ্তানি করেছে রাজ্য ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন ।। রাজ্যের অর্গানিক কৃষিপণ্যের চাহিদা দিন দিন দেশে-বিদেশে বৃদ্ধি পাচ্ছে। একইসঙ্গে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষি দপ্তরও সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। আজ ত্রিপুরা স্টেট অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ সেন্টার, অরুন্ধতীনগর, আগরতলায় এমওভিসিডিএনইআর প্রকল্পের অধীনে অর্গানিক কৃষিপণ্যের উৎপাদন, বিপণন ও বাজার সম্প্রসারণ সংক্রান্ত এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠকে সভাপতিত্ব করার পর কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ এই তথ্য জানান।

তিনি আরও জানান, বৈঠকের সময় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের অর্গানিক কৃষক ও ফার্মার প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তিনি সরাসরি কথা বলেন এবং তাদের অভিজ্ঞতা, সমস্যা, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা সম্পর্কে মনোযোগ সহকারে শোনেন।

মন্ত্রী বলেন, সরকারের মূল লক্ষ্য হলো কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা, একইসঙ্গে উৎপাদনও বাড়ানো। তিনি জানান, ২০১৮ সালের আগে আমাদের মাত্র ২টি এফ পি সি ছিল, এখন তা বেড়ে ৫৩টি হয়েছে। কৃষকদের আয় বাড়ানোই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। মাটির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আমরা অর্গানিক চাষে গুরুত্ব দিচ্ছি এবং অর্গানিক কৃষির মাধ্যমে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার চেষ্টা করছি। আমরা কালিখাসা, হরিনারায়ণ, সুগন্ধি লেবু, কুইন ও কিউ আনারস, বার্ডস আই চিলি, আদা, তিলসহ বিভিন্ন জৈব ফসলের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি। আমাদের অর্গানিক পণ্যের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে।

তিনি আরও জানান, কৃষি দপ্তর ইতিমধ্যে প্রায় ১৭ কোটি টাকার অর্গানিক কৃষিপণ্য দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও বিদেশে রপ্তানি করেছে। মন্ত্রী জানান, আজ আমরা দিল্লির উদ্দেশ্যে ১,০০০ কুইন আনারস রওনা করেছি। ভবিষ্যতে আরও বেশি অর্গানিক পণ্য উৎপাদন করা হবে। ত্রিপুরার

☛৫ এর পাতায় দেখুন

বছরের পর বছর অবহেলিত রাস্তা, পথে নামলেন গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৮ জুন ।। দীর্ঘদিন ধরে গ্রামীণ রাস্তা সংস্কার না হওয়ার প্রতিবাদে সোমবার সকালে সোনামুড়া মহকুমার কাঁঠালিয়া ব্লকের দক্ষিণ মহেশপুর এলাকায় বাইপাস সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন স্থানীয় বাসিন্দারা। এর ফলে সোনামুড়া-বিলোনিয়া সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং দূরপাল্লার বাসসহ বিভিন্ন যানবাহনের যাত্রীরা চরম দুর্ভোগের শিকার হন।

জানা গেছে, দক্ষিণ মহেশপুরের কাকরি নদীর সেতুর উত্তরাংশ সংলগ্ন চৌমুহনী এলাকায় সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ অবরোধ শুরু হয়। খবর লেখা পর্যন্ত অবরোধ চলছিল।

☛৫ এর পাতায় দেখুন

কিল্লা মোটরস্ট্যান্ডে ফের হামলা গুরুতর আহত ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন ।। গোমতী জেলার উদয়পুর মহকুমার কিল্লা মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় ফের মারপিটের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। রবিবার রাতে মোটরস্ট্যান্ড সংলগ্ন একটি দোকানের সামনে হামলার শিকার হন মোহাম্মদ আখতার হোসেন নামে এক ব্যবসায়ী। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে কিল্লা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং পরে গোমতী জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আহত আখতার হোসেনের বাড়ি কিল্লা মুসলিমপাড়া এলাকায়। অভিযোগ, রবিবার রাতে তিনি কয়েকজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে মোটরস্ট্যান্ড এলাকার একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সম্প্রতি সংঘটিত এক ছিনতাই ও হামলার ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। সেই সময় সেখানে এসে তার ওপর চড়াও হন নজরুল মিয়া নামে এক ব্যক্তি।

অভিযোগ অনুযায়ী, নজরুল মিয়া আখতার হোসেনকে এলোপাতাড়ি মারধর করেন এবং শরীরের স্পর্শকাতর স্থানে

☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 09-06-2026, 00:58

জাগরণ
আগরতলা ৯ জুন, ২০২৬ ইং
২৫ জৈষ্ঠ্য, মঙ্গলবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সংসদেও ভাঙিয়া গেল তৃণমূল !

তৃণমূল কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের পর এবার লোকসভাতেও এক বড়সড় ভাঙনের চিত্র স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তবে দলের নির্বাচনী প্রতীক "জোড়াফুল" সম্পূর্ণভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতছাড়া হইবে কি না, তাহা এখনই নিশ্চিত করিয়া বলা যাইতেছে না।বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল। লোকসভায় তৃণমূলের মোট ২৮ জন সাংসদের মধ্যে প্রায় ২০ জন বিদ্রোহী সাংসদ এনডিএকে সমর্থন জানাইয়া লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়াছেন। দলত্যাগ বিরোধী আইন এড়াইতে অন্তত ১৯ জন সাংসদের সমর্থনের প্রয়োজন, যাহা বিদ্রোহীরা পার করিয়া গিয়াছেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন।এর আগেই দলের একটি বড় অংশ প্রায় ৫৮ জন বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আলাদা গোষ্ঠী তৈরি করিয়া বিধানসভায় মূল দল থেকে নিজেদের আলাদা করিয়া নিয়াছেন।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্যপদ্ধতি এবং ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে কেন্দ্র করিয়াই মূলত এই বিদ্রোহের সূত্রপাত। পরিস্থিতি সামাল দিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই দলের সাংগঠনিক পদে বড়সড় রদবদল করিয়াছেন এবং অভিষেকের ক্ষমতা কিছুটা সংকুচিত করিয়াছেন।নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, কোনো দলের সিংহভাগ বিধায়ক বা সাংসদ আলাদা হইয়া গেলেই মূল দলের প্রতীক সরাসরি হাতছাড়া হয় না। প্রতীক কার হাত থাকিবে তাহা নির্ধারণের জন্য সাংগঠনিক কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের ওপর নির্ভর করিতে হইবে। ফলে আইনি ও সাংগঠনিকভাবে "জোড়াফুল" চিহ্নটি মমতাজির হাতছাড়া হওয়া সময়ের অপেক্ষা কি না, তাহা এই আইনি লড়াই এবং নির্বাচন কমিশনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পরেই স্পষ্ট হইবে।

বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির ঠিক এক মাসের মাথায়, গত ৩ জুন আনুষ্ঠানিক ভাঙনের পালা শুরু

হইয়াছিল তৃণমূলে। সোমবার সেই ফাটল আরও চওড়া হইল। লোকসভার ২৮ জন তৃণমূল সাংসদের মধ্যে ২০ জনই মমতাকে ছাড়িয়া যোগ দিলেন বিদ্রোহী শিবিরে। বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে রহিয়াছেন বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার এবং বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায়। বিদ্রোহীরা সোমবার চিঠিও পাঠাইয়াছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে। এর পাশাপাশি, সোমবার ইস্তফা দিয়াছেন রাজ্যসভার দুই সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় এবং কোয়েল মল্লিক। আরও কয়েক জন সেই তালিকায় শামিল হইতে পারেন বলিয়া জল্পনা রহিয়াছে।

ঘটনাপ্রবাহ দেখিয়া রাজনীতির কারবারিদের অনেকেই মনে করিতেছেন, পরিষদীয় এবং সংসদীয় দলে ভাঙনের এই ধারা প্রত্যক্ষ ছাপ ফেলিবে তৃণমূলের সংগঠনে। এর পরের ধাপে দলের নাম এবং নির্বাচনী প্রতীক 'জোড়াফুল' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতছাড়া হইবে বলিয়াই মনে করিতেছেন তাঁহারা। ১৯৯৮ সালে কংগ্রেস ছাড়িয়া 'জোড়াফুল' প্রতীক নিয়া তৃণমূল গড়িয়াছিলেন মমতা। ঘটনাচক্রে 'দল' যখন তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতেছে , সোমবার দুপুরে ঠিক তখনই দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র বৈঠকে ছিলেন তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাতা-নেত্রী। সূত্রের খবর, তিনি এখনও মনে করিতেছেন বিদ্রোহী শিবিরে ১৫ জনের বেশি লোকসভা সাংসদ যোগ দেননি। দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকিবার কারণেই কাকলিরা সরাসরি দল ভাঙার কথা ঘোষণা করেননি।ভারতীয় রাজনীতির অতীত এবং হালফিলের ঘটনাপ্রবাহ বলিতেছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনপ্রতিনিধির বিদ্রোহে দলের নাম এবং নির্বাচনী প্রতীক হাতছাড়া হওয়ার একাধিক উদাহরণ রহিয়াছে। এমনকি, ১৯৭৭ সালের লোকসভা ভোটে কংগ্রেসের বিপর্যয়ের জেরে ১৯৭৮ সালে দলে ভাঙন ধরিয়াছিল। লোকসভায় ১৫৩ জন সাংসদের মধ্যে ৭৬ জনের সমর্থন হারানোর পর ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে দলের 'গাই-বাছুর' প্রতীক হারাইতে হইয়াছিল।

তৃণমূলের সংসদীয় দলে ভাঙনের সঙ্গে তাঁহাদের কোনও সম্পর্ক নাই বলিয়া সোমবার স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন বিধানসভায় পরিষদীয় দল ভাঙার কাণ্ডারী তথা বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার কথায়, "দিল্লিতে সাংসদেরা যা সিদ্ধান্ত নিয়াছেন, তাহার সঙ্গে আমার বা আমাদের কোনও সম্পর্ক নাই। আমাদের অবস্থান স্পষ্ট। আমরা এমন কোনও অবস্থান নেব না, যাহাতে জগদীপ ধনখড় উপরাষ্ট্রপতি হওয়ার মতো বিজেপির কোনও সুবিধা হয়। আমরা যাহা করিব প্রকাশ্যে করিব। সরকার কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ করিলে তাহাকে ইতিবাচকই বলিব।" অন্যদিকে, বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক তথা মমতা শিবিরের নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, "দুই ক্ষেত্রেই পৃষ্ঠপোষক বিজেপি। দিল্লিতে প্রকাশ্যে খোলাখুলি। এখানে বিধানসভায় চুপিচুপি।"

দিল্লির বৈঠকে কাকলি, শতাব্দীর পাশাপাশি ছিলেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত মাল, বাপি হালদার, জুন মালিয়া, জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, কালীপদ সোরেন, অরূপ চক্রবর্তী, পার্থ ভৌমিক, শর্মিলা সরকারেরা। বিদ্রোহীদের তালিকায় ইউসুফ পঠান, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবের নামও ভেসে আসিয়াছে ইতিমধ্যেই। শর্মিলার দাবি, ২০ জনেরও বেশি লোকসভা সাংসদ বিদ্রোহী শিবিরে যোগ দিয়াছেন। গত ৩ জুন ৫৮ জন বিদ্রোহী তৃণমূল বিধায়ক বিধানসভা ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করিয়া অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষিত পরিষদীয় নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বদলে বহিষ্কৃত ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনোনীত করিলেও মমতাকেই 'দলনেত্রী' বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছিল। কিন্তু বিদ্রোহী লোকসভা সাংসদেরা তেমন কিছু করেননি। তাঁহারা বিজেপির সঙ্গী হইতে চলিয়াছেন বলিয়াও সূত্রের খবর। অর্থাৎ, শিন্দে-অজিতের মতোই তাঁহাদের পরবর্তী নিশানা হইতে পারে দলের নাম এবং নির্বাচনী প্রতীক। ২০২২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর শিবসেনার নাম ও প্রতীক নিয়ে মামলায় সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ 'আসল শিবসেনা' বাছার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের অনুমতি দিয়াছিল কমিশনকে। সেই নির্দেশ হাতিয়ার করিয়া কাকলিরাও এ বার কমিশনে গিয়া 'আসল তৃণমূল' হিসাবে স্বীকৃতি আদায় করিয়া নিতে পারেন বলিয়া মনে করিয়াছেন অনেকে। তবে শিবসেনা এবং এনসিপির নাম-প্রতীকের মামলায় এখনও চূড়ান্ত রায় দেয়নি শীর্ষ আদালত।

গঙ্গা পুজো বাঙালিদের একটি অন্যতম উৎসব

নদীমাতৃক ভারতবর্ষে মাতৃস্বরূপা গঙ্গানদী। দেশের একাধিক জনপথ তাঁর তীরেই গড়ে উঠেছে। গঙ্গা স্রেফ নদী নয়, হিন্দুধর্মের পরম পূজনীয় এক দেবীও। যদিও এই দেবীত্বে উত্তরণের নেপথ্যে রয়েছে একাধিক পৌরাণিক ব্যাখ্যা। এমনকি গঙ্গার উল্লেখ মেলে মহাভারতেও। তবে সব থেকে প্রচলিত, ভগীরথের আহ্বানে গঙ্গার মর্ত্যে আগমনের কাহিনিটি। পতিতোদ্ধারিণী, পুণ্যদায়িনী দেবী গঙ্গা। সনাতন ধর্মে তাঁর বিশেষ স্থান। শুধুমাত্র দেবীজ্ঞানে পুজো নয়, গঙ্গাজল যেকোনও শুভকাজে আবশ্যক। মনে করা হয়, গঙ্গাজলের ছোঁয়ায় যে কোনও অপবিত্র জিনিস পবিত্র হয়ে ওঠে। কিন্তু এই গঙ্গা নদীর জন্ম কীভাবে? তার ভৌগলিক ব্যাখ্যা অবশ্যই রয়েছে। তবে পুরাণেও বিশেষভাবে উল্লেখ রয়েছে গঙ্গার জন্ম বৃত্তান্ত। সেইসঙ্গে দেবীরূপে গঙ্গার মর্ত্যে আগমন হল ঠিক কীভাবে, সে ব্যাখ্যাও পুরাণেই মেলে। গঙ্গা জন্মের প্রসঙ্গে প্রথমেই উঠে আসে ব্রহ্মার কথা। কথিত আছে তাঁর কমন্ডলু থেকেই জন্ম হয়েছিল গঙ্গার। যেহেতু স্বয়ং ব্রহ্মার কমণ্ডুল থেকে সৃষ্ট, তাই গঙ্গাকে দেবী হিসেবে অস্বীকার করার উপায় নেই। আবার এমনটাও মনে করা হয়, গঙ্গা হিমালয় রাজের কণ্যা। দেবী পার্বতীর বোন। তবে জন্ম প্রসঙ্গের থেকেও গঙ্গা সম্পর্কে যে পৌরাণিক আখ্যান অধিক প্রচলিত তা হল গঙ্গার মর্ত্যে আগমনের কাহিনিটি। সেই কাহিনি শুরু হয় রাজা সগরের সাম্রাজ্যে। দয়াবান বীর রাজা সগর ঈশ্বরের আশীর্বাদে ষাট হাজার পুত্রের জনক হয়েছিলেন। আনন্দে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। কিন্তু সেই আয়োজন দেখে হিংসায় ফেটে পড়েন দেবরাজ ইন্দ্র। ছল করে যজ্ঞের মূল ঘোড়াটি অপহরণ করে নেন তিনি। রাজা তাঁর ষাট হাজার পুত্রকে সেই ঘোড়ার খোঁজ করতে পাঠান। তাঁরা পাতালপুরীতে ধ্যানমগ্ন ঋষির কাছে ওই ঘোড়াটিকে দেখতে পান। তক্ষনি সেই মহর্ষিকে চোর সন্দেহ করে তার বহু বছরের ধ্যান ভঙ্গ করেন ওই ষাট হাজার সন্তান। কিন্তু তাঁরা জানতেন না, ওই ঋষি আসলে মহর্ষি কপিল। ধ্যানভঙ্গ হতেই তিনি ভয়ানক চটে যান। তখনি দৃষ্টিপাত করে একসঙ্গে ষাট হাজার সন্তানকে ভস্ম করে দেন। সগর রাজার ষাট হাজার সন্তানের আত্মা পারলৌকিক ক্রিয়ার অভাবে প্রেতরূপে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ঘটনার বহুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর, সগর রাজের এক বংশধর, তথা রাজা দিলীপের পুত্র ভগীরথ সিদ্ধান্ত নেন ওই ষাট হাজার পূর্বপুরুষের আত্মাকে মুক্তি দেবেন। এদিকে এই কাজ কেবলমাত্র করতে পারেন দেবী গঙ্গা। কিন্তু তাঁকে সেই অনুরোধ করবে কে? একমাত্র ব্রহ্মাই পারেন গঙ্গাকে নির্দেশ দিতে। তিনি তুষ্ট হলেই গঙ্গা এই কাজে রাজি হবেন। তাই ব্রহ্মার তপস্যা শুরু করেন ভগীরথ। তপস্যায় সন্তুষ্ট ব্রহ্মা গঙ্গাকে মর্ত্যে প্রবাহিত হয়ে সগরপুত্রদের আত্মার সদগতিতে সহায়তা করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু দেবী গঙ্গার এই নির্দেশ খুবই অসম্মানজনক মনে হয়। তিনি ঠিক করেন এতটাই তীব্র গতিতে মর্ত্যে নামবেন যে মুহূর্তের মধ্যে চারিদিক প্লাবিত হয়ে যাবে। তখন ভগীরথ গঙ্গার সেই তীব্র গতিরোধ করার জন্য শিবের আরাধনা শুরু করেন। সেই আরাধনায় তুষ্ট হয়ে শিব তাঁকে আশ্বস্তও করেন। এবং তীব্র গতির গঙ্গাকে শিব শান্তভাবে নিজ জটাজালে আবদ্ধ করেন। তারপর ছোটো ছোটো ধারায় তাকে মুক্তি দেন। এদিকে শিবের সান্নিধ্যে গঙ্গা শান্ত হন। একইসঙ্গে দেবাদিদেবের অঙ্গে স্থান পেয়ে আরও পবিত্র হন গঙ্গা। ভগীরথে নিজে শঙ্খ বাজিয়ে তাঁকে দিক নির্দেশ করে মর্ত্যে নিয়ে আসেন। কথিত আছে সেই দিনটি ছিল জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী। যা দশহরা তিথি হিসেবেও পরিচিত। তাই এইদিন ঘটা করে গঙ্গাপুজোর আয়োজন করা হয়। এতে পূর্বপুরুষদের আত্মামুক্তির ইচ্ছাও পূরণ হয়। যেহেতু ভগীরথ গঙ্গার মর্ত্যাবতরণের প্রধান কারণ, সেই হেতু গঙ্গার অপর নাম ভাগীরথী

এছাড়া গঙ্গার অপর নাম জাহ্নবী। কথিত আছে, মর্ত্যে ভগীরথকে অনুসরণ করার সময় গঙ্গা ঋষি জহ্নুর আশ্রম প্লাবিত করেন। উগ্রতপা জহ্নু হয়ে গঙ্গার সমস্ত জল পান করে ফেলেন। তখন দেবগণ গঙ্গার মুক্তির জন্য ঋষির কাছে প্রার্থনা করতে থাকলে নিজের জঙ্ঘা বা জানু চিরে গঙ্গাকে মুক্তি দেন। এইরূপে গঙ্গা জহ্নু ঋষির কন্যা রূপে পরিচিতা হন এবং তার অপর নাম হয় জাহ্নবী। তবে এইসবই কথিত আখ্যান। মর্ত্যে গঙ্গা দেবী রূপেই পূজিতা হন। হরিদ্বার, বারানসী সহ একাধিক স্থানে গঙ্গা মন্দির রয়েছে। নিয়মিত গঙ্গারতিও হয় এইসব স্থানে। আর এখনও হাজার হাজার হিন্দু পুণ্যলাভের আশায় গঙ্গা স্নান করেন। তাঁদের সমস্ত পাপ, কালিমা নিজের শ্রোতের সঙ্গেই বয়ে নিয়ে যান গঙ্গা। বৈচিত্র্যপূর্ণ পুরুলিয়া জেলার অন্যতম একটি হল গঙ্গা পুজো। পুরুলিয়ার ঝালদার এই পুজো দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আসছে। ঝালদার ধীবর সমিতির সদস্যরা এই পুজোর আয়োজন করে থাকেন। তিন দিন ধরে চলে এই পুজো। ঝালদার আনন্দ বাজার ধীবর পাড়ায় ধীবর সমাজের উদ্যোগে ও ঝালদাবাসীর সহযোগিতায় এই গঙ্গা পুজো হয়ে আসছে ধুমধামের সঙ্গে।

ঝালদার গঙ্গা পুজো প্রসঙ্গে উদ্যোক্তারা জানান, ঝালদা আনন্দ বাজার ধীবর পাড়া গঙ্গা পুজো সমিতির উদ্যোগে এই পুজোর আয়োজন করা হয়। মূলত সঠিক সময়ে বৃষ্টির আগমন প্রার্থনা করে এই পুজো করা হয়ে থাকে। কারণ ঠিক সময় বৃষ্টি নামলে তবেই মাছ চাষ ভাল হবে। পরিবার ও এলাকার মানুষদের মঙ্গল কামনায় এই পুজোর আয়োজন করা হয় যুগ যুগ ধরেই।

ভারতীয় বিজ্ঞান জাদুঘরের ভীষ্ম পিতামহ ড. সরোজ ঘোষ

বিমলকুমার শীট

অন্যান্য বিষয় যাই হোক না কেন বিজ্ঞান বিষয়টি সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হওয়া দরকার। সভ্যতার উন্নতিতে বিজ্ঞানের অবদান ভোলার নয়। তাই বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার আবশ্যিকতা প্রয়োজন। দরকার বিজ্ঞান মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা। মিউজিয়াম হল এক ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে মিউজিয়াম শব্দটি ব্যবহৃত হত ইটালির ফ্লোরেন্সের লরেঞ্জো দি মেদিচির সংগ্রহশালাকে বোঝাতে। তবে এ সময় মিউজিয়াম বলতে কোনো প্রতিষ্ঠানের কল্পনা করা হয়নি। সপ্তদশ শতকীয় ইউরোপে "মিউজিয়াম" শব্দটি ব্যবহৃত হত জ্ঞানের সংরক্ষণ অর্থে। মূলত ১৭৫৯ সালে লন্ডনের "দি ব্রিটিশ মিউজিয়াম" প্রতিষ্ঠার পরবর্তীতে মিউজিয়াম শব্দটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয় এবং জনসাধারণের উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ধারণা চালু হয়। ড. সরোজ ঘোষ ছিলেন বিজ্ঞানকে জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় করার অন্যতম ব্যক্তিত্ব ও সংগ্রাহলয় সংস্থাপক। সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন একজন আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত জাদুঘরবিদ। তিনি ১৯৭৮ সালে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব সায়েন্স মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার পেছনে বৃহত্তর অবদান রেখেছেন। দেশে বিজ্ঞান মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ড. ঘোষ বর্তমান প্রজন্মকে নতুন দিশা দেখালেন।

১৯৩৫ সালে ১ সেপ্টেম্বর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন সরোজ ঘোষ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এমএস ডিগ্রি অর্জন করেন এবং স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশনে গবেষণা করেন। ১৯৭৪ সালে দেশে ফিরে এসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৫ সালে তিনি কলকাতায় বিড়লা ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামের অধিকর্তার দায়িত্ব নেন। ১৯৭৮ সালে ড. সরোজ ঘোষ ন্যাশনাল কাউন্সিল অব সায়েন্স মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মূলত তাঁরই উদ্যোগে কলকাতায় ৫০ একর জায়গা জুড়ে তৈরি হয় সায়েন্স সিটি, যা ছিল ভারতীয় উপমহাদেশে সর্ববৃহৎ। এই কেন্দ্রটি ভারতে সবচেয়ে বেশি পরিদর্শন করা বিজ্ঞান কেন্দ্র (বার্ষিক গড় ১.৫ মিলিয়ন দর্শনার্থীর উপস্থিতি)। বিজ্ঞাননগরী নামকরণে তার অভিমত ছিল 'একটি শহরের যা যা থাকে ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, রেলগাড়ি, রেস্তরা, অডিটোরিয়াম ইত্যাদি সবই থাকবে। কেবল থাকবে না মানুষের বসবাস। থাকবে বিজ্ঞানের নানা শাখার বিভিন্ন গ্যালারি সমন্বিত বিজ্ঞানের এক বিশাল জগৎ। সব কিছু মিলে দর্শকের মনে হবে সে যেন বিজ্ঞান শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে'।

১৯৬৫ সালে ড. সরোজ ঘোষ বি টি টি এম এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন একই বছর নরেন্দ্রপুরের রামকৃষ্ণ আশ্রম স্কুলে "ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান জাদুঘর" চালু করেন। প্রদর্শনীটি "আমাদের পরিচিত বিদ্যুৎ" থিমের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল, যার ৩০টি প্রদর্শনী বহনযোগ্য স্ট্যাণ্ডে স্থাপন করা হয়ে ছিল এবং অপরটি বাসে বহন করা হয়ে ছিল। এই ভ্রমণ প্রদর্শনীর পিছনের দর্শন ছিল, যদি শিশুরা বিজ্ঞান জাদুঘরে আসতে না পারে, তাহলে বিজ্ঞান জাদুঘর তাদের কাছে যাবে"। এল সি এস এম এখন সারা দেশে ৪৮টি ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনী বাস পরিচালনা করে। লিমকা বুক

অফ রেকর্ডস এই প্রোগ্রামটিকে ভারতের বৃহত্তম এবং দীর্ঘতম চলমান অ অনুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রোগ্রাম হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ১৯৭৯ সালে ড. ঘোষ আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে, মুম্বাইয়ে ওরলিতে একটি পৌর আবর্জনা ফেলার জায়গাকে বিশ্বের প্রথম বিজ্ঞান পার্কে রূপান্তরিত করেছিলেন। যেখানে শিশুরা পার্কের সবুজ পরিবেশে স্থাপিত প্রদর্শনীর সাথে খেলা করার সময় বিজ্ঞানের মূল বিষয়গুলির অন্বেষণ করতে পারত। এই মডেলটি বিশ্বব্যাপী বিপুল সংখ্যক বিজ্ঞান কেন্দ্র দ্বারা অনুসরণ করা হয়েছিল। ১৯৮৫ সালে এটি নেহরু বিজ্ঞান কেন্দ্রে পরিণত হয়। জাতীয় বিজ্ঞান জাদুঘর গঠিত হলে ড. ঘোষ এর পরিচালক (১৯৭৯) এবং পরে এর মহাপরিচালক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলা, দেশে বৈজ্ঞানিক সচেতনতা তৈরি করা এবং বিজ্ঞান কেন্দ্রের কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে সৃজনশিলতা ও বৈজ্ঞানিক মেজাজ লালন করার উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে, ড. সরোজ ঘোষ ভারতে বিজ্ঞান কেন্দ্র আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তার নেতৃত্বে কলকাতার "সায়েন্স সিটি" ছাড়াও ১৮টি বিজ্ঞান কেন্দ্র, এর মধ্যে ২টি জাতীয় স্তরে, ৭টি আঞ্চলিক স্তর এবং ৮টি উপ-আঞ্চলিক জেলাস্তরে সারা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিল। দেশের বিজ্ঞান বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ড. ঘোষ "ভারতঃ বিজ্ঞানের ঐতিহ্য" শীর্ষক আন্তর্জাতিক মেগা ভ্রমণ প্রদর্শনীর ধারণার মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন। প্রদর্শনটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, রাশিয়া, বুলগেরিয়া, চিন, বাংলাদেশ, ত্রিনিদাদ ও তোবাগো, গায়ানা ইত্যাদি দেশে বেশ জনপ্রিয় ছিল। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ কার্যক্রমে অবদানের জন্য এই প্রদর্শনী এন সি এস এম কে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করে।

ড. সরোজ ঘোষ তার কাজের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিকস্তরে নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৮৮ সালে "ইন্দিরা গান্ধী পুরস্কার", বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে 'হরি ওম ট্রাস্ট পুরস্কার' লাভ করেন। শিশুদের মধ্যে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের জন্য ভারত সরকার তাঁকে "পদ্মশ্রী" (১৯৮৯) এবং কবিগুরুর জীবন ও সাহিত্য কর্মের উপর নির্মিত সর্বাধুনিক সংগ্রাহালয়ের জন্য "পদ্মভূষণ" (২০০৭) পুরস্কার প্রদান করে। তিনি আন্তর্জাতিক স্তরে "প্রিমো রোভিস ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ" (১৯৯৬) এবং "এ এস টি ফেলো" (১৯৯৭) লাভ করেন। ড. সরোজ ঘোষ 'প্যারিস ভিত্তিক আন্তজাতিক জাদুঘর পরিষদ" এর বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং দুবার এর সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি বিশ্ব বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতির পদও অলংকৃত করে ছিলেন। অবসরগ্রহণের পরও ড. ঘোষ তাঁর দক্ষতা অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁর পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠে ছিল কলকাতা টাউনহল জাদুঘর, নয়াদিল্লী সংসদ জাদুঘর এবং নয়াদিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবন জাদুঘর। এছাড়া তাঁর পরামর্শে আহমেদাবাদের গুজরাট সায়েন্স সিটির মতো জাদুঘরও গড়ে উঠেছে। ড. ঘোষ ১৭ মে ২০২৫ সালে ৮৯ বছর বয়সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সিয়াটলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর মরদেহ বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করা হয়েছে। তিনি ভারত জুড়ে বিজ্ঞান জাদুঘরের একটি বিকেন্দ্রীভূত মডেলের উন্নয়নের কল্পনা করে ছিলেন এবং বাস্তবায়ন করেছিলেন, যা বিজ্ঞানকে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে সহজলভ্য এবং অনুপ্রেরণামূলক করে তুলেছিল। **সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

স্বদেশী জাগরণের সূত্রপাত

অমিতাভ বসু

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ থেকে শুরু হয় স্বদেশী আন্দোলন, চলে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত। সংবাদপত্র ও জনসভার মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের কাছে বঙ্গভঙ্গ বাতিলের আবেদন করা হয়। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ আদেশ বাতিলের দাবির তীব্র বিরোধিতা করে। জাতীয়তাবাদী নেতারা বোঝেন জনসভা, সম্মেলন ও সংবাদপত্রে প্রচারের মাধ্যমে তাঁদের দাবি আদায় করা যাবে না। দাবি আদায়ের জন্য তাঁদের প্রতিবাদের পদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন ।এই ধারণাটি প্রথম শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র "তাঁর সঞ্জীবনী পত্রিকায় ১৯০৫ সালের ৩ জুলাই প্রস্তাব করেন ।পরে ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হলের সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। এই সভায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তগুলি হল - বিলেতি পণ্য বর্জন, গণসমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন, স্বেচ্ছাসেবক দল বা সমিতি গঠন, ঐতিহ্যবাহী উৎসব ও সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি, আত্মনির্ভরতা বা আত্মশক্তির উপর গুরুত্বারোপ, আর জাতীয় শিক্ষা এবং দেশীয় শিল্প-উদ্যোগের মাধ্যমে স্বদেশী কর্মসূচি চালু করা। এই আন্দোলন স্বদেশী ধারায় নিজেদের স্বাবলম্বী হওয়ার উপর জোর দেয়। এর জন্য প্রয়োজন নিজেদের শিল্প ,জাতীয় স্কুল আর গ্রামের উন্নয়ন। এই আন্দোলনকে সফল করার প্রধান অস্ত্র ছিল বিলেতি পণ্য, স্কুল ও সংস্কৃতি বর্জন। বড় বড় সভার আয়োজন করা হয়, যেখানে প্রচুর মানুষ জমায়েত হয়ে দেশে তৈরি জিনিস ব্যবহার করা এবং বিলেত থেকে আসা জিনিস বর্জন করার শপথ নেয় জ্জ অনেকে তাদের বিলেতি কাপড় ও সিগারেট পুড়িয়ে দেয়। স্বদেশী আন্দোলনে ছাত্রছাত্রীদের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তারা বিলেতি কাপড় এবং অন্যান্য বিলেতি জিনিস বিক্রির দোকানের সামনে তীব্র প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। নারীরাও সেই প্রতিবাদে যোগ দেয়। এমনকি বহু অসুস্থ মানুষও বিলেতি ওষুধ বর্জন করে এবং এর জন্য যা পরিণতি ঘটুক, তা মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে।

বিলেতি পণ্য বর্জনের ফলে, ১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতার শুল্ক সংগ্রাহক অফিসের প্রতিবেদন অনুসারে ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে তৈরি কাপড়ের বিক্রি কমে যায়। এই আন্দোলনের ফলশ্রুতি স্বরূপ দেশীয় ছোট বড় কাপড়ের কল, সাবান ও দেশলাই কারখানা, জাতীয় ব্যাংক এবং বীমা কোম্পানি তৈরি হতে শুরু করে। সেই সময় প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেশীয় শিল্প উদ্যোগ হল বেঙ্গল কেমিক্যালস, বেঙ্গল লক্ষ্মী কটন মিলস, মোহিনী মিলস এবং ন্যাশনাল ট্যানারি। দেশীয় কুটির শিল্প এবং হস্তশিল্প যা ব্রিটিশ শিল্প নীতির কারণে ক্রমশ বন্ধ হতে বসে, স্বদেশী আন্দোলন সেই সব শিল্পকার্য্যকে পুনরুজ্জীবিত করে।

১৯০৫ সালের অক্টোবরে মাসে বাংলার তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের প্রধান সচিব স্যার রবার্ট ওয়ার‍্যান্ড কার্লাইল সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে জড়িত ছাত্রদের অনুদান এবং বৃত্তি প্রত্যাহারের আদেশ জারি করেন। কার্লাইলের এই কুখ্যাত আদেশ সত্বেও ছাত্ররা ইংরেজ পরিচালিত স্কুল ও কলেজ বর্জন করে জ্জ ফলে স্বদেশী আন্দোলনের নেতারা একটি সমান্তরাল শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করতে থাকেন জ্জ এই চিন্তাভাবনা থেকে স্থাপনা হয় বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ অ্যান্ড স্কুল জ্জ জেলাস্তরে বেশ কয়েকটি জাতীয় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। জাতীয় শিক্ষাকে সমর্থন এবং বিলেতি পণ্য বর্জন ও স্বদেশীর নীতি প্রচার করার জন্য কিছু জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা বা সমিতি গড়ে ওঠে। সমিতিগুলির মতাদর্শের পরিধি ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে সামাজিক সংস্কার, গঠনমূলক জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ও স্বনির্ভর অর্থনীতি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই আন্দোলন কেবল বাংলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন। পুরোভাগের নেতাদের মধ্যে বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিন চন্দ্র পাল, লালা লাজপত রাই, অরবিন্দ ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভি.ও. চিদাম্বরম পিল্লাই স্মরণীয়।

স্বদেশি আন্দোলন সমগ্র দেশকে ঐক্যবদ্ধ করে। এর আগে ব্রিটিশরা কখনোই এমন সর্বভারতীয় আন্দোলনের মুখোমুখি হয়নি। এই আন্দোলন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের গতি বাড়িয়ে দেয়। এই আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ সরকার ১৯০৯ সালের 'মরলে-মিন্টো সংস্কার আইন' যা ভারতীয় কাউন্সিল আইন নামে পরিচিত প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়। এই আইন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় ভারতীয় প্রতিনিধিত্বর সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এক কথায়, স্বদেশি আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার নিগমের ১ নং ও ২ নং এলাকার অসমাপ্ত কিছু কাজ ঘুরে দেখেন মেয়র দীপক মজুমদার।

ধর্মনগরে পরিত্যক্ত স্করপিও থেকে ব্রাউন সুগার উদ্ধার তদন্তে নেমে রহস্যের জাল উন্মোচনের চেষ্টা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ জুন: মাদকবিরোধী অভিযানে ফের উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল ধর্মনগর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে চালানো এক অভিযানে পশ্চিম বটরসি এলাকা থেকে একটি পরিত্যক্ত স্করপিও গাড়ি থেকে প্রায় ১২ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়েছে। তবে উদ্ধার অভিযানের পাশাপাশি গাড়িটিকে ঘিরে একাধিক রহস্যজনক তথ্য সামনে আসায় তদন্তের গুরুত্ব আরও বেড়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এএস-০৪আর-৪৫৪৯ নম্বরের একটি স্করপিও গাড়িতে করে মাদক পাচারের খবর পেয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশ পশ্চিম বটরসি এলাকার ভারত পেট্রোলিয়াম পাম্প সংলগ্ন এলাকায় নজরদারি শুরু করে। অভিযানের সময় রাস্তার ধারে একটি পরিত্যক্ত অবস্থায় গাড়িটি দেখতে পায় পুলিশ।

প্রাথমিক তদন্তে দেখা যায়, গাড়িটির সামনের উইন্ডশিল্ড এবং চালকের পাশের জানালার কাচ ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। এছাড়া গাড়ির চাবিও ভেতরেই পড়ে ছিল। পুলিশের অনুমান, অভিযানের আভাস পেয়ে বা অন্য কোনো কারণে গাড়ির চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

পরবর্তীতে গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একটি প্যাকেট থেকে প্রায় ১২ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থলে ফরেনসিক টিমকে ডাকা হয় এবং ফরেনসিক এক্সামিনার লিংকন রিয়াংসহ পুলিশের ঊর্ধতন আধিকারিকরা উপস্থিত থেকে নমুনা সংগ্রহ ও প্রাথমিক তদন্ত পরিচালনা করেন।

তদন্তে আরও একটি বিষয় পুলিশের নজরে আসে। গাড়ির ভেতরে একটি রাজনৈতিক দলের উত্তরীয় ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। তবে এর সঙ্গে মাদক পাচার চক্রের কোনো যোগসূত্র রয়েছে কিনা, নাকি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সেটি সেখানে রাখা হয়েছিল, তা নিয়ে এখনই কোনো মন্তব্য করতে নারাজ তদন্তকারীরা। বিষয়টি তদন্তের অংশ হিসেবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

ফরেনসিক পরীক্ষা শেষে পুলিশ স্করপিও গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করে ধর্মনগর থানায় নিয়ে যায়। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি বা চক্রকে চিহ্নিত করতে এবং গাড়ির মালিক ও পলাতক চালকের সন্ধানে জোরদার তদন্ত শুরু হয়েছে।

পুলিশের এক আধিকারিক জানান, মাদক পাচার রোধে ধারাবাহিক অভিযান চালানো হচ্ছে এবং এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার জন্য সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধর্মনগর জেলাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মাদকের উৎস, পাচারচক্রের নেটওয়ার্ক এবং পরিত্যক্ত গাড়ির রহস্য উদঘাটনে তদন্তকারীদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সকলের নজর।

উচ্ছেদ অভিযানের আগে জয়পুরের একাধিক এলাকায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ

জয়পুর, ৮ জুন (আইএএনএস): বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযানকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে রাজস্থানের জয়পুরের একাধিক এলাকায় সাময়িকভাবে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিল জেলা প্রশাসন।

সোমবার নির্ধারিত এই অভিযানে জয়পুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (জেডিএ) জগতপুরার নন্দপুরী আন্ডারপাস থেকে রেললাইনের সমান্তরাল সড়কটিকে অনুমোদিত ৮০ ফুট প্রস্থে সম্প্রসারণের কাজ শুরু করবে। এই প্রকল্পের অংশ হিসেবেই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হচ্ছে।

প্রশাসনের আশঙ্কা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ইন্টারনেটভিত্তিক প্ল্যাটফর্মে গুজব, ভুয়ো খবর বা উস্কানিমূলক বার্তা ছড়িয়ে পড়লে জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে পারে। সেই কারণেই জয়পুরের বিভাগীয় কমিশনার ভি. সর্বণ কুমার ইন্টারনেট পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করেছেন।

নির্দেশ অনুযায়ী, রবিবার মধ্যরাত থেকে সোমবার মধ্যরাত পর্যন্ত নির্দিষ্ট এলাকায় ২জি, ৩জি, ৪জি এবং ৫জি মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকবে। শুধু মোবাইল ডেটাই নয়, বাল্ক এসএমএস পরিষেবা এবং ইন্টারনেটভিত্তিক মেসেজিং প্ল্যাটফর্মগুলিও এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকবে। হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক এবং এক্স-সহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও প্রবেশাধিকার সীমিত করা হয়েছে।

তবে সরকারি ও জরুরি পরিষেবাগুলিকে প্রয়োজন অনুযায়ী এই নিষেধাজ্ঞা থেকে ছাড় দেওয়া হতে পারে। জয়পুর পুলিশ কমিশনারেট এবং সংলগ্ন জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় এই নির্দেশ কার্যকর করা হয়েছে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নজরদারির জন্য বিশেষ সাইবার টিমও সক্রিয় করা হয়েছে।

প্রশাসনের তরফে সতর্ক করা হয়েছে, গুজব, বিভ্রান্তিকর তথ্য বা জনশৃঙ্খলা নষ্ট করতে পারে এমন কোনও বার্তা ছড়ালে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সাধারণ মানুষকে শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার পাশাপাশি যাচাই না করা তথ্য প্রচার না করার আবেদনও জানানো হয়েছে।

সড়ক সম্প্রসারণ প্রকল্পের অংশ হিসেবে রাস্তার নির্ধারিত সীমানার মধ্যে থাকা পাঁচটি ধর্মীয় স্থাপনা সরানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এই অভিযান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে জয়পুর, কোটা এবং ভরতপুর রেঞ্জ থেকে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী আনা হয়েছে। পুরনো শহর-সহ বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় নিরাপত্তাও জোরদার করা হয়েছে।

জেডিএ-র ভিজিল্যান্স শাখার ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল আনন্দ শর্মা জানান, গত ২২ মে একই রুটে ১৩৪টি অবৈধ দখলদারি উচ্ছেদ করা হয়েছিল। এর পর সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় স্থাপনাগুলির পরিচালন কমিটি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের স্বেচ্ছায় স্থানান্তরের জন্য সময় দেওয়া হয়েছিল।

প্রশাসনের দাবি, বর্তমানে ওই সময়সীমা শেষ হয়ে যাওয়ায় উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। সরকারি নথি অনুযায়ী রাস্তার অনুমোদিত প্রস্থ ৮০ ফুট হলেও অবৈধ দখলের কারণে বহু অংশে তা ২৫ থেকে ৩০ ফুটে নেমে এসেছে।

প্রায় ১.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সড়কটি নন্দপুরী আন্ডারপাস থেকে জগতপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ছয়টি বড় আবাসিক এলাকার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। প্রশাসনের মতে, রাস্তা চওড়া হলে হরে কৃষ্ণ মার্গে যানজট অনেকটাই কমবে এবং নন্দপুরী ও জগতপুরার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে। মালব্য নগর-সহ আশপাশের ৫০টিরও বেশি আবাসিক এলাকার বাসিন্দারা এর সুফল পাবেন।

১২ বছরের 'গরিব কল্যাণ' অন্ত্যোদয়ের আদর্শে বঞ্চিতদের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, বললেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (আইএএনএস): গত ১২ বছরে ভারতের নানা ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে এবং সেই পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের কল্যাণ সোমবার এমনই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত উদ্যোগ অন্ত্যোদয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত মানুষদের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়াই সরকারের প্রধান লক্ষ্য।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ 'গরিব কল্যাণের ১২ বছর' হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এবং সেগুলির প্রভাব তুলে ধরেন।প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "গত ১২ বছরে ভারত বহু পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছে এবং এই পরিবর্তনের মূল ভিত্তি ছিল দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণ। আমরা সবসময় অন্ত্যোদয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছি এবং আমাদের লক্ষ্য ছিল উন্নয়নের সুফল সেইসব মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া, যারা দশকের পর দশক বঞ্চিত ছিলেন।"তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা, ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (ডিবিটি), স্বচ্ছ ভারত অভিযান, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, জল জীবন মিশন এবং আয়ুষ্মান ভারত-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প মানুষের মর্যাদা, সুযোগ এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে চালু করা হয়েছে।মোদি বলেন, "জনধন অ্যাকাউন্ট ও ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার থেকে শুরু করে স্বচ্ছ ভারত, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, জল জীবন মিশন, আয়ুষ্মান ভারত প্রতিটি উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল মানুষের জীবনে মর্যাদা ও সুযোগ নিশ্চিত করা।"প্রধানমন্ত্রী কল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রযুক্তির ভূমিকারও প্রশংসা করেন। তাঁর বক্তব্য, "ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সরকারি সহায়তা সরাসরি ও স্বচ্ছভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এর ফলে অপচয় ও দুর্নীতি কমেছে, প্রশাসনিক দক্ষতা বেড়েছে এবং সরকারের প্রতি মানুষের আস্থা আরও দৃঢ় হয়েছে। এভাবেই গরিব কল্যাণের যাত্রা মানবশক্তির বিকাশ এবং 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্নপূরণের এক সম্মিলিত আন্দোলনে পরিণত হয়েছে।"এদিকে, প্রধানমন্ত্রী মোদি ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকের দোরগোড়ায় পৌঁছেছেন। আগামী ১০ জুন তিনি টানা ৪,৩৯৯ দিন দেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন সম্পূর্ণ করবেন, যা ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর রেকর্ডকে অতিক্রম করবে।২০১৪ সালের ২৬ মে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়া মোদি পরপর তিনটি লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় ফিরেছেন। তাঁর নেতৃত্বে ২০১৪ সালে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, ২০১৯ সালে আরও বড় জয় পায় এবং ২০২৪ সালেও কেন্দ্রের ক্ষমতা ধরে রাখে।অন্যদিকে, জওহরলাল নেহরু ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার পর প্রধানমন্ত্রী হলেও প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পরে তাঁর নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মেয়াদ শুরু হয় ১৯৫২ সালের ১৩ মে। ১৯৬৪ সালের ২৭ মে তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেই মেয়াদ ছিল মোট ৪, ৩৯৮ দিনের।

মোদি সরকারের ১২ বছর: কল্যাণমূলক প্রকল্প, সংস্কার ও বিশ্বমঞ্চে ভারতের উত্থানকে সামনে রাখছে এনডিএ

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ) সরকার মঙ্গলবার টানা ১২ বছরের শাসনের মাইলফলক স্পর্শ করতে চলেছে। তৃতীয় দফার সরকারে এক বছর পূর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে কল্যাণমূলক কর্মসূচি, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, প্রশাসনিক সংস্কার এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে সামনে রেখে এই সাফল্য উদযাপন করছে কেন্দ্র।সোমবার 'এক্স'-এ করা এক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "গত ১২ বছরে ভারত বহু পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছে। এই পরিবর্তনের কেন্দ্রে রয়েছে দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের কল্যাণ। অন্ত্যোদয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা সবসময় চেষ্টা করেছি উন্নয়নের সুফল যাতে দীর্ঘদিন ধরে পিছিয়ে থাকা মানুষের কাছে পৌঁছায়।"

তিনি আরও উল্লেখ করেন, জনধন অ্যাকাউন্ট, ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (ডিবিটি), স্বচ্ছ ভারত অভিযান, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, জল জীবন মিশন, আয়ুষ্মান ভারত-সহ একাধিক প্রকল্প মানুষের মর্যাদা ও সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে।২০১৪ সালে প্রথমবার ক্ষমতায় আসার পর থেকে মোদি সরকারের অন্যতম সাফল্য হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির ব্যাপক সম্প্রসারণ এবং সরকারি সুবিধা সরাসরি উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা। বিজেপির তৎকালীন সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা গত বছর মন্তব্য করেছিলেন যে, মোদি সরকার ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে আশাবাদ, সুশাসন ও নাগরিক কল্যাণের নতুন ধারায় নিয়ে গিয়েছে।২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ৫৪৩ সদস্যের সংসদে এনডিএ ২৯৩টি আসন পায়। জোটের প্রধান শরিক বিজেপি একাই জেতে ২৪০টি আসন। এই ফলাফলকে স্থিতিশীল শাসন ও দৃঢ় নেতৃত্বের প্রতি জনসমর্থনের প্রতিফলন হিসেবে দেখা হয়।

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যেও ভারত ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে বলে কেন্দ্রের দাবি। কোভিড-পরবর্তী ধাক্কা কাটিয়ে দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের পথে এগিয়েছে।মোদি সরকারের তৃতীয় মেয়াদে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভারতের কণ্ঠস্বর আরও জোরালো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্প্রসারণ ও নতুন চুক্তি নিয়ে আলোচনা এগিয়েছে। পাশাপাশি আসিয়ান, বিমস্টেক এবং ব্রিকসের মতো আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে বাজার সম্প্রসারণ ও বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে ভারতের ভূমিকা শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'শূন্য সহনশীলতা' নীতিও এই সময়কালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। ২০১৬ সালের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, ২০১৯ সালের বালাকোট এয়ারস্ট্রাইক এবং ২০২৫ সালের 'অপারেশন সিঁদুর'-এর মতো পদক্ষেপের উল্লেখ করে কেন্দ্র দাবি করেছে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান বজায় রাখা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) চালুর মাধ্যমে দেশের পরোক্ষ কর ব্যবস্থাকে একীভূত করা হয়। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কর কাঠামো সহজ হয়েছে বলে সরকারের দাবি।

প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষকে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় ব্রডব্যান্ড সংযোগ, ই-গভর্ন্যান্স এবং কাগজবিহীন পরিষেবার প্রসার ঘটেছে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, উজ্জ্বলা যোজনা এবং আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পকে কেন্দ্রের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী তাঁর পোস্টে বলেন, "প্রযুক্তির ব্যবহার দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ডিবিটি এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে স্বচ্ছতার সঙ্গে সরাসরি মানুষের কাছে সরকারি সহায়তা পৌঁছেছে। এতে অপচয় কমেছে, দক্ষতা বেড়েছে এবং প্রশাসনের উপর মানুষের আস্থা আরও শক্তিশালী হয়েছে।"

নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রেও 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও', 'মিশন শক্তি', 'প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা' এবং 'উজ্জ্বলা যোজনা'র মতো প্রকল্পগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম'-এর মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর উদ্যোগের কথাও বলা হয়েছে।

যুব সমাজের জন্য রোজগার মেলা কর্মসূচি এবং কৃষকদের জন্য পিএম-কিষাণ সম্মান নিধি, প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা ও কৃষি অবকাঠামো তহবিলের মতো প্রকল্পগুলিকেও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস' স্লোগানকে মোদি সরকারের প্রশাসনিক দর্শনের ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করে কেন্দ্র দাবি করেছে, উন্নয়নের মূলস্রোত থেকে কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে পিছনে ফেলে রাখা হবে না। 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্য পূরণে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নই সরকারের মূল অঙ্গীকার। সরকারের দাবি, ১২ বছর পূর্তির এই সময়ে প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে এনডিএ সরকার স্থিতিশীল, আত্মবিশ্বাসী এবং উন্নয়নমুখী প্রশাসনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

কালারের অনবদ্য প্রদর্শনী

আগরতলা।। বর্তমান সময়ে ত্রিপুরায় যে সকল চিত্র ভাস্কর্য প্রদর্শনী হয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম এটি। ২০০৬ -২০০৭ সালে একটি বেসরকারি সংস্থা হিসেবে ''কালার'' (Color)-আত্মপ্রকাশ হয়, বর্তমানে এর সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছেন শিল্পী শ্রীমতি রিঙ্কি চক্রবর্তী। ''কালার''-এর মূল লক্ষ্য হল দৃশ্যকলার প্রসার ঘটানো এবং কেবল ত্রিপুরা নয়, বরং সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে উঠে আসা শৈল্পিক বহিঃপ্রকাশগুলোকে তুলে ধরা। সমাজজীবনে দৃশ্যকলার গুরুত্ব ও ভূমিকা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে সংস্থাটি কাজ করে; তাদের কার্যক্রমের মূল ভিত্তি হলো শিল্পে প্রগতিশীল সমাজই অধিকতর সমৃদ্ধ। ''কালার''-এর কার্যক্রম কেবল দৃশ্যকলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি নৃত্য, সঙ্গীত, আবৃত্তি ও নাটকের মতো শৈল্পিক প্রকাশের বিভিন্ন দিককেও তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালায়। ''কালার'' বা ''রঙ''নামটির আড়ালে যে মূল ভাবনাটি কাজ করে তা হলো মানুষের মনের অভ্যন্তরীণ রঙগুলোকে ধারণ করা; এগুলি এমন এক ধরনের রঙ যা খালি চোখে দেখা যায় না, অথচ এদের প্রকাশ অত্যন্ত গভীর ও সমৃদ্ধ।

''কালার'' (Color)-এর মূল লক্ষ্য হলো ত্রিপুরার দৃশ্যকলাকে ভারতের অন্যান্য প্রান্ত ও তার বাইরেও তুলে ধরা। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই ২০২৬ সালের ২রা জুন থেকে ৭ই জুন পর্যন্ত ললিত কলা একাডেমিতে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিলএ প্রদর্শনী তৃতীয়তম প্রয়াস এর আগে আরো দুইটি প্রদর্শনী হয়েছে। এই আয়োজনে ত্রিপুরা ও এর বাইরের মোট ৫০ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। প্রদর্শনীতে ক্যানভাস পেইন্টিং, এচিং, এমবসিং এবং উডকাট বা লিনোকাট প্রিন্টের মতো নানাবিধ শৈল্পিক কৌশল স্থান পেয়েছিল। ভাস্কর্যকর্মগুলোও ছিল এই প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ; এখানে বালু-ভাস্কর্য, কাঠের খোদাইকর্ম, ফাইবার আর্ট (উল-ভিত্তিক শিল্পকর্ম) এবং সিরামিক শিল্পের মতো বিচিত্র সব পরীক্ষামূলক রূপ তুলে ধরা হয়। বিশেষ উল্লেখ্য যে, এই প্রদর্শনীতে দুইজন বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী শিল্পীর আঁকা একটি চিত্রকর্মও অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনুষ্ঠানটির নামকরণ করা হয়েছিল ''রিফ্লেকশন''অর্থাৎ ''প্রতিফলন''; শিল্পীরা কীভাবে তাঁদের দৃশ্যকলার মাধ্যমে সমাজকে প্রতিফলিত করেন, তা বোঝাতেই এই নামটি বেছে নেওয়া হয়েছিল। এখানে চিত্র ও ভাস্কর্যের পাশাপাশি বালুশিল্পের ভাস্কর্যও স্থান পেয়েছে। প্রদর্শনীর উদ্বোধনে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন রামপদ জমাতিয়া (ত্রিপুরা বিধানসভার স্পিকার), কল্যাণী রায় (ত্রিপুরা বিধানসভার চিফ হুইপ), ড় রতন কুমার সাহা (ত্রিপুরা টেকনো ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য) রয়েছেন পুলিশ সুপারেন্টেন ডক্টর চন্দন সাহা এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। গতকাল সমাপ্তি দিবসে '' Futuristic Artistic Creativity '' বিষয়ক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচক হিসেবে ছিলেন অধ্যাপক ও বিশিষ্ট লেখক ড়সন্দীপ দেব, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী মনোজ কুমার ঘোষ এবং ললিতকলা একাডেমি উত্তর পূর্বাঞ্চল শাখার ইনচার্জ সুরেশ কুমারী। এই প্রদর্শনী ও আলোচনাচক্রকে কেন্দ্র করে শিল্পী ও শিল্প অনুরাগীদের ভিড় ছিল সাড়া জাগানো।

সুরজ হেগড়ের মৃত্যুতে শোকাহত রাহুল খাড়গে; কংগ্রেসের অপূরণীয় ক্ষতি বলে মন্তব্য

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (আইএএনএস): অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির (এআইসিসি) সম্পাদক তথা প্রাক্তন ভারতীয় যুব কংগ্রেসের ইনচার্জ সুরজ হেগড়ের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তিনি বলেন, হেগড়ের মৃত্যু কংগ্রেস পরিবারের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।সোমবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ রাহুল গান্ধী লেখেন, "সুরজ হেগড়েজির প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। এআইসিসি সম্পাদক এবং প্রাক্তন যুব কংগ্রেস ইনচার্জ হিসেবে তিনি দলের আদর্শে গভীর বিশ্বাস রেখে কাজ করেছেন। যুব কংগ্রেস তাঁর কাছে শুধুমাত্র একটি সাংগঠনিক দায়িত্ব ছিল না; তিনি এমন বহু তরুণকে পথ দেখিয়েছেন, যারা আজও ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্রের প্রতি কংগ্রেসের অঙ্গীকারকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।"

তিনি আরও বলেন, "তাঁর মৃত্যু কংগ্রেস পরিবারের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর পরিবার, সহকর্মী এবং সেই সমস্ত কংগ্রেস কর্মীদের প্রতি আমার সমবেদনা, যাঁদের জীবনে তিনি প্রভাব ফেলেছিলেন।"

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও হেগড়ের অকাল প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, "এআইসিসি সম্পাদক হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে দলের জন্য কাজ করা তরুণ ও সম্ভাবনাময় নেতা সুরজ হেগড়ের অকাল মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। তিনি আমার পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং কৈশোরকাল থেকেই আমি তাঁকে চিনতাম। তাঁকে একজন নিবেদিতপ্রাণ সংগঠক ও নেতা হিসেবে গড়ে উঠতে দেখা অত্যন্ত আনন্দের ছিল।"খাড়গে বলেন, যুব কংগ্রেসে সুরজ হেগড়ের অবদান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে তিনি প্রাক্তন কর্নাটক মুখ্যমন্ত্রী দেবরাজ উর্সের আদর্শ ও মূল্যবোধ নিষ্ঠার সঙ্গে বহন করে নিয়ে গিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, "এই কঠিন সময়ে তাঁর পরিবার, বন্ধু এবং সমর্থকদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা রইল। এই অপূরণীয় ক্ষতি সহ্য করার শক্তি ও সাহস তারা লাভ করুন।"কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কে. সি. ভেনুগোপালও শোকপ্রকাশ করে বলেন, "এআইসিসি সম্পাদক সুরজ হেগড়ের মর্মান্তিক মৃত্যুসংবাদে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তিনি বহু বছর নিঃস্বার্থভাবে সংগঠনের সেবা করেছেন এবং দলের আদর্শকে তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দিতে নিরলস পরিশ্রম করেছেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তাঁর পরিবার ও প্রিয়জনদের এই কঠিন সময় মোকাবিলার শক্তি কামনা করি।"কংগ্রেস নেতা পবন খেরাও এক্স-এ শোকবার্তা পোস্ট করে লেখেন, "এটি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক খবর। এই সপ্তাহেই বেঙ্গালুরুতে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। মুখে ছিল তাঁর পরিচিত হাসি এবং উৎসাহব্যঞ্জক কথা। ভালো থেকো, সুরজ ভাই।"

ত্রিপুরা প্রাকৃতিক গ্যাস মজদুর সঙ্গের সাংবাদিক সম্মেলন বিদ্যুৎকর্তা চৌমুনিতে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক বিনয় মল্লিক

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কোন খাবার নিয়মিত খেলে হাড় ক্ষয়ের ঝুঁকি কমবে?

হাড়ের খেয়াল রাখা সহজ নয়। অত্যধিক পরিশ্রম, অনিয়ম, স্বাস্থ্যকর খাবার না খাওয়া, শরীরচর্চার অভাব কম বয়সেই হাড়ের নানা অসুখ ডেকে আনে। সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার জন্য হাড় মজবুত এবং শক্তিশালী হওয়া জরুরি। ব্যস্ততম জীবনে ছুটে বেড়ানোই কাজ। সব সময়ে চাঙ্গা থাকতে হয়। নিজেকে চনমনে রাখতে শুধু ওজন কমালেই হবে না, যত্ন নিতে হবে হাড় এবং পেশিরও। হাড়ের যত্নআত্তিতে খাবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বাস্থ্যগুণ উপাদান সমৃদ্ধ খাবার বেশি করে খাওয়া জরুরি। তবে অনেকেরই মনে হয়, মাছ, মাংস, ডিম হল একমাত্র স্বাস্থ্যকর খাবার। যত পুষ্টিগুণ সব আমিষ খাবারেই রয়েছে। তা কিন্তু নয়। নিরামিষ খাবারেও স্বাস্থ্যগুণের শেষ নেই। হাড়ের যত্ন নিতে পারে, রইল এমন কয়েকটি নিরামিষ খাবারের খোঁজ।

হাড়ের খেয়াল রাখতে প্রতিদিন টক দই খান। সবুজ শাকসব্জি পালং, পুঁই, সর্ষের মতো বেশ কিছু শাক বাঙালি হেঁশেলে রান্না হয়েই থাকে। এই গোত্রের শাকপাতা হাড়ের জন্য বেশ ভাল। এগুলিতে ভরপুর পরিমাণে ক্যালশিয়াম রয়েছে, যা হাড় শক্তিশালী করে। টক দই ক্যালশিয়ামের গুণে ভাল থাকে হাড়। টক দইয়ে রয়েছে ক্যালশিয়াম, পটাশিয়াম, ফসফেরাস, ভিটামিন বি১২-এর মতো স্বাস্থ্যকর উপাদান। হাড় শক্তিশালী করতে নিয়ম করে টক দই খাওয়া জরুরি।

সাইট্রাসজাতীয় ফল

আঙুর, কমলালেবু, আনারসের মতো সাইট্রাস জাতীয় ফল হাড়ের যত্ন নেয়। এই ফলে ক্যালশিয়াম ছাড়াও ভিটামিন সি, ফাইবারের মতো উপাদান রয়েছে। যা হাড়ের ক্ষয় রোধ করে। হাড় ও পেশি শক্তিশালী রাখতে টকজাতীয় ফল খুবই উপকারী।

কাঠবাদাম প্রোটিনের উত হল কাঠবাদাম। হাড় ভাল রাখতে শুধু ক্যালশিয়াম নয়, প্রোটিনও অপরিহার্য। তবে কাঠবাদামে প্রোটিন ছাড়াও রয়েছে ক্যালশিয়াম এবং পটাশিয়াম। এই উপাদানগুলি শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকলে হাড়ক্ষয়ের ঝুঁকি কমে। ড্রাই ফ্রুটস আখরোট, কাজু, কিশমিশ, কাঠবাদাম নিয়ম করে খেলে ত্বক উজ্জ্বল হয়, শরীর চাঙ্গা থাকে তো বটেই, সেই সঙ্গে হাড়ও মজবুত হয়। হাড় ভাল রাখতে ড্রাই ফ্রুটস নিয়ম করে খেতে পারেন। ক্যালশিয়াম, পটাশিয়াম পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে এতে। রোজ খেলে অবশ্যই সুফল পাবেন।

ডায়াবিটিস আছে বলে রোজ সন্ধ্যায় শুকনো মুড়ি খান?

ডায়াবিটিস হলে অনেক কিছুই খাওয়া যায় না। খাওয়াদাওয়ায় রাশ টানলে তবেই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয় শর্করার মাত্রা। চাইলে সব খাবার খাওয়া যায় না মানে কিন্তু উপোস করে থাকা নয়। নির্দিষ্ট সময় অন্তর সঠিক পরিমাণে না খেলে আবার শর্করার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। সকাল এবং রাতে খাবারের রুটিন বানিয়ে নিলেও ডায়াবেটিকরা অনেক সময়ে বুঝতে পারেন না সন্ধ্যাবেলায় কী খাবেন।

কারণ সন্ধ্যা হলেই টুকটাক, মুখরোচক কিছু খাবার খেতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ডায়াবিটিস হলে এ ধরনের খাবার একেবারেই খাওয়া ঠিক নয়। সে ক্ষেত্রে বিকল্প হিসাবে কোন খাবারগুলি নির্ভয়ে খেতে পারেন ডায়াবেটিকরা?

রায়তা অনেক ক্ষণ পেটও ভর্তি থাকবে। আবার রক্তে শর্করার মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। শসা, ধনেপাতা এবং দই দিয়ে বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারবেন রায়তা। এতে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (জিআই)-এর মাত্রা খুবই কম। নিয়ম করে রায়তা খেলেও উপকার পাবেন।

উপমা

সুজি, নানা রকম মরসুমি সব্জি দিয়ে তৈরি এই খাবার বেশ স্বাস্থ্যকর। ডায়াবিটিস রোগীদের জন্য উপমা খুবই উপকারী। শুধু সন্ধ্যায় কেন, সকালের টিফিনেও ডায়াবেটিকরা খেতে পারেন উপমা। ভাল করে রাঁধলে উপমাও কিন্তু দারুণ খেতে হয়।

বেকড নিমকি

ডায়াবিটিস হয়েছে মানেই মুখরোচক খাবার থেকে দূরে থাকতে হবে, তার কিন্তু কোনও মানে নেই। বরং বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন বেকড নিমকি। বেক করা খাবারে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স অর্থাত জিআই-এর পরিমাণ সত্যিই অনেক কম থাকে। ফলে নিমকি যদি বেক করে খান সে ক্ষেত্রে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তবে বেকড হলেও এক বার নিমকি খাওয়ার আগে যদি চিকিতকের সঙ্গে কথা বলে নিতে পারেন, ভাল হয়। ছোলা ভাজা রক্ত শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ছোলা উপকারী। ডায়াবিটিস হলে সন্ধ্যার জলখাবারে রাখতে পারেন ছোলা। বাইরের প্যাকেটজাত ছোলা ভাজায় অনেক সময়ে মশলা দেওয়া থাকে। সে ক্ষেত্রে কাঁচা ছোলা কিনে বাড়িতেই ভেজে নিতে পারেন।

কন্ডিশনার বা সিরাম ছাড়াই রুক্ষ চুলের জট ছাড়ান

রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি থাকায় কোনও এক বার পুষ্টিবিদের পরামর্শ শুনে ফ্ল্যাক্সসিড বা তিসি খেতে শুরু করেছিলেন। তার পর নিয়মিত আর খাওয়া হয়নি। পড়ে থেকে কেমন একটা তেলচিটে গন্ধ হয়ে গিয়েছে। এমনই গন্ধ যে, কোনও ভাবেই তা খাওয়া যায় না। কিন্তু এত দামি তিসি ফেলে দিতেও গায়ে লাগছে। তাই বন্ধুর পরামর্শ শুনে তা মাথায় মাখতে শুরু করেছেন। অনেকেই বলেন চুল ঝরা কমাতে, চুলের ফলিকলগুলিকে মজবুত করে তুলতে তিসি দারুণ কাজ করে। কিন্তু তিসিতে এমন কী আছে, যার জন্য চুলের এত উপকার হতে পারে? তিসিতে এমন কী কী আছে? ১) তিসিতে রয়েছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। এই ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড মাছের মধ্যেও থাকে। তবে তা ফ্ল্যাক্সসিডের থেকে কিছুটা হলেও আলাদা। উদ্ভিজ্জ আলফা-লিনোলেনিক অ্যাসিড চুলের ঘনত্ব বৃদ্ধি করতেও সাহায্য করে। ২) ভিটামিন বি-র প্রাকৃতিক উত হল তিসি। চুল মজবুত করতে এবং চুলের জেল্লা ধরে রাখতে ভিটামিন বি-র যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। ৩) চুলের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে ভিটামিন ই ক্যাপসুল ব্যবহার করেন অনেকে। তবে ভিটামিন ই-র প্রাকৃতিক উত হল তিসি। চুলের জেল্লা ধরে রাখার পাশাপাশি নতুন চুল গজাতেও সাহায্য করে এই ভিটামিন ই।

চুল ভাল রাখতে ফ্ল্যাক্সসিড বা তিসি কী ভাবে সাহায্য করে?

যে কোনও ধরনের উদ্ভিজ্জ তেল চুলের কিউটিকল সুরক্ষিত রাখে। ফলে চুল ঝরে পড়া অনেকটাই কমে যায়। রুক্ষ, সূক্ষ্ম চুলের যত্নেও ফ্ল্যাক্সসিড বেশ কার্যকর। বার বার সালোঁয় গিয়ে স্পা করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। তাঁরা ফ্ল্যাক্সসিড জলে ফুটিয়ে সেই জেল চুল এবং মাথার ত্বকে ব্যবহার করা যেতে পারে। চুলের সমস্যা দূর করতে কী ভাবে ব্যবহার করবেন তিসি?

তিসি গুঁড়ো করে বিভিন্ন খাবারে, স্মুদিতে মিশিয়ে খেতে পারলেও চুলের জন্য তা এই ভাবে ব্যবহার করা যায় না। বরং যে কোনও তেলের মধ্যে তিসি ফুটিয়ে ব্যবহার করা যায়।

আবার অনেকেই রান্নায় সর্ষে বা অন্যান্য উদ্ভিজ্জ তেলের বদলে তিসির তেল ব্যবহার করেন। তা সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য উপকারী। শ্যাম্পু করার পর রাসায়নিক দেওয়া কন্ডিশনার ব্যবহার করতে চান না অনেকেই। চুলের মসৃণতা বজায় রাখতে কন্ডিশনারের বদলে তিসি ফোটানো জল বা ঘন জেল ব্যবহার করাই যায়। এখন বাজারে বিভিন্ন সংস্থার তিসির তেল দেওয়া ক্যাপসুল পাওয়া যায়। চিকিতকের পরামর্শ অনুযায়ী তা-ও খাওয়া যেতে পারে।

চোখের চারপাশের কালচে দাগ হওয়ার কারণ

বয়স: 'ডার্কসার্কেল' হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হল বয়স। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চামড়া পাতলা হতে থাকে। আর একারণেই ত্বকের নিচের রক্তনালী স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে চোখের চারপাশ কালচে দেখায়। চোখের ওপর চাপ বৃদ্ধি: 'স্ক্রিন টাইম' অর্থাৎ মোবাইল ও কম্পিউটারের স্ক্রিনে বেশি সময় কাটানো চোখের ওপর চাপ বাড়ায়। ফলে চোখের চারপাশের রক্তনালী বড় হয়ে ওঠে। আর কালোভাব দেখা দেয়। জল শূন্যতা: চোখের চারপাশের কালচেভাব সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম কারণ হল জল শূন্যতা। শরীরে পর্যাপ্ত জলের অভাবে ত্বক মলিন ও কালচে হয়ে পড়ে।

'ডার্ক সারকেল' দূর করার ঘরোয়া উপায় ঠাণ্ডা চাপ: রক্তনালী বিস্তৃত হওয়ার কারণে চোখের চারপাশ কালচে দেখায়। তাই, চোখে ঠাণ্ডা চাপ প্রয়োগ করা কালচেভাব দূর করতে সহায়তা করে। শসা: শসা পাতলা করে কেটে নিন কিংবা মিহি কুচি করে রেফ্রিজারেইটরে ৪৫ থেকে ৫০ মিনিট রেখে ঠাণ্ডা করে নিন। ঠান্ডা শসা আক্রান্ত স্থানে রেখে ১০ মিনিট অপেক্ষা করুন। দিনে দুবার ব্যবহারে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে। ভিটামিন ই ও কাঠ বাদামের তেল: সমপরিমাণ কাঠ বাদামের তেল ও ভিটামিন ই মিশিয়ে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে চোখের চারপাশে 'ডার্ক সার্কেলে' মালিশ করুন। সকালে ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ফলাফল না পাওয়া পর্যন্ত নিয়মিত ব্যবহার করুন।

টি ব্যাগ: দুটি টি ব্যাগ গরম জলেতে ডুবিয়ে ঠাণ্ডা করে ১০ থেকে ১৫ মিনিট রেফ্রিজারেটরে রেখে দিন। এরপর তা চোখের ওপরে রেখে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন ও ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। নিয়মিত ব্যবহারে কালচেভাব দূর হবে। টমেটো: টমেটো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা চোখের চারপাশের রংয়ের ভারসাম্যহীনতা কমায়। এক চা-চামচ টমেটোর রসের সঙ্গে এক চা-চামচ লেবুর রস মিশিয়ে চোখের চারপাশে ব্যবহার করুন। ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে ঠাণ্ডা জল দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন। ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে নিয়মিত টমেটোর রস পান করা যেতে পারে। কাঠ বাদামের তেল ও লেবুর রস: এক চা-চামচ কাঠ বাদামের তেলে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে চোখের নিচের অংশে ব্যবহার করুন।

বর্ষায় ত্বকে ঔজ্জ্বল্য আনতে পারে বেসন

ত্বকের হাজার সমস্যা। কারও ব্রণ ভরে যাচ্ছে মুখে, কেউ আবার র‍্যাশের সমস্যায় অতিষ্ঠ। কমবয়সি তরুণী থেকে মধ্যবয়সি কমবেশি সকলেরই ত্বকের কিছু না কিছু সমস্যা রয়েছেই। অনেকেই এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ভরসা রাখেন বাজারচলতি প্রসাধনীর উপর। তাতে আদৌ কি কোনও লাভ হয়? প্রসাধনী ত্বকের সাময়িক খেয়াল রাখলেও দীর্ঘ স্থায়ী কোনও সমাধান হয় না।

সেক্ষেত্রে ভরসা রাখতে পারেন ঘরোয়া টোটকার উপর। বেসন ত্বকের যত্নে দারুণ উপকারী। নিয়ম করে বেসনের প্যাক মাখলে বহু উপকারও মেলে। কোন ধরনের ত্বকের জন্য কী প্যাক ব্যবহার করতে পারেন? বলিরেখা বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ত্বকে বলিরেখা পড়তে থাকে। দাগছোপ, বলিরেখা সৌন্দর্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেক্ষেত্রে ত্বকের খেয়াল রাখতে ভরসা রাখতে পারেন বেসনের ফেস প্যাকের উপর। ২ চামচ বেসন, ১টি পাকা টম্যাটো একসঙ্গে মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিয়ে ঘন মিশ্রণ তৈরি করে নিন। ১০ মিনিট রাখার পর ধুয়ে ফেলতে পারেন। উপকার পাবেন।

শুষ্ক ত্বকের জন্য ত্বক রুক্ষ হয়ে গেলে সমস্যা আরও বেশি করে দেখা যায়। তাই শুষ্ক ত্বক মসৃণ করতে ব্যবহার করতে পারেন বেসন আর কলার ফেস প্যাক। বেসন এবমং কলা একসঙ্গে মিক্সিতে ঘোরানোর পর যে মিশ্রণটি তৈরি হল, সেটি ত্বকে মেখে কিছু ক্ষণ রাখুন। শুকিয়ে এলে ধুয়ে ফেলুন। মেচেতা বলিরেখার পাশাপাশি মেচেতার বড় সমস্যা। কমবয়সেও এই ধরনের দাগছোপ পড়ে যেতে পারে। তাই আগে থেকে সতর্ক থাকা জরুরি। একটি পাত্রে ১ টেবিল চামচ বেসন, ২ টেবিল চামচ লেবুর রস, অল্প দই, এক চিমটে হলুদ একসঙ্গে নিয়ে একটি মিশ্রণ বানিয়ে নিন। সেটি ত্বকে কিছু ক্ষণ রাখুন। উপকার পাবেন।

সকালে জলখাবারের সঙ্গে কলা খেলে কি বেড়ে যাবে সুগার?

ডায়াবেটিসের রোগীরা সব ধরনের খাবার খেতে পারেন না। খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা মেনে চলতে হয়। এমনকী সব ধরনের ফলও খেতে পারেন না ডায়াবেটিকরা। তবে, এমন অনেক ফল রয়েছে, যার গ্লাইসেমিক সূচক কম। সেগুলো ডায়াবেটিসের রোগীরা খেতে পারেন। আবার অনেক ফলের মধ্যে ফ্রুক্টোজ রয়েছে, যা এক ধরনের প্রাকৃতিক শর্করা।

সেগুলো এড়িয়ে যেতে হয়। কিন্তু এ বিষয়টি সব ধরনের ফলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন, ডায়াবেটিসের রোগীদের কলা খেতে বারণ করা হয়। কিন্তু কলা ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য উপকারী নাকি ক্ষতিকারক, সেটা কি জানেন?

স্বাদে মিষ্টি এবং শর্করা ও কার্বসে পরিপূর্ণ থাকে কলা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কলা ব্রেকফাস্টে খাওয়া হয়। কিন্তু কলা খেলেই কি রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায়? নাকি ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য উপকৃত কলা? চলুন জেনে নেওয়া যাক।

মাঝারি সাইজের কলার মধ্যে থাকে ৬ গ্রাম স্টার্চ এবং ১৪ গ্রাম শর্করা। কিন্তু কলা গ্লাইসেমিক সূচক অনেক কম। কলার পরিমাণে উচ্চ পরিমাণে কার্বোহাইড্রেটেড রয়েছে। যে সব খাবারে কার্বোহাইড্রেটেড রয়েছে, সেগুলো খেলে চড়চড়িয়ে বেড়ে যায় রক্তে শর্করার মাত্রা। তা সত্ত্বেও সুগার রোগীদের জন্য উপযুক্ত কলা। তার কারণে শর্করা ও কার্বস ছাড়াও কলায় ভরপুর পরিমাণে ফাইবার রয়েছে। এই ফাইবার ডায়াবেটিসের রোগীদের নানা উপায়ে উপকৃত করে। তবে, আপনাকে সীমিত পরিমাণে কলা খেতে হবে।

শর্করা ও কার্বসের পাশাপাশি মাঝারি সাইজের কলার মধ্যে ৩ গ্রাম ফাইবার থেকে। ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য এই ফাইবার উপযুক্ত। এই ফাইবার হজমে সাহায্য করে এবং কার্বস শোষণে সাহায্য করে। কলা খাওয়ার পর আপনার মনে হতে পারে যে, রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু এটা সাময়িক। বরং, কলা খেলে আপনার রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণে থাকে।

তবে, সুগার রোগীদের সীমিত পরিমাণে কলা খেতে হবে। তাছাড়া কলার সাইজের উপরও নির্ভর করছে আপনার সুগার লেভেল বাড়বে কি না। পুষ্টিবিদদের মতে, মাঝারি সাইজের কলা খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যাওয়ার কোনও ভয় নেই। যত বড় সাইজের কলা খাবেন, তত বেশি শরীরে কার্বসের পরিমাণ বাড়বে, যা সুগার রোগীদের জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়। রক্তে শর্করার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি কলার আরও গুণ রয়েছে। কলার মধ্যে ফাইবারের পাশাপাশি পটাশিয়াম, ভিটামিন বি৬ ও ভিটামিন সি এবং বেশ কিছু অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। কলা খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং হার্টের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। এছাড়া পেট পরিষ্কার করতে ও অন্ত্রের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে কলা। তাই রোজ কলা খেলেও কোনও ক্ষতি নেই।

গ্রীষ্মকালীন রোগজনিত সমস্যা ও তার প্রতিকার

আম আমাদের নানা রোগের মধ্যে মুকুলের ঝলসা, গুটির ক্ষত ও ঝরা, চয়ন পরবর্তী পর্যায়ে ফল পচা, সাদা গুড়োচিতি, গুচ্ছ মুকুল বা ম্যালফরমেশন, আঁচিল/ক্যাংকার, পাতা ও ডগা ঝলসা, কাণ্ডের আঠা ঝরা ও ডাল শুকনো, পাতা, মুকুল ও ফলে আস্তরন এবং আমের বোঁটা পচা ও ফল পচা রোগ উল্লেখযোগ্য মুকুলের ঝলসা রোগ প্রস্ফটিত ফুল ফোঁটার সময় ঘন কুয়াশা, অতিরিক্ত আর্দ্রতা বা বৃষ্টি হলে ছাত্রাকের আক্রমণে মুকুল ও ফুলগুলি কালো হয়ে যায়। পরে শুকিয়ে ঝেড়ে পড়ে। আক্রান্ত মুকুল আমের গুটি হয় না। প্রতিকার ফুল ফোটার সয় ২৪-৪৮ ঘমটা কুয়াশা বা হঠাৎ বৃষ্টি হলে আগাম সাবধানতার জন্য নিম্নলিখিত যে কোনও একটি ছত্রকনাশক আঠার (০.৫মিলি প্রতি লিটার জলে) সঙ্গে জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। কার্বেন্ডাজিক ও ম্যানকোজেব ছত্রাকনাশক পাউডারের মিশ্রণ (মেন সাফ) - দুই গ্রাম প্রতি লিটার জলে বা থায়োফেনেট মিথাইল (রোকো)-১ গ্রাম/ লিটার জলে বা ক্লোরোথ্যালোনি (কবচ)-২ গ্রাম/ লিটার জলে বা কপার অক্সিক্লোরাইড (ব্লাইটক্স ৫০ শতাংশ পাউডার)-৩ গ্রাম/ লিটার জলে। গুটি ক্ষত দাগ মটর দানার মতো আমের গুটিতেক, কখনও বা মার্বেল আকৃতি আমের গায়ে অবতল আকৃতির ছোট ছোট কালো দাগ হয়। আক্রমণের তীব্রতা বেশি হলে গুটি বা বাড়ন্ত ফল ঝরে যায়। ছত্রাক ঘটিত এই রোগ নিয়ন্ত্রেণে আমের গুটি ও বাড়ন্ত ফলে ছত্রাকনাশক কার্বেন্ডাজিম বা থায়োফেনেট মিথাইল-এক গ্রাম/ লিটার জলে আঠা-সহ গুলে এক-দু'বার স্প্রে করতে হবে। সাদা গুঁড়িচিতি রোগ পুল ফোটা থেকে গুটি ধরার সময় এই ছত্রাকের আক্রমণে পুষ্পদণ্ড, পুষ্পমঞ্জরী ও ছোট আমের গুটিতে সাদা পাউডারের আস্তরণ পড়ে ফুল ও গুটিগুলিশুকিয়ে কালো হয়ে ঝরে যায়। প্রতিকার - এই রোগ প্রতিকারে ফুল ফোটার আগে পুষ্পমঞ্জারী দণ্ডের দৈর্ঘ্য যখন তিন-চার ইঞ্চির মতো হবে তখন জলে গোলা সালফার ঘটিত ছত্রাকনাশক (যেমন সালফেক্স ৮০ শতাংশ পাউডার) ২.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে আঠার সঙ্গে গুলে স্প্রে করতে হবে। এছাড়াও ট্রাইডেমেফন ২৫ শতাংশ পাউডার এক গ্রাম বা কার্বেন্ডাজিম ৫০ শতাংশ পাউডার এক গ্রাম বা হেক্সাকোনাজল পাঁচ শতাংশ ০.৫ মিলি প্রতি লিটারে জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এই সময় শোষক পোকার উপস্থিতি বেশি মাত্রায় থাকলে ছত্রাকনাশকের সঙ্গে কীটনাশক ইমডজাক্লোপ্রিড ১৭.৮ শতাংশ ইসি ০.৩ মিলি প্রতি লিটার জলের সঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। রোগের উপস্থিতি বুঝে ১০ দিন বাদে একবার এবং গুটি ধরার সময় আরও একবার অবশ্যই কার্বেন্ডাজিম ৫০ শতাংশ পাউডার দিয়ে স্প্রে করলে এই রোগ দমন করা যায়। আমের গুচ্ছ মুকুল বা ম্যালফফরমেশন জন্য পুষ্পমঞ্জুরী ফুলগুলি ঠাসাঠাসি ও ঘন সন্নিবেশিত হয়ে লম্বাটে বলাকৃতি মতো হয়, পুষ্পমঞ্জরী ফল ধারণে অক্ষম হয়। অনেক সময় ডালের আগায় বা শাখা-প্রশাখার মব্যবর্তী অংশ থেকে অগ্রজ মুকুলগুলি ছোট ছোট গুচ্ছ পাতায় রূপান্তরিত হয়। এরূপ লক্ষণকে 'ভেজিটোটিভ' ম্যালফরমেশন বলে। প্রতিকার যে সমস্ত বাগিতার রোগের তীব্রতা কম সেখানে আক্রান্ত গুচ্ছ মুকুলগুলি ভেঙে দিতে হবে। একই গাছ থেকে বেশি মাত্রায় মুকুল কলমের জন্য নেওয়া যাবে না। আক্রান্ত গুচ্ছ মুকুলগুলি ভেঙে দেওয়ার পর কার্বেন্ডাজিম ৫০ শতাংশ পাউডার (১ গ্রা/লি) মাকড়নাশের সঙ্গে যেমন ডাইকোফন ২.৫ গ্রা/ লি বা ডায়াফেনথিউয়ন এক মিলি /লি) জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দায়ের মানহানির মামলায় জামিন মঞ্জুর, সোনামুড়া আদালতে শুনানি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৮ জুন: কয়েক মাস আগে প্রকাশিত কিছু সংবাদকে কেন্দ্র করে তিন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মানহানির মামলায় সোমবার সোনামুড়া আদালতে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানি শেষে আদালত অভিযুক্ত তিন সাংবাদিকের জামিন মঞ্জুর করেছে।

মামলার সূত্রে জানা যায়, বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেন গত জানুয়ারি মাসে কলমচৌড়া থানায় তিন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে বলা হয়, সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে তাঁর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে।অভিযোগ পত্রে বিধায়ক দাবি করেছিল অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ১০৯ ধারা আইন প্রয়োগ করার জন্য। মূলত এই ১০৯ ধারা আইন প্রয়োগ হয় কোন মানুষকে হত্যা বা খুন করার চেষ্টা করলে। সংবাদ পরিবেশনের মাঝে খুন অথবা হত্যার আতঙ্ক বিধায়ক কোথায় থেকে পেল সেই ব্যাপার পুলিশও বুঝে উঠতে পারিনি। ফলে মামলায় এই ধারা লাগানো হয়নি।অভিযুক্ত সাংবাদিকরা হলেন মান্নান হক, তাপস লস্কর এবং জয়দল হোসেন। অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তকারী আধিকারিক তাঁদের নোটিশ পাঠান। পরবর্তীতে তাঁরা থানায় হাজির হয়ে আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন।সোমবার মামলাটির প্রথম আদালত-সংশ্লিষ্ট হাজিরার দিন নির্ধারিত ছিল। এদিন বাদীপক্ষের আইনজীবী আদালতের কাছে অভিযুক্তদের জামিন না দেওয়ার আবেদন জানান। অন্যদিকে, অভিযুক্তদের পক্ষের আইনজীবীরা জামিনের আবেদন করেন।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর সোনামুড়া আদালতের মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ও দেওয়ানি বিচারক আদালতের বিবেচনায় জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন। পাশাপাশি বাদীপক্ষের উত্থাপিত আবেদন গ্রহণ করা হয়নি বলে জানা গেছে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে আদালত চত্বরে আইনজীবী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আলোচনা দেখা যায়। তবে মামলার মূল অভিযোগের বিষয়ে আদালত এখনও কোনও চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণ দেয়নি। বিষয়টি বিচারাধীন থাকায় পরবর্তী শুনানিতে মামলার বিভিন্ন দিক আরও বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হবে।উল্লেখ্য, এই মামলাকে ঘিরে সংশ্লিষ্ট মহলে ইতিমধ্যেই ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে অভিযোগের সত্যতা এবং উভয় পক্ষের দাবির যথার্থতা নির্ধারণ করবে আদালতের বিচারকই।

টিকাকরণের বিষয়ে জেলা টাস্ক ফোর্স ও আরবান টাস্ক ফোর্সের সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন: পশ্চিম ত্রিপুরা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সোসাইটির উদ্যোগে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আজ জেলায় টিকাকরণের বিষয়ে জেলা টাস্ক ফোর্স ও আরবান টাস্ক ফোর্সের কাজের অগ্রগতি নিয়ে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক অরূপ দেব, পশ্চিম জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক শংকর চক্রবর্তী, জেলার বিভিন্ন গ্রামীণ, প্রাথমিক ও উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির স্বাস্থ্য আধিকারিকগণ ও আশাকর্মীগণ। সভায় অতিরিক্ত জেলাশাসক আরও দায়িত্ব ও আন্তরিকতার সাথে টিকাকরণ কর্মসূচি সম্পূর্ণ করতে সবার প্রতি আহ্বান জানান।

সভায় জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আধিকারিকগণ নিজ নিজ স্বাস্থ্যকেন্দ্র এলাকায় বিভিন্ন টিকাকরণ কর্মসূচির অগ্রগতির তথ্য তুলে ধরেন। সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক শংকর চক্রবর্তী জানান, রাজ্যে জ্বর ও হাম রোগে আক্রান্ত সন্দেহে ৬৯৮ জনকে পরীক্ষা করা হয়েছে। এরমধ্যে ২৩৬ জন আক্রান্ত শিশু বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। তাদের অবস্থা স্থিতিশীল। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় হাম ও জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে ৩ জন। তারা বর্তমানে সুস্থ রয়েছে। বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মী ও আশাকর্মীদের এ বিষয়ে আরও সচেতন হতে তিনি আহ্বান জানান।তিনি জানান, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৩১ মার্চ পর্যন্ত পশ্চিম জেলায় ১০ হাজার ৭১০ জন শিশুকে টিকাকরণ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ১০ হাজার ২৪২টি শিশুকে সম্পূর্ণ টিকাকরণ করা হয়েছে। বাকিদের টিকাকরণের কাজ চলছে। বর্তমান অর্থবছরে জেলায় ৯ মাস থেকে ১০ বছর বয়সী ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৩৪৯ জনকে হাম-রুবেলার টিকাকরণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ৪৮, ১১৩ জন শিশুকে সাপ্লিমেন্টারি ইম্যুনাইজেশন কর্মসূচিতে বিশেষ টিকাকরণ অভিযানের ভিত্তিতে টিকা দেওয়া হবে।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে সারা রাজ্যে জনকল্যাণ শিবির আয়োজন করা হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে রাজ্যব্যাপী জনকল্যাণ শিবির আয়োজন করা হবে। এ উপলক্ষ্যে আজ সচিবালয়ের ভিডিও কনফারেন্স হলে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়ের সভাপতিত্বে এক ভার্চুয়ালি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই ভার্চুয়ালি সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব, বিভিন্ন দপ্তরের অধিকর্তা সহ ৮টি জেলার জেলাশাসকগণ অংশগ্রহণ করেন।সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে আগরতলা সহ রাজ্যের প্রতিটি ব্লক এবং স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থায় জনকল্যাণ শিবিরের আয়োজন করা হবে। এরমধ্যে রাজ্যভিত্তিক শিবিরটি আগামী ১৪-১৬ জুন পর্যন্ত রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। ব্লক এবং পুর এলাকায় শিবিরের আয়োজন করা হবে আগামী ১৫-১৭ জুন পর্যন্ত। এই শিবিরগুলিতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের নথিবদ্ধকরণ সহ বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করা হবে। শিবিরগুলিতে বিশেষ করে আয়ুষ্মান ভারত, পি.এম. সূর্যঘর, পি.এম. স্বনিধি, লাখপতি দিদি, ভিবি-জি রামজি ইতাদি প্রকল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

২১ কেজি ৭০ গ্রাম শুকনো গাঁজা উদ্ধার

সোনামুড়া, ৮ জুন: গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে সোনামুড়া থানার অন্তর্গত দুর্গাপুর ৬ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় এক অভিযানে বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত অভিযানে এক সন্দেহভাজন মাদক কারবারির বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির সময় দুটি বস্তার ভেতরে রাখা কালো রঙের সেলোটেপে মোড়ানো মোট ১০টি প্যাকেট থেকে ২১ কেজি ৭০ গ্রাম শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়।অভিযান চলাকালীন একটি লাল রঙের মারুতি গাড়িও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, যার নিবন্ধন নম্বর টিআর -০৩ এস-০৩৫৬। এছাড়াও অভিযুক্তের একটি মোবাইল ফোন এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ।তবে পুলিশের উপস্থিতির খবর পেয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি আগেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় বলে জানা গেছে। বর্তমানে তার খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।ঘটনার পর সোনামুড়া থানায় মাদকদ্রব্য ও মনঃপ্রভাবিত পদার্থ নিয়ন্ত্রণ আইনের অধীনে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। তদন্তে ইতিমধ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তদন্তকারীদের ধারণা, এই চক্রের সঙ্গে জড়িত আরও কয়েকজন মাদক কারবারির সন্ধান মিলতে পারে এবং আগামী দিনে আরও গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা রয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং এই অবৈধ কারবারের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আটক ১

● প্রথম পাতার পর

১৩৫টি প্লাস্টিক মোড়ানো প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। প্যাকেটগুলিতে শুকনো পাতাযুক্ত উদ্ভিদজাত পদার্থ ছিল, যা থেকে তীব্র গাঁজার গন্ধ বের হচ্ছিল।পরে এনডিপিএস ফিল্ড ড্রাগ টেস্টিং কিটের মাধ্যমে পরীক্ষা করে উদ্ধার হওয়া পদার্থকে গাঁজা হিসেবে শনাক্ত করা হয়। জব্দকৃত গাঁজার মোট ওজন ৮৯৮.৪২ কিলোগ্রাম বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।ঘটনার পর ১৯৮৫ সালের মাদকদ্রব্য ও মনঃপ্রভাবিত পদার্থ নিয়ন্ত্রণ (এনডিপিএস) আইনের প্রাসঙ্গিক ধারায় লরির চালককে ঘটনাস্থল থেকেই গ্রেপ্তার করা হয়। তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের ধারা ৮(সি), ২০(বি)(২)(সি), ২৫, ২৮ এবং ২৯ অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়েছে।শুল্ক বিভাগের এই অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার হওয়ায় আন্তঃরাজ্য মাদক পাচার চক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য অর্জিত হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তদন্তকারীরা এই পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের খোঁজে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন।

ব্যক্তির দেহ উদ্ধার তদন্তে পুলিশ

আগরতলা, ৮ জুন: উত্তর ত্রিপুরার চুরাইবাড়ি এলাকায় রেললাইনের পাশ থেকে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হওয়ায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃতের নাম রাজু মিয়া।জানা গেছে, রাজু মিয়ার বাড়ি সিপাহিজলা জেলার বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত নোনতাইছড়া এলাকায়। তবে বিয়ের পর গত আট-নয় বছর ধরে তিনি চুরাইবাড়ির পূর্ব চুরাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তাঁর শ্বশুরবাড়িতে বসবাস করছিলেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, রাজু মিয়া দীর্ঘদিন ধরে নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ কারণে তাঁর পারিবারিক জীবনে প্রায়ই অশান্তি দেখা দিত বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর।

ঘটনার খবর পেয়ে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ এবং রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীদের ধারণা, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় রেললাইনের পাশ দিয়ে চলাচলের সময় কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। তবে এটি দুর্ঘটনা নাকি অন্য কোনো কারণে মৃত্যু হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে তদন্তকারী কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। চুরাইবাড়ি থানা ও রেল পুলিশ যৌথভাবে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মহিলার জটিল জরায়ু টিউমারের সফল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৮ জুন: ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের দক্ষতা এবং আন্তরিক প্রচেষ্টায় কৈলাশহরের বৌলাপাশা এলাকার ৪৪ বছর বয়সী এক মহিলার জটিল জরায়ু টিউমার (ফাইব্রয়েড) সফলভাবে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অপসারণ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি অতিরিক্ত মাসিক রক্তক্ষরণজনিত কারণে ভুগছিলেন। স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে না পেরে মহিলার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। তখন মহিলাকে গত ৩০ মে, ২০২৬ তারিখে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়।এরপর মহিলার প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিভাগে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে আনুষাঙ্গিক অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সুমিত দাস মহিলার জরায়ুতে বড় আকারের একটি টিউমার শনাক্ত করেন, যা মহিলার শারীরিক জটিলতার মূল কারণ ছিল। রোগীর অবস্থা বিবেচনা করে ডা. দাস দ্রুত অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। এরপর গত ২ জুন, ২০২৬ দুপুর ১২টা নাগাদ মহিলার জরায়ু টিউমার (ফাইব্রয়েড) অস্ত্রোপচার শুরু করেন যা প্রায় দেড় ঘন্টাব্যাপী চলে। এই জটিল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে মহিলার জরায়ুতে বিশালাকার টিউমারটি সফলভাবে অপসারণ করা হয়।এই অস্ত্রোপচারে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সুমিত দাসের সাথে সহযোগিতায় ছিলেন অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ডা. রূপময় দাস, নার্সিং অফিসার কাবেরী সাহা ও মনিদীপা দেববর্মা, ওটি টেকনিসিয়ান অরুণ চাকমা সহ হাসপাতালের অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা। অস্ত্রোপচারের সময় রোগিনীকে দুই ইউনিট রক্ত হাসপাতাল থেকে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, মহিলার সম্পূর্ণ চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হয়েছে। অস্ত্রোপচারের পর মহিলাকে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। মহিলা সুস্থ হয়ে উঠলে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। অয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই জটিল অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় মহিলার পরিবার পরিজনেরা জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্সিং অফিসার সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:
PNIe-T No. 06/EE/DWS/DMN/2026-27

The Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/ item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway for the following work through e-procurement portal:-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time fo Completion	Class of Bidder
1	15/EE/DWS/ DMN/2026-27	5,74,080.00	11,482.00	365 Days	Approprite Class
2	16/EE/DWS/ DMN/2026-27	3,69,840.00	7,397.00	365 Days	Approprite Class
3	17/EE/DWS/ DMN/2026-27	3,69,840.00	7,397.00	365 Days	Approprite Class

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 15-06-2026 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 15-06-2026 at 16.00 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in
Bid Fee 1,000.00 (non refundable).
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-726/26

Executive Engineer
DWS Division Dharmanagar,
North Tripura.

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA

PNIe-T No:04/Div-II/AMC/2026-27 **Dated : 03/06/2026**

Sl No.	D.N.I.e-T No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	DNIeT No.05/Div-II/ AMC/2026-27	8,60,671.00	17,213.00	60 Days
2	DNIeT No.06/Div-II/ AMC/2026-27	12,13,059.00	24,261.00	90 Days
3	DNIeT No.07/Div-II/ AMC/2026-27	6,73,408.00	13,468.00	60 Days

Last date and time for document downloading/bidding : 12/06/2026 at 14.00 Hrs/15.00 Hrs.
Other necessary details information can be seen in the hours of the undersigned.
Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
Division No-II,
Agartala Municipal Corpotation

CORRIGENDUM

E-Tender vides No.3780/F.14/Comn/2026 dated 18/05/2026 as well as tender ID. No. 2026_SPCO_73052_1 dated 23/05/2026 for Supply of Control Unit (Bosch) for PA System will be extended for 10 (ten) days upto 15/06/2026 by the Tender Inviting Authority.

Sd/
ICA/C-706/26 **Superintendent of Police (Communication)**
Tripura; Agartala

NO. F. 1(100)-CEX/G/NIT(WH)/2024/101-03
Dated, Udaipur,the 29/05/2026
ABRIDGED NOTICE INVITING E-TENDER
(3rd Call) FOR SETTLEMENT OF 01(one) nos.
FOREIGN LIQUOR WAREHOUSE UNDER GOMATI DISTRICT

It is hereby notified for general information that license is proposed to be offered for settlement of 01 (one) nos. of Foreign Liquor Warehouses within the broad area namely Along the National Highway from Tepania Eco-Park to Agriculture Chowmuhani (Agriculture Office), Udaipur under Gomati District through e-tender method for the period of 1st April 2026 to 31st March 2027 (12 months).
Details of the terms & conditions of the 'Notice Inviting E-Tender (3rd Call)' are available in the e-procurement website-https://tripuratenders.gov.in, State Portal- www.tripura.gov.in, District Web Portal-www.gomati.nic.in and in the Notice Board of O/o-the Collector of Excise, Gomati District, Udaipur.
Last date of submission of e-tender addressed to the Collector of Excise, Gomati District, Udaipur will be on 22/06/2026 up to 5:30 PM.
Bid(s) shall be opened through online by respective Bid operiers on behalf of the Collector of Excise, Gomati District on23/06/2026.
All future Corrigendum/addendum relating to this tender, if any will be published in due course only in the aforesaid website.

ICA/C-709/26
(Rinku Lather, IAS)
Collector of Excise
Gomati District

The Executive Engineer, Agartala Division No.III, PWD (R&B), Agartala invites sealed tenders vide PNIT No.05/EE/Divn.III/ PWD(R&B)/2026 2027, Dated 3rd June, 2026 for the works mentioned below:-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time Stipulated for Completion.
1	DNIT No.08/EE/Divn.III/ PWD(R&B)/2026-27	4,68,050	9,361	300(Three hundred) Days

Tender forms may be collected from the office of the undersigned during the office hour w.e.f. 3rd to 12th June, 2026 and last date of dropping of tenders is 16th June, 2026 up to 4.00 PM. Last Date of receipt of application for tender form: 10th June, 2026 upto 5.30 PM Sealed tender(s) will be opened on 16.06.2026 at 4.30 PM (if possible)

For details please see tender notice
For and on the behalf of the Government of Tripura

ICA/C-715/26
(Er. Manohar Debnath)
Executive Engineer
Agartala DivisionNo.III(PWD)

ঘোষণাপত্র

Ref : FIR Case No. 94(8)2019 RBL-PS U/S 22(C)/29/60(3) of ND & PS Act added 468 IPC and special Trial (ND & PS) Case No.50 of 2024

মহামান্য **Special Judge (ND & PS), Thoubal, State of Manipur** কর্তৃক এই মর্মে একটি ঘোষণাপত্র জারি করা হয়েছে যেখানে বিমান দাস (বয়স-৩৮ বছর) পিতা-মৃত বিমল চন্দ্র দাস, সাং-গান্ধীগ্রাম, কাঁঠালতলী ত্রিপুরেশ্বরী বিদ্যামন্দির ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের নিকটে, থানা-এয়ারপোর্ট, পশ্চিম ত্রিপুরা আগামী ১৭-০৬-২০২৬ ইং তারিখ উক্ত আদালতে স্বশরীরে উপস্থিত থাকার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে। তাই আপনি যেখানেই থাকুন না কেন উক্ত তারিখে আপনি অবশ্যই স্বশরীরে মহামান্য উল্লেখিত আদালতে হাজির থাকিবেন।

ICA/D-304/26 **পুলিশ সুপার, পশ্চিম ত্রিপুরা**

ডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর

খেতে হচ্ছিল হোম-স্টে মালিকদের। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন সময় সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর বিদ্যুৎ দপ্তর এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করলেও তা পর্যাপ্ত ছিল না। লো-ভোল্টেজের কারণে পাখা, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (এসি) এবং জল উত্তোলনের মোটর ঠিকভাবে চালানো সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের দুর্ভোগ আরও বেড়ে যায়।এই পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান চেয়ে সোমবার হোম-স্টে অ্যাসোসিয়েশনসহ বিভিন্ন এলাকার মোট ১৪ জন প্রতিনিধি গন্ডাছড়া মহকুমা বিদ্যুৎ অফিসে গিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করেন। এদিন সিনিয়র ম্যানেজার অনুপস্থিত থাকায় প্রতিনিধিদের কাছ থেকে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন জুনিয়র ম্যানেজার সঞ্জয় রিয়াং।প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে নারকেলকুঞ্জ ও পার্শবর্তী এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়। স্মারকলিপি গ্রহণের পর বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয় উভয় পক্ষের মধ্যে।আলোচনা শেষে জুনিয়র ম্যানেজার সঞ্জয় রিয়াং জানান, মঙ্গলবার এলাকায় একটি নতুন ৬৩ কেভিএ ট্রান্সফরমার স্থাপন করা হবে। পাশাপাশি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে আরও একটি ১০০ কেভিএ ট্রান্সফরমার বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এর ফলে নারকেলকুঞ্জসহ আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।বিদ্যুৎ দপ্তরের এই আশ্বাসে আশাবাদী হয়েছেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। তবে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দপ্তর কতটা তৎপরতা দেখায়, সেদিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছেন নারকেলকুঞ্জ ও সংলগ্ন এলাকার সাধারণ মানুষ।

ইডির হানা

● প্রথম পাতার পর

অর্থের সন্ধান পাওয়ার দাবি করেছে সংস্থাটি।নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলির মতে, মায়ানমারের সঙ্গে দীর্ঘ ও অরক্ষিত সীমান্ত থাকার কারণে মিজোরাম ও মণিপুর ক্রমশ উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান মাদক পাচার করিডরে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে মায়ানমারের চিন রাজ্য থেকে চামফাই, সিয়াহা, লংতলাই, হনাহথিয়াল, সাইতুয়াল এবং সেরছিপ জেলার বিভিন্ন রুট ব্যবহার করে মাদক ও অন্যান্য চোরাই পণ্য ভারতে প্রবেশ করছে বলে তদন্তকারী সংস্থাগুলির দাবি ইডি জানিয়েছে, এই চক্রের সঙ্গে জড়িত আরও ব্যক্তি ও সংস্থার ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

P'NIeT No.:- 48/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27 Dated:- 03/06/2026

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from eligible Contractors/Firms/Public Owners/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD for the following work:

DNIeT No :	26/EE/DNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27
Name of Work:	Repairing, maintenance of road construction machineries, Government vehicles repairing, Air Conditioning system, Lifts, Fire Fighting Fighting systems, systems, Road rollers repairing, ADM plant etc. in respect of PWD(R&B), Law Department, Health Department, General Administrative Departments etc. within the jurisdiction of Gomati & South Tripura District for the year 2026-2027 / Hiring of 01 (One) No Commercial Vehicle (Maruti Eeco) with driver and having commercial license and purchased not earlier than the year 2025 for official use of the S.D.O (Mechanical) PWD(R&B), Mechanical Sub-Division Udaipur, Gomati Tripura during the year 2026-27.
Estimated Cost :	Rs.4,98,000.00
Time of completion :	01(one) year
Bid Fee :	Rs.1,000.00
Earnest Money :	Rs 9,960.00
Last date and time of submission of Bid :	15/06/2026 upto 15.00 Hrs

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.inThe press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

ICA/C-720/26
Executive Engineer
Mechanical Division, Tripura.

সংকট তীব্র

● প্রথম পাতার পর

পদমর্যাদাতেই চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন। যদিও তৃণমূলের দাবি, দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কল্যাণ ব্যানার্জিকেইতিমধ্যেই নতুন চিফহুইপ হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে বিদ্রোহী শিবিরের সদস্য শর্মিলা সরকার বলেন, আমরা ২০ জন সাংসদ। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের স্বার্থে এনডিএ-কে সমর্থন করা প্রয়োজন বলে মনে করছি। কাকলি দি আমাদের গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন।অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ শিবির বিদ্রোহীদের দাবি খারিজ করে দিয়েছে। তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ সামাজিক মাধ্যমে দাবি করেছেন, বিজেপির পক্ষ থেকে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো হচ্ছে এবং প্রকৃতপক্ষে মাত্র ১৩ জন সাংসদ ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র বিদ্রোহীদের উদ্দেশে কটাক্ষ করে বলেছেন, যাঁরা ২০২৪ সালে তৃণমূলের প্রতীকে নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁরা যদি এনডিএ-র পক্ষে যেতে চান, তবে আগে সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বিজেপির টিকিটে ভোটে লড়ুন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দলত্যাগ বিরোধী আইনের বিধান এড়াতে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদের সমর্থন প্রয়োজন, অর্থাৎ কমপক্ষে ১৯ জন সাংসদ তাঁদের সঙ্গে থাকতে হবে।যদি সেই সংখ্যা তারা নিশ্চিত করতে পারে, তবে সংসদে তৃণমূলের অবস্থান উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল হবে এবং বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ রাজনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারে উল্লেখ্য, গত মাসে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের পরাজয়ের পর থেকেই দলের অন্দরে অসন্তোষ বাড়ছিল।এর আগে বিরোধী দলনেতা নির্বাচনের প্রশ্নেও দলের বহু বিধায়ক প্রকাশ্যে নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন।

আহত ব্যবসায়ী

● প্রথম পাতার পর

আঘাত করেন। এতে গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন আখতার। পরে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসীরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই কিল্লা মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় রাবার ব্যবসায়ী দেলোয়ার হোসেনের ওপর হামলা ও ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছিল। ওই ঘটনায় প্রায় দুই লক্ষ টাকা ও রাবার ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছিল কয়েকজনের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার জের ধরেই নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। পরপর দুটি হামলার ঘটনায় কিল্লা মোটরস্ট্যান্ড এলাকার ব্যবসায়ীদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। বিশেষ করে থানা সংলগ্ন এলাকায় এমন ঘটনা ঘটায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।অভিযুক্ত নজরুল মিয়া ও তার সহযোগীদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। তবে সংবাদ লেখা পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।

এদিকে, দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং কিল্লা মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা।

বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী। তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিষেবা, স্মার্ট মিটার প্রকল্প এবং বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে সরকারের সমালোচনা করেন। জনস্বার্থে বিদ্যমান সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান তিনি। বিক্ষোভ কর্মসূচিকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। তবে কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

সোমবার স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি সিপাহীজলা মূল সড়ক থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার ভেতরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় একটি দেহ দেখতে পান। পরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে।প্রাথমিকভাবে দেহটি যতীন্দ্র ভৌমিকের বলে শনাক্ত করা হয়েছে। দেহটি দীর্ঘদিন ধরে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকায় তা পচাগলা অবস্থায় ছিল বলে জানা গেছে।পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে এবং ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে। মৃত্যুর পেছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দেখানোর চেষ্টা

● প্রথম পাতার পর

বিষয়েও আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত হয়েছে, ইন্ডিয়া জোটের শরিক দলগুলি প্রতি দু'মাস অন্তর বৈঠক করবে।আগামী বৈঠক আগস্ট মাসে হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত হবে।আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরু হলে বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের দফতরে প্রতিদিন সকালে সমন্বয় বৈঠক হবে। সেখানে ইন্ডিয়া জোটের নেতারা সংসদে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে যৌথ কৌশল নির্ধারণ করবেন এবং জনস্বার্থের বিষয়গুলি তুলে ধরবেন।সোমবারের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জী, ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লাহ এবং এনসিপি (শরদ পওয়ার গোষ্ঠী)-র নেত্রী সুপ্রিয়া সুলে। তবে কংগ্রেসের সঙ্গে মতপার্থক্যের জেরে আম আদমি পার্টি এবং দ্রাবিড় মুনেত্র কাজগম বৈঠক থেকে নিজেদের দূরে রাখে।

ধীমান চাকমা

● প্রথম পাতার পর

বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়। বর্তমানে তাঁর বিরুদ্ধে সম্পদ ও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।তবে সরকারি সূত্র স্পষ্ট করেছে, এই পুনর্বহাল কোনওভাবেই অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার সমতুল্য নয়। প্রচলিত সরকারি পরিষেবা বিধি অনুযায়ী, ফৌজদারি বা বিভাগীয় মামলা বিচারাধীন থাকলেও প্রশাসনিক কারণে কোনও স্থগিত কর্মকর্তাকে পুনর্বহাল করা যেতে পারে। সূত্রের দাবি, এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ প্রশাসনিক এবং মামলার চূড়ান্ত রায়ের ওপর নির্ভরশীল। এদিকে ধীমান চাকমার পুনর্বহাল নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বিভিন্ন মহলে বিতর্ক শুরু হয়েছে। একাংশ পুনর্বহালের সময় নিয়ে প্রশ্ন তুললেও, অন্যদের মতে এটি একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রশাসনিক প্রক্রিয়া এবং এর মাধ্যমে তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের সত্যতা বা অসত্যতা প্রমাণিত হয় না।

গ্রামবাসীরা

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাস্থলে যাত্রাপুর থানার পুলিশ মোতায়েন রয়েছে এবং অবরোধকারীদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

অবরোধকারীদের দাবি, দক্ষিণ মহেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রায় ৩০০ মিটার দীর্ঘ একটি গ্রামীণ রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রায় ২৫ থেকে ৩০টি পরিবারের যাতায়াতের একমাত্র ভরসা এই রাস্তা। একসময় ছোট ও মাঝারি যানবাহন চলাচল করলেও বর্তমানে রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে সাইকেল নিয়েও চলাচল করা কঠিন হয়ে পড়েছে। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তার বিভিন্ন অংশ জল ও কাদায় ভরে যায়।স্থানীয় বাসিন্দাদের অভযোগ, বিভিন্ন সময়ে জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের কাছে রাস্তা সংস্কারের দাবি জানানো হলেও বাস্তবে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। নির্বাচন এলেই উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, কিন্তু নির্বাচন শেষ হলে সেই প্রতিশ্রুতি আর বাস্তবায়িত হয় না। স্থানীয় বাসিন্দা তথা শাসক দলের নেত্রী স্নেহা বেগম জানান, পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের বারবার বিষয়টি জানানো হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই শুধুমাত্র আশ্বাস মিলেছে, কাজের কোনো অগ্রগতি হয়নি। ফলে বাধ্য হয়েই সাধারণ মানুষ রাস্তা অবরোধের পথে নেমেছেন।তিনি আরও বলেন, এলাকায় কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে অ্যাম্বুল্যান্স বা অটো নিয়ে যাতায়াত করাও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। মাত্র ৩০০ মিটার রাস্তা সংস্কার করতে দীর্ঘদিন ধরে গড়িমসি করায় মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে।এদিকে, যাত্রাপুর থানার ওসি জানান, পুলিশ ঘটনাস্থলে রয়েছে এবং পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে। তবে অবরোধকারীরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, কাঠালিয়া ব্লকের বিডিও বা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক আধিকারিক ঘটনাস্থলে এসে আশ্বাস না দেওয়া পর্যন্ত তারা অবরোধ প্রত্যাহার করবেন না।স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করে দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ থেকে তাদের মুক্তি দিতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

আগরতলার বড়দোয়ালি থেকে এসেছেন শ্যামল চক্রবর্তী তার চিকিৎসার সহায়তা ও আর্থিক সাহায্যের আবেদন নিয়ে, আগরতলার টাউন প্রতাপগড় থেকে দিলীপ কুমার সরকার এসেছেন তার ছেলের মস্তিষ্কজনিত রোগের অপারেশনের সহায়তার জন্য, প্রতাপগড় থেকে আর্থিকভাবে দুর্বল ঊষা ঋষিদাস এসেছেন তার স্বামীর চিকিৎসার সহায়তার জন্য এবং তেলিয়ামুড়া থেকে সঞ্জিত দেব এসেছেন তার ছেলের জটিল রোগের চিকিৎসার সহায়তার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী তাদের সমস্যার কথা শুনে দ্রুত চিকিৎসা ও অন্যান্য সহায়তার আশ্বাস দেন এবং এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন। ঊনকোটি জেলার উজান ধনপুর থেকে এসেছেন কল্লোল ব্রহ্মচারী তার জমি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী প্রয়োজনীয় সাহায্যের আশ্বাস দেন।আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে অন্যান্যদের উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব তপন কুমার দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার, জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার, আইজিএম হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

দিল্লির উদ্দেশ্যে

● প্রথম পাতার পর

পণ্য সম্পূর্ণ অর্গানিক এবং কৃষকরা নিষ্ঠার সঙ্গে চাষ করছেন। আমাদের এফপিও এবং দপ্তর একসঙ্গে কাজ করছে। বার্ডস আই চিলি, আদা, হলুদ ও আনারসের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বিপণন ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য কেন্দ্র সরকারের এম ডোনার -এর সহায়তায় ২৩৪ কোটি টাকার একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। আগামী ২৭ জুন দিল্লিতে আন্তর্জাতিক আনারস দিবস পালন করা হবে। সীমিত জমি থাকা সত্ত্বেও আমরা অর্গানিক উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নিরলসভাবে কাজ করছি।এই অনুষ্ঠানে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, ত্রিপুরা অর্গানিক মিশনের মিশন ডিরেক্টর রাজীব দেববর্মা সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

লেবাননে হামলা বাড়ালে আরও ‘বিধ্বংসী জবাব’ ইজরায়েলকে হুঁশিয়ারি ইরানের

তেহরান, ৮ জুন (আইএএনএস): দক্ষিণ লেবানন এবং বৈরুতের দক্ষিণাঞ্চলীয় দাহিয়েহ এলাকায় ইজরায়েল যদি হামলা আরও বাড়ায় বা ইরানের সাম্প্রতিক সামরিক পদক্ষেপের জবাব দেয়, তবে আরও “বিধ্বংসী ও অনুতাপজনক আঘাত” হানার হুঁশিয়ারি দিল ইরান।

রবিবার ইরানের আধা-সরকারি সংবাদসংস্থা ফার্স নিউজে প্রচারিত এক বিবৃতিতে খাতাম আল-আনবিয়া সেন্ট্রাল হেডকোয়ার্টার্সের প্রধান কমান্ডার আলি আবদোল্লাহি বলেন, ইজরায়েলকে অবিলম্বে দক্ষিণ লেবানন ও দাহিয়েহ এলাকায় হামলা বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় ইজরায়েল এবং তার সমর্থকদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আকারে বিধ্বংসী হামলা শুরু হবে। আবদোল্লাহির অভিযোগ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের “নীরব সমর্থন” এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে ইজরায়েল প্রতিদিন লেবাননের মানুষের বিরুদ্ধে আক্রমণ বাড়িয়ে চলেছে। তাঁর দাবি, ফসফরাস বোমার মতো নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্যবহার করে ইজরায়েল যুদ্ধাপরাধ করছে।

তিনি আরও বলেন, ইরানের একাধিক সতর্কবার্তা সত্ত্বেও ইজরায়েল দক্ষিণ লেবাননে হামলা বৃদ্ধি করেছে এবং দাহিয়েহ এলাকায় আঘাত হেনে সব সীমারেখা অতিক্রম করেছে।

এদিকে, ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) জানিয়েছে, দক্ষিণ লেবাননে ইজরায়েলের সামরিক অভিযানের প্রতিক্রিয়ায় রবিবার উত্তর ইজরায়েলের রামাত ডেভিড বিমানঘাঁটিতে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে।

আইআরজিসি-র বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, ওই বিমানঘাঁটি থেকেই লেবাননের বিরুদ্ধে একাধিক সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়েছে। একইসঙ্গে তারা অভিযোগ করেছে, ৮ এপ্রিল ইরান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইজরায়েলের মধ্যে কার্যকর হওয়া যুদ্ধবিরতির শর্ত ছিল সব ফ্রন্টে সংঘর্ষ বন্ধ রাখা। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি এবং লেবাননে হামলা অব্যাহত রেখেছে।

আইআরজিসি আরও দাবি করেছে, হরমুজ প্রণালী, ওমান সাগর এবং ভারত মহাসাগরে ইরানের উপকূল ও জাহাজগুলিকেও লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। রবিবারের সামরিক অভিযানকে তারা একটি সতর্কবার্তা বলে উল্লেখ করে জানিয়েছে, ভবিষ্যতে এ ধরনের হামলা পুনরাবৃত্তি হলে পশ্চিম এশিয়াজুড়ে মার্কিন ও ইজরায়েলি স্বার্থকেও লক্ষ্য করা হবে।

অন্যদিকে, ইরানের সর্বোচ্চ নেতার সামরিক উপদেষ্টা মোহসেন রেজাই সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ লিখেছেন, “ইরান বহুবার স্পষ্ট করেছে যে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন বা লেবাননের বিরুদ্ধে আগ্রাসন মেনে নেওয়া হবে না।”

তিনি আরও বলেন, “এটি একটি সতর্কবার্তা। আগ্রাসন বন্ধ না হলে প্রতিটি নতুন পদক্ষেপের আরও কঠোর জবাব দেওয়া হবে এবং তার মূল্যও অনেক বেশি হবে।”

সাম্প্রতিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর নিরাপত্তাজনিত কারণে দেশের পশ্চিমাঞ্চলের আকাশসীমা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে ইরানের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য, গত ৮ এপ্রিল ইরান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইজরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। তার আগে ২৮ ফেব্রুয়ারি তেহরানের বিরুদ্ধে ইজরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ হামলার পর শুরু হওয়া ৪০ দিনের সংঘর্ষের অবসান ঘটে।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একাধিক প্রস্তাব বিনিময় হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। উভয় পক্ষই সংঘাতের আনুষ্ঠানিক অবসানের জন্য একটি সমঝোতা স্মারক চূড়ান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আর্জেন্টিনার প্রথম এলএনজি রপ্তানি প্রকল্পে ১০ বছরের সামুদ্রিক পরিষেবা চুক্তি পেল আদানি পোর্টস

আহমেদাবাদ, ৮ জুন (আইএএনএস): আর্জেন্টিনার প্রথম তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) রপ্তানি প্রকল্পের জন্য ১০ বছরের সামুদ্রিক পরিষেবা চুক্তি অর্জন করেছে আদানি পোর্টস অ্যান্ড স্পেশাল ইকোনমিক জোন লিমিটেড (এপিএসইজেড)। এর মাধ্যমে দক্ষিণ আমেরিকায় সংস্থাটির কার্যক্রমের সূচনা হল এবং আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক পরিষেবা ক্ষেত্রে তাদের উপস্থিতি আরও বিস্তৃত হল। পাশাপাশি ভারত ও আর্জেন্টিনার মধ্যে জ্বালানি সহযোগিতাও আরও শক্তিশালী হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সোমবার সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এপিএসইজেড-এর অধীনস্থ সহযোগী সংস্থা ‘দ্য আদানি হারবার ইন্টারন্যাশনাল এফজেডসিও’ আর্জেন্টিনার মেরিডিয়ান গ্রুপের সঙ্গে যৌথভাবে এই চুক্তি পেয়েছে। আর্জেন্টিনার সাউদার্ন এনার্জি এসএ (সেসা)-র পরিচালিত বৈশ্বিক প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই বরাত দেওয়া হয়েছে। আদানি-মেরিডিয়ান কনসোর্টিয়াম সাউদার্ন এনার্জি এফএলএনজি (ফ্লোটিং লিকুইফায়েড ন্যাচারাল গ্যাস) প্রকল্পের জন্য সামুদ্রিক পরিষেবা প্রদান করবে। এই প্রকল্পে আনুমানিক ৭ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে বছরে ২৪.৫ লক্ষ টন এলএনজি উৎপাদনের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, যা বছরে প্রায় ২৮টি কার্গো চালানের সমতুল্য। এটি আর্জেন্টিনার প্রথম কার্যকর এলএনজি রপ্তানি প্রকল্প হতে চলেছে।

এপিএসইজেড-এর পূর্ণকালীন পরিচালক ও সিইও অশ্বনী গুপ্ত বলেন, “এই প্রকল্প বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বৃহৎ জ্বালানি পরিকাঠামো প্রকল্পে সহায়তা করার ক্ষেত্রে আমাদের সক্ষমতার প্রতিফলন। বর্তমানে ১২টি দেশে আমাদের সামুদ্রিক কার্যক্রম রয়েছে এবং বন্দর, এলএনজি টার্মিনাল, জাতীয় তেল সংস্থা, রিফাইনারি ও অফশোর প্রকল্পে আমরা পরিষেবা দিয়ে থাকি। জটিল সামুদ্রিক পরিবেশে কাজ করার ক্ষেত্রে আমাদের উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা রয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, স্থানীয় অংশীদারদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে আদানি পোর্টস নতুন জ্বালানি বাণিজ্য করিডর গড়ে তুলতে এবং দীর্ঘমেয়াদি সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও নির্ভরযোগ্য করতে ভূমিকা রাখছে। চুক্তি অনুযায়ী, কনসোর্টিয়াম এলএনজি পরিবহণকারী জাহাজের জন্য টাগবোট পরিচালনা, অফশোর লজিস্টিকস, সরবরাহ সহায়তা এবং ক্রু স্থানান্তর পরিষেবা-সহ সম্পূর্ণ সামুদ্রিক পরিষেবা প্রদান করবে।

উল্লেখ্য, আর্জেন্টিনা দ্রুত একটি গুরুত্বপূর্ণ এলএনজি সরবরাহকারী দেশ হিসেবে উঠে আসছে। ২০২৭ সাল থেকে ভারতকে বছরে সর্বোচ্চ ১ কোটি টন এলএনজি রপ্তানির জন্য ইতিমধ্যেই একাধিক চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে সাউদার্ন এনার্জি এফএলএনজি প্রকল্প বিশ্ববাজারের চাহিদার সঙ্গে আর্জেন্টিনার জ্বালানি সরবরাহকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রকল্পের পরিষেবা পরিচালনার জন্য চারটি অত্যাধুনিক টাগবোট, একটি অ্যাঙ্কর হ্যান্ডলিং টাগ সাপ্লাই ভেসেল এবং একটি ক্রু বোট ব্যবহার করা হবে বলে সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ফিলিপাইনে ৭.৮ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প, নিহত অন্তত ৫; ১.৪ মিটার উচ্চতার সুনামি ঢেউয়ের সতর্কতা

ম্যানিলা, ৮ জুন (আইএএনএস): ফিলিপাইনের দক্ষিণ উপকূলের কাছে ৭.৮ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে অন্তত পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের এক আধিকারিক এই তথ্য জানিয়েছেন। জেনারেল সান্তোস সিটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রধান আগ্রিপিনো ডাসেরা জানান, মৃতের সংখ্যা এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও যাচাই করা হচ্ছে। ফিলিপাইন ইনস্টিটিউট অব ভলকানোলজি অ্যান্ড সিসমোলজি (ফিভলকস)-এর তথ্য অনুযায়ী, স্থানীয় সময় সকাল ৭টা ৩৭ মিনিটে ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল মিন্দানাও দ্বীপের সারাঙ্গানি প্রদেশের মাসিম শহরের উপকূল থেকে প্রায় ৩২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে, সমুদ্রের নিচে ৩৩ কিলোমিটার গভীরে। এই এলাকা জেনারেল সান্তোস শহরের কাছাকাছি, যেখানে প্রায় সাত লক্ষ মানুষের বসবাস।

ফিভলকস জানিয়েছে, ভূমিকম্পের পর সর্বোচ্চ ১.৪ মিটার উচ্চতার সুনামি ঢেউ রেকর্ড করা হয়েছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কয়েকটি ভবন আংশিকভাবে ধসে পড়েছে এবং বহু এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে। পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলিতেও কম্পন অনুভূত হয়েছে।

ভূমিকম্পের পর উপকূলবর্তী নয়টি প্রদেশের জন্য সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলির বাসিন্দাদের দ্রুত উঁচু জায়গায় সরে যেতে অথবা উপকূল থেকে দূরে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আবহাওয়া ও ভূতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সোমবার সকাল থেকেই প্রথম সুনামি ঢেউ আছড়ে পড়তে পারে এবং তার প্রভাব কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী হতে পারে।

ফিলিপাইনের রাষ্ট্রপতি ফার্দিনান্দ রোমুয়ালদেজ মার্কোস জুনিয়র ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি, তিনি উপকূলবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, মিন্দানাও ফিলিপাইনের দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বীপ এবং এটি বিশ্বের অন্যতম ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত। ফিলিপাইন প্রশান্ত মহাসাগরীয় ‘রিং অব ফায়ার’-এর অন্তর্গত হওয়ায় সেখানে প্রায়শই ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনা ঘটে।

‘পুষ্পক’ তৈরি হয়েছিল মাত্র ১৫ লক্ষ টাকায়, আজ হলে ২০০ কোটি আয় করত: কমল হাসান

চেন্নাই, ৮ জুন (আইএএনএস): কিংবদন্তি পরিচালক সিঙ্গীতম শ্রীনিবাস রাও পরিচালিত সমালোচকদের প্রশংসিত সুপারহিট ছবি পুষ্পক মাত্র ১৫ লক্ষ টাকা বাজেটে তৈরি হয়েছিল বলে জানিয়েছেন অভিনেতা ও সাংসদ কমল হাসান। তাঁর দাবি, ছবিটি যদি আজকের দিনে মুক্তি পেত, তাহলে ২০০ কোটিরও বেশি আয় করতে পারত।

চেন্নাইয়ে সিঙ্গীতম শ্রীনিবাস রাওয়ের আসন্ন ছবি ‘সিং গীতম’-এর প্রি-রিলিজ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কমল হাসান তাঁর দীর্ঘদিনের সহকর্মী ও প্রখ্যাত পরিচালকের সঙ্গে কাজের নানা স্মৃতি তুলে ধরেন। বিশেষ করে সংলাপবিহীন চলচ্চিত্র ‘পুষ্পক’-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, সিনেমাটি নির্মাণের মূল চালিকাশক্তি ছিল আবেগ ও সৃজনশীলতা। কমল হাসান বলেন, “সিনেমা মূলত আবেগের বিষয়। তারপর সেটি ব্যবসায় পরিণত হয়। কিন্তু এখন আমরা উল্টো পথে হাঁটছি। প্রথমেই ভাবছি ছবি ১০০ কোটি, ২০০ কোটি না ৩০০ কোটি আয় করবে কি না। কিন্তু যেদিন আমরা ১৫ লক্ষ টাকায় ‘পুষ্পক’ বানিয়েছিলাম, সেদিন আমাদের মনে হয়েছিল যেন ১৫০ কোটির ছবি তৈরি করেছি। আসলে এটা কোনও অতিরঞ্জন নয়। আমার বিশ্বাস, ছবিটি ইতিমধ্যেই ২০০ কোটিরও বেশি আয় করার ক্ষমতা রাখত। এটাই চলচ্চিত্র শিল্পের বাস্তবতা।”

তিনি আরও বলেন, “আমরা এখনও আমাদের ছবিগুলির পূর্ণ বাণিজ্যিক সম্ভাবনা কাজে লাগাতে শিখছি। কিন্তু সিঙ্গীতম স্যার সেই আবেগের যুগ থেকে এসেছেন এবং আজও তাঁর সেই আবেগ একটুও কমেনি। শিল্পেরও সেই আবেগ হারানো উচিত নয়।”

পরিচালকের প্রশংসায় কমল হাসান বলেন, “তিনি সবসময়ই জেন-জেড প্রজন্মের থেকেও এগিয়ে। বয়স অনেক সময় বিরক্তিকর হয়ে ওঠে, কিন্তু মন তার সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে। সিঙ্গীতম শ্রীনিবাস রাও তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। আমি এখনও তাঁর কাছ থেকে শিখছি। সুযোগ পেলে তাঁর সহকারী পরিচালক হিসেবেও কাজ করতে চাই।”উল্লেখ্য, ৯৪ বছর বয়সে আবারও পরিচালকের আসনে ফিরেছেন সিঙ্গীতম শ্রীনিবাস রাও। তাঁর নতুন ছবি ‘সিং গীতম’ আগামী ১১ জুন মুক্তি পাওয়ার কথা।

বিদ্যুতের ঘনঘন বিভ্রাটে নাজেহাল গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতাল, জেনারেটরের অভাবে চরম দুর্ভোগ রোগীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৮ জুন: প্রচণ্ড গরম ও ঘনঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাটে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালের রোগী, তাঁদের পরিজন এবং হাসপাতাল কর্মীরা। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ চললেও হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রে এখনও কোনও জেনারেটরের ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে বিদ্যুৎ চলে গেলেই কার্যত অচল হয়ে পড়ছে হাসপাতালের স্বাভাবিক পরিষেবা।

বর্তমানে গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহে গোটা মহকুমাজুড়ে জনজীবন বিপর্যস্ত। এরই মধ্যে বারবার বিদ্যুৎ বিভ্রাট পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলিতে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা না থাকায় রোগীদের পাশাপাশি তাঁদের অভিভাবকদেরও চরম অস্বস্তির মধ্যে থাকতে হচ্ছে। বিদ্যুৎ না থাকায় পাখা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনেক রোগী হাঁসফাঁস অবস্থার মধ্যে সময় কাটাচ্ছেন বলে অভিযোগ।

শুধু রোগীরাই নন, হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরাও বিদ্যুৎ সমস্যার কারণে নিত্যদিনের কাজকর্মে নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময় জরুরি পরিষেবা পরিচালনায়ও বিঘ্ন ঘটছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে বিকল্প বিদ্যুৎ ব্যবস্থার অভাব অত্যন্ত উদ্বেগজনক। জরুরি পরিস্থিতিতে পরিষেবা সচল রাখতে জেনারেটর থাকা প্রয়োজন হলেও দীর্ঘদিন ধরে সেই ব্যবস্থা করা হয়নি।

এলাকার সচেতন মহল ও সাধারণ মানুষ অবিলম্বে হাসপাতালের জন্য স্থায়ী জেনারেটর পরিষেবার ব্যবস্থা এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে কোনও ধরনের আপস করা উচিত নয় এবং রোগীদের স্বার্থে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

এদিকে হাসপাতালের বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে সমস্যা দ্রুত সমাধানের দাবি ক্রমশ জোরালো হচ্ছে মহকুমাজুড়ে।

শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি পূরণের দাবিতে টিএনজিসিএল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ ত্রিপুরা প্রাকৃতিক গ্যাস মজদুর সংঘের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন: শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া ও কর্মক্ষেত্রের সমস্যার দ্রুত সমাধানের দাবিতে ত্রিপুরা ন্যাচারাল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (টিএনজিসিএল) কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস) অনুমোদিত ত্রিপুরা প্রাকৃতিক গ্যাস মজদুর সংঘ। সংগঠনের পক্ষ থেকে অবিলম্বে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিগুলি পূরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

সোমবার আগরতলার ব্যানার্জিপাড়া এলাকায় অবস্থিত সংগঠনের কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রাকৃতিক গ্যাস মজদুর সংঘের সাধারণ সম্পাদক বিজয় মল্লিক, সভাপতি ভাস্কর দাসসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।

এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া, কর্মক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা, কর্মপরিবেশের উন্নয়ন এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে সংগঠনের নেওয়া পদক্ষেপ সম্পর্কেও আলোকপাত করেন নেতৃত্বরা।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান, শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার ও প্রাপ্য সুবিধা নিশ্চিত করতে তারা ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছেন। তবে এখনও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবি দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত রয়েছে। এসব বিষয়ে দ্রুত ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য টিএনজিসিএল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

শ্রমিকদের স্বার্থে প্রয়োজন হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে বলেও ইঙ্গিত দেন সংগঠনের নেতৃত্বরা। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি পূরণে কর্তৃপক্ষ কতটা দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করে, সেদিকেই এখন নজর শ্রমিক মহলের।

বিশালগড়ে ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর আবক্ষ মূর্তি স্থাপনের উদ্যোগ, মহকুমা শাসকের সঙ্গে মহানাম সেবক সংঘের সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৮ জুন: বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক ও ধর্মচিন্তক ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর স্মৃতিকে সংরক্ষণ ও আগামী প্রজন্মের কাছে তাঁর আদর্শ তুলে ধরার লক্ষ্যে বিশালগড় পুর পরিষদ এলাকায় তাঁর আবক্ষ মূর্তি স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ উপলক্ষে সোমবার নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘের বিশালগড় শাখার এক প্রতিনিধি দল মহকুমা শাসক (এসডিএম) বিংকি সাহার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর আবক্ষ মূর্তি স্থাপনের জন্য উপযুক্ত জমি নির্ধারণের আবেদনপত্র মহকুমা শাসকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থও উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন মহকুমা শাসক। প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহ-সভাপতি নিরঞ্জন দাস, সম্পাদক মিঠুন রায়, কোষাধ্যক্ষ চম্পক কুমার দাসসহ অন্যান্য সদস্যরা।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান, ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী শুধু একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বই নন, তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক ও মানবতাবাদী চিন্তাবিদ। ১৯৩৩ সালে আমেরিকায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিশ্বধর্ম সম্মেলনে সনাতন ধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন এবং বিশ্বমঞ্চে ভারতীয় দর্শনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁদের দাবি, ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর সঙ্গে বিশালগড়ের গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি একাধিকবার বিশালগড়ে এসে ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পদধূলিতে ধন্য এই জনপদে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করা হলে তা হবে এলাকার সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন। সংগঠনের পক্ষ থেকে এদিন প্রশাসনের কাছে মূর্তি স্থাপনের বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা কামনা করা হয়। প্রশাসনের ইতিবাচক মনোভাবের ফলে উদ্যোগটি বাস্তবায়নের পথে আরও একধাপ এগোল বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

চাকরির স্থায়িত্ব ও সরকারি তত্ত্বাবধানে আইসিটি শিক্ষা পরিচালনার দাবিতে বিক্ষোভ কম্পিউটার শিক্ষকদের

আগরতলা, ৮ জুন : চাকরির স্থায়িত্ব এবং আইসিটি শিক্ষাকে সরাসরি সরকারি তত্ত্বাবধানে পরিচালনার দাবিতে আন্দোলনে নামলেন স্কুল কম্পিউটার শিক্ষকরা। অল ত্রিপুরা স্কুল কম্পিউটার শিক্ষক সংঘ-এর উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা ঠেকা মজদুর সংঘের সহযোগিতায় আজ আগরতলার সার্কিট হাউস সংলগ্ন গান্ধী মূর্তির পাদদেশে এক বৃহৎ মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকরা জানান, বর্তমান ডিজিটাল যুগে কম্পিউটার শিক্ষা ছাড়া আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা কল্পনা করা যায় না। ডিজিটাল ইন্ডিয়া এবং এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তুলতে বিদ্যালয় স্তরে আইসিটি শিক্ষার আরও প্রসার ও উন্নয়ন জরুরি। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এই প্রকল্পে কর্মরত প্রশিক্ষকরা কম পারিশ্রমিক, চাকরির অনিশ্চয়তা এবং আউটসোর্সিং ব্যবস্থার কারণে নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

ইরান সফর এড়াতে ও দেশ ছাড়তে ভারতীয়দের পরামর্শ, নতুন করে সতর্কবার্তা কেন্দ্রের

তেহরান, ৮ জুন (আইএএনএস): পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ইরানে ভ্রমণ না করার এবং সেখানে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকদের যত দ্রুত সম্ভব দেশ ছাড়ার পরামর্শ পুনর্ব্যক্ত করল ভারত সরকার।সোমবার এক্স-এ প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ইরানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, “অঞ্চলের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় নাগরিকদের ইরান সফর এড়িয়ে চলার জন্য আগের পরামর্শ পুনরায় জানানো হচ্ছে।”দূতাবাস আরও জানিয়েছে, “বর্তমানে ইরানে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকদেরও উপলব্ধ সমস্ত পরিবহণ ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশ ছেড়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।”ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে চলমান উত্তেজনার আবহেই এই সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে।এদিকে, ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) দাবি করেছে যে তারা ইরানের মাহশাহর এলাকার একটি পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সে একাধিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে।অন্যদিকে, সোমবার সকালে ইরান থেকে ছোড়া সমস্ত ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করা হয়েছে বলেও দাবি করেছে আইডিএফ। তাদের বক্তব্য, পশ্চিম তীরের একটি খোলা এলাকায় যে আঘাতের খবর পাওয়া গিয়েছিল, তা সম্ভবত ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করার পর তার ধ্বংসাবশেষের অংশ ছিল। জেরুজালেম এলাকায় জারি করা সতর্কতাও পরে প্রত্যাহার করা হয়েছে।রবিবার ইরানের খাতাম আল-আনবিয়া সেন্ট্রাল হেডকোয়ার্টার্সের প্রধান কমান্ডার আলি আবদোল্লাহি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, দক্ষিণ লেবানন এবং বৈরুতের দক্ষিণাঞ্চলীয় দাহিয়েহ এলাকায় ইজরায়েল হামলা বাড়ালে বা ইরানের সাম্প্রতিক পদক্ষেপের জবাব দিলে আরও “বিধ্বংসী ও অনুতাপজনক আঘাত”-এর মুখে পড়তে হবে।তিনি অভিযোগ করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন এবং আন্তর্জাতিক মহলের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে ইজরায়েল লেবাননে হামলা জোরদার করেছে এবং নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্যবহারের মতো যুদ্ধাপরাধে জড়িত।উল্লেখ্য, ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের যৌথ হামলার পর পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করে। ইরানের দাবি অনুযায়ী, ওই হামলায় দেশের শীর্ষ নেতৃত্ব ও সামরিক কর্তাদের মৃত্যু হয়েছিল। এর জবাবে ইরান ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় মার্কিন ও ইজরায়েলি স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে।

পরবর্তীতে ৮ এপ্রিল ইরান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইজরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। যদিও সাম্প্রতিক ঘটনাবলি সেই যুদ্ধবিরতির স্থায়িত্ব নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। তবে বিভিন্ন সূত্রের খবর, ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে এবং সংঘাতের আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটাতে একটি সমঝোতা স্মারক চূড়ান্ত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

সাংবাদিকদের সংবর্ধনা দিল কৈলাসহরে নৃত যোগা হীরা ফেস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৮ জুন: দীর্ঘদিন ধরে সাফল্যের সাথে পথ চলা। আর এবার ঊনকোটি জেলার কলমযোদ্ধাদের সম্মানিত করতে অভিনব উদ্যোগ নিল ড্যান্স একাডেমি নৃত যোগা হীরা ফেস্ট। আজ বিকেলবেলা কৈলাসহরের সিনেমা হল রোড এলাকায়, সংস্থার কর্ণধার তাহিরা আহমেদের নিজস্ব স্টুডিওতে আয়োজন করা হয় এক জমকালো সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের।ঊনকোটি জেলার কর্মরত সাংবাদিকদের মেমেন্টো ও মিষ্টিমুখ করিয়ে সম্মানিত করেন তিনি। শিল্প ও সংস্কৃতির হাত ধরে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি, সমাজের দর্পণ হিসেবে পরিচিত সাংবাদিকদের কুর্নিশ জানাল নৃত যোগা হীরা ফেস্ট।আজ বিকেলে কৈলাসহর সিনেমা হল রোড সংলগ্ন নিজ বাসভবনের স্টুডিওতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন সংস্থার কর্ণধার তাহিরা আহামেদ। এদিনের এই ঘরোয়া অথচ আন্তরিক অনুষ্ঠানে ঊনকোটি জেলার সমস্ত কর্মরত সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের হাতে মেমেন্টো তুলে দেওয়ার পাশাপাশি মিষ্টিমুখ করিয়ে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন তাহিরা আহমেদ। দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে এই সংস্থাটি পরিচালনা করে আসছেন তিনি। তাহিরা আহামেদের এই আন্তরিক উদ্যোগে খুশি জেলার সাংবাদিক মহলও। সংস্কৃতির সাথে সাংবাদিকতার এই মেলবন্ধন আগামী দিনে সমাজে আরও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে, এমনটাই আশা রাখছেন কৈলাসহরের সচেতন নাগরিকরা।

এনসিবিতে নতুন দায়িত্বে যাচ্ছেন

● আটের পাতার পর

উল্লেখ্য, অসামান্য পরিষেবার স্বীকৃতিস্বরূপ ড. কিরণ কুমার কে ২০২২ সালে ‘আন্তরিক সুরক্ষা সেবা পদক’ লাভ করেন। পাশাপাশি দুইবার ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (ডিজিপি) কমেন্ডেশন ডিস্কে ভূষিত হন।

তাঁর এনসিবিতে যোগদান ত্রিপুরা পুলিশ প্রশাসনের জন্য যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সমাপ্তি, তেমনি দেশের মাদকবিরোধী লড়াইয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

প্রার্থনা ও ভক্তিসঙ্গীতের সুরে মুখরিত

● আটের পাতার পর

হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত ও মঙ্গলময়। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে সকলের মধ্যে ভাণ্ডারা প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ভক্তদের আন্তরিক সহযোগিতা ও মন্দির কর্তৃপক্ষের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় সমগ্র অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

শ্রী শ্রী আশ্চর্যদেব দাদার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত এই মহোৎসব ভক্তসমাজের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবসেবার আদর্শকে আরও সুদৃঢ় করে তুলেছে।

কদমতলায় ৩ বাংলাদেশি ও

● আটের পাতার পর

রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সোমবার ধৃতদের আদালতে তোলা হয়। তদন্তের স্বার্থে তাদের তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশ ও মানবপাচার চক্রের সঙ্গে তাদের কোনও যোগসূত্র রয়েছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে।

খোয়াই জিলা পরিষদের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ

● আটের পাতার পর

সদস্য-সদস্যাগণ কার্যালয় প্রাঙ্গণে সাফাই অভিযানে অংশগ্রহণ করেন ও বৃক্ষরোপণ করেন। অনুষ্ঠানে জিলা পরিষদের সদস্য হরিশংকর পাল, রঞ্জিত কুমার সরকার, রাজীব চন্দ্র পাল, রতন কুমার দাস, সদস্যা বিজয়তা দেববর্মা, বর্ষা দেববর্মা (শীল), রুমা শুরু বৈদ্য, সদস্য সচিব উত্তম দাস বৈষ্ণব উপস্থিত ছিলেন।

যোগামায়া কালীবাড়ীর ১০৩ তম

● আটের পাতার পর

সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রবীণদের সহায়ক সামগ্রী প্রদান ও সংবর্ধনা, জল ছত্র, অভিনব ও উদ্ভাবক প্রতিযোগিতা,সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিভিন্ন আকর্ষণীয় কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে।

এবারের রথযাত্রা ধুমধামে করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। শোভাযাত্রা ও পরিক্রমার পথ ও দীর্ঘায়িত করা হয়েছে। রথযাত্রার দিন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকবে মন্দির প্রাঙ্গনে। শোভাযাত্রায় থাকবে আকর্ষণীয় ব্যান্ড বাজনা। এবার মহালয়ার দিন ও থাকবে সংগীতানুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরনি কর্মসূচী। এবারের প্রস্তুতি সভায় উল্লেখ যোগ্য সংখ্যক সদস্য এর উপস্থিতি লক্ষ্য করার বিষয় যেখানে অধিক সংখ্যক মহিলাদের অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো। গত বছর ও যোগামায়া কালীবাড়ী উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির জন্য রাজ্যস্তরে পুরস্কৃত হয়েছে। এবারের রথযাত্রা ও পুজোর জন্য গঠিত কমিটির নির্বাচিত সদস্যরা হলেন সভাপতি ডাঃ জগদীশ নমঃ, সম্পাদক শ্রী মিঠুন বণিক ও হিসাব রক্ষক শ্রী সুকুমার পাল।বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে এবার ও ঐতিহ্য বাহী যোগামায়া কালীবাড়ী আসন্ন পুজোর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 09-06-2026, 01:25

ক্রীড়াঙ্গন

জুডো ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার নতুন কমিটি গঠন, শুভেচ্ছা বার্তা ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ই জুন।। দেশের রাজধানী দিল্লিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ও নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'জুডো ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া'-এর নতুন অন্তর্বর্তীকালীন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই হাই-প্রোফাইল নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সর্বভারতীয় স্তরের কর্মকর্তা বাছাইয়ে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন অল ত্রিপুরা জুডো অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীমতী অন্তরা সরকার দেব এবং সাধারণ সম্পাদক প্রণব সাহা। হাড্ডাহাড্ডি ও নিয়মতান্ত্রিক এই নির্বাচনে সর্বসম্মতিক্রমে মুকেশ কুমার সভাপতি, বাণী ব্রত দাস সম্পাদক এবং শৈলেশ তিলক কোষাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁদের পাশাপাশি কমিটির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সদস্য পদের জন্যও প্রতিনিধি নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে।জাতীয় স্তরের এই নতুন কমিটি গঠনকে স্বাগত জানিয়ে অল ত্রিপুরা জুডো অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে দিল্লির সমাবেশেই নবনির্বাচিত কমিটিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানানো হয়। সংস্থার সভাপতি শ্রীমতী অন্তরা সরকার দেব এবং সম্পাদক প্রণব সাহা যৌথভাবে নতুন সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষসহ কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সদস্যকে তাঁদের এই সাফল্যে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়েছেন। এক বিবৃতিতে প্রণব সাহা আশাপ্রকাশ করেন যে, এই নতুন ও গতিশীল নেতৃত্বের হাত ধরে আগামী দিনে ভারতের জুডো ক্রীড়া ক্ষেত্র এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে এবং ত্রিপুরাসহ দেশের সমস্ত রাজ্যের জুডো খেলোয়াড়রা আরও বেশি সুযোগ ও পরিকাঠামো লাভ করবেন।

নিকিতা, অম্বিকার জোড়া শতরানে রেকর্ড রান ব্লাড মাউথ ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। মহিলা ক্রিকেটে রানের নজীর। আর এই নজীর গড়লো ব্লাড মাউথ ক্লাব। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে গড়লো ৫০০ এর উপর রান। এক ইনিংসে। নিকিতা দেবনাথ এবং অম্বিকা দেবনাথের জোড়া শতরানে এই নজির গড়লো ব্লাড মাউথ ক্লাব। পরাজিত করলো স্ফুলিঙ্গ ক্লাবকে। ৪২৫ রানের বড় ব্যবধানে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের সীমিত ওভারের ক্রিকেটে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে সোমবার অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ব্লাড মাউথ ক্লাব নিজেদের শক্তির আবার জানান দিলো। দল নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে বিশাল ৫০২ রান করে। দুই ওপেনার নিকিতা দেবনাথ এবং অম্বিকা দেবনাথ ওপেনিং জুটিতে ২৪১ রান যোগ করেন। নিকিতা ৯৬ বল খেলে ২২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫০ এবং অম্বিকা ৮৪ বল খেলে ২১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২৩ রান করেন। এছাড়া দলের পক্ষে রিজু সাহা ২৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫০, অন্তরা দাস ৫১ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫২ এবং অনামিকা দাস ৩৪ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫২ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৫৮ রান। জবাবে খেলতে নেমে মাত্র ৭৭ রানে গুটিয়ে যায় স্ফুলিঙ্গ ক্লাব।দলের পক্ষে পারমিতা দেববর্মা ১৩০ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন।দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৬ রান। ব্লাড মাউথ ক্লাবের পক্ষে সেবিকা দাস ১৫ রানে ৪ টি উইকেট দখল করেন।আসরে ৪ ম্যাচ খেলে ৩ টি ম্যাচে জয় পেয়ে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে "এ" গ্রুপে শীর্ষে রয়েছে ব্লাড মাউথ ক্লাব।

ঝুমকি, অস্মিতার জোড়া শতকে বিশাল জয় তরুণের, বিধ্বস্ত রয়েল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।।তরুণ সংঘের গড়া রানের পাহাড়ের নিচে চাপা পারলো রয়েল সি সি। তরুণ সংঘ জয়লাভ করলো ৩৮১ রানের বড় ব্যবধানে। টি আই টি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তরুণ সংঘের ঝুমকী দেবনাথ এবং অস্মিতা দেবনাথ শতরান করেছেন। এছাড়া প্রিয়াঙ্কা সাহা ৫ উইকেট দখল করেন। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে তরুণ সংঘ রানের পাহাড় গড়ে। দুই ওপেনার ঝুমকী এবং অস্মিতা ওপেনিং জুটিতে ২৫৬ রান যোগ করে দলকে বড় স্কোর গড়ার ইঙ্গিত দেন। ঝুমকী ৯৮ বল খেলে ১৯ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪১ রান করে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন। অস্মিতা ১০৭ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০৭ রান করেন চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন। এছাড়া ইন্দ্র রাণী জমাতিয়া ৩৭ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৪ রান করেন। তরুণ সংঘ নির্ধারিত ৩৭ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ৪০১ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৬৭ রান। জবাবে খেলতে নেমে বিশাল রানের নিচে চাপা পড়ে যায় রয়েল সি সি। দল মাত্র ২০ রান করতে সক্ষম হয়। দলের ৭ জন ব্যাটসম্যান কোনও রান করতে পারেননি।দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১০ রান। তরুণ সংঘের পক্ষে প্রিয়াংকা সাহা ৪ রানে ৫ টি এবং রুম্পা সিং শূন্য রানে ২ টি উইকেট দখল করেন।

মহিলা ক্রিকেট : চলমান সংঘকে হারিয়ে দ্বিতীয় জয় কর্নেল সিসি-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।।দ্বিতীয় জয় পেলো কর্নেল কোচিং সেন্টার। চার ম্যাচ খেলে। অপরদিকে সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে তৃতীয় পরাজয় চলমান সংঘের। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ক্রিকেটে। সোমবার এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে কর্নেল কোচিং সেন্টার জয়লাভ করে ৬ উইকেটে। এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে চলমান সংঘ মাত্র ৪৬ রান করতে সক্ষম হয়েছে। দল অতিরিক্ত খাতে সর্বাধিক পায় ২৯ রান। দলের কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। কর্নেল কোচিং সেন্টারের নিকিতা সরকার ৬ রানে পাঁচটি এবং ফুলেশ্বরী দেবনাথ ১৬ রানে চারটি উইকেট দখল করেন। এনিয়ে আসরে দ্বিতীয়বার ৫ উইকেট নিলেন নিকিতা। জবাবে খেলতে নেমে কর্নেল কোচিং সেন্টার চার উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে ঋষিতা সূত্রধর ৪৬ বল খেলে একটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১৮ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় কুড়ি রান। চলমান সংঘের পক্ষে নন্দিতা দাস ১৮ রানে তিনটি উইকেট দখল করেন।

আর্জেন্টিনার একজন বাদ পড়েছেন, শঙ্কায় আরও তিনজন

আর্জেন্টিনার ২৬ জনের বিশ্বকাপ দল থেকে লেওনার্দো বালের্দি এরই মধ্যে কাটা পড়েছেন। গতকাল শনিবারই চোটের কারণে তাঁর বাদ পড়ার খবর নিশ্চিত করেছিল আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)।

সাধারণত বিশ্বকাপের সময় ঘনিয়ে এলে বিকল্প খেলোয়াড় নিতে দেরি করেন না কোচেরা। কিন্তু বালের্দির বদলি নিতে সময়ই নিচ্ছেন লিওনেল স্কালোনি।আর্জেন্টিনা কোচ জানিয়েছেন, বালের্দি তো ছিটকে পড়েছেনই, বিশ্বকাপ দল থেকে বাদ পড়তে পারেন আরও কয়েকজন খেলোয়াড়। আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যমের খবর, অন্তত তিনজন খেলোয়াড় চোটের কারণে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার শঙ্কায় আছেন।

বিশ্বকাপ লড়াইয়ে নামার আগে আর্জেন্টিনা আজ হন্ডুরাসের বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলেছে। লাওতারো মার্তিনেজ ও গিলিয়ানো সিমিওনের গোলে জয় এসেছে ২-০ ব্যবধানে। ম্যাচশেষে সংবাদ সম্মেলনে আর্জেন্টিনা কোচের কাছে বালের্দির পরিবর্তে কাউকে নেওয়া হয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করেন এক সাংবাদিক।

জবাবে স্কালোনি জানান, সিদ্ধান্ত নিতে আরও সময় নেবেন তিনি, 'আমাদের অনেক খেলোয়াড় এখনো শতভাগ ফিট নয়। আর সিদ্ধান্তটা হয়তো শুধু একজন সেন্টার-ব্যাককে ঘিরেই হবে না। আমাদের সামনে আরও একটি ম্যাচ আছে, এরপর আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছাব। একজন খেলোয়াড়ের পরিস্থিতি আমাদের আরও কয়েকজনের অবস্থা মূল্যায়ন করতে বাধ্য করছে। অন্যদের শারীরিক অবস্থা না দেখে আগামী মঙ্গলবারের আগে আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নেব না।'

মঙ্গলবার বিশ্বকাপের দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচে আইসল্যান্ডের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। টিওয়াইসি স্পোর্টস সূত্রের বরাতে জানিয়েছে, এই মুহূর্তে চোট নিয়ে সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ গনসালো মন্তিয়েল, নাহুয়েল মলিনা ও লিয়ান্দ্রো পারেদেসকে নিয়ে। হন্ডুরাসের বিপক্ষে ম্যাচে যে ছয় খেলোয়াড় বেঞ্চেও ছিলেন না, তাঁদের মধ্যে তিনজন তাঁরাই।

মন্তিয়েল ও মলিনা পেশির সমস্যায় ভুগছেন। একই পজিশনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় তাঁদের পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। এ কারণেই প্রীতি ম্যাচগুলোর জন্য স্কালোনি আগুস্তিন গিয়াই ও নিকোলাস কাপালদোকে দলে ডেকেছেন। গিয়াই আজকের ম্যাচে শুরুর একাদশে ছিলেন। অন্যদিকে বোকা জুনিয়র্সের মিডফিল্ডার পারেদেস সর্বশেষ ম্যাচে সামান্য পেশি ছিঁড়ে যাওয়ার চোটে পড়েছিলেন। তাঁর সেরে ওঠার গতি ধীর। তিনি এখনো স্বাভাবিক অনুশীলনে ফিরতে পারেননি।বাকি যে তিনজন বেঞ্চে ছিলেন না, তাঁদের মধ্যে আছেন হুলিয়ান আলভারেজ। আতলেতিকো ফরোয়ার্ডের গোড়ালিতে প্রদাহ আছে, তবে তাঁর বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে সংশয় নেই। গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজের আঙুলের চোট সেরে গেছে।আলজেরিয়ার বিপক্ষে দলের প্রথম ম্যাচেই গোলপোস্টের নিচে দাঁড়ানোর কথা তাঁর। এ ছাড়া নিকোলাস পাজ ইতালির ক্লাব কোমোর হয়ে মৌসুমের শেষ দিকে বাঁ হাঁটুতে আঘাত পাওয়ার কারণে সমস্যায় ছিলেন। হন্ডুরাস ম্যাচের পর তাঁর দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা।আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ অভিযান শুরু হবে ১৬ জুন। 'জে' গ্রুপে অন্য দুই প্রতিপক্ষ অস্ট্রিয়া (২২ জুন) ও জর্ডান (২৭ জুন)।

গ্র্যান্ড স্ল্যামের স্বাদ জেরেভের

যে কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামেই এই ঘটনা বিরল। ফলে প্রতিক্ষার প্রহর গুনছিল লন টেনিস রসিকরা। কারণ পরিস্থিতি ছিল প্যারিসের রাঙামাটির (আদতে সুরকি) কোর্টে আজ যে জিতবে, সে কেবল প্রথমবার ফ্রেঞ্চ ওপেন দখল করবে না, একইসঙ্গে প্রথমবার কোনও গর্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়নও হবে। জার্মানির আলেকজান্ডার জেরেভ আর ইটালির ফ্লাভিও কোবোলির পাঁচ সেটের খেলাও ছিল যাঁকে বলে 'কাঁটে কা টক্কর'। দুই তরুণের অদম্য লড়াইয়ের সাক্ষী হল ছবির দেশ, কবিতার দেশের দর্শকরা। রোলঁ গারোজের উপভোগ্য ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত জিতে নিলেন জাভেরেভ। খেলার ফল তাঁর পক্ষে ১-৬, ৬-৪, ৪-৬, ৭-৬(৭-৬), ১-৬।

প্রথম সেট ছিল জেরেভের। সার্ভিস থেকে সিঙ্গল কোর্ট দখল, সবেতেই কোবোলিকে পিছনে ফেলে দেন তিনি। ব্রেক পয়েন্টের সুযোগ নিয়ে খেলায় ফিরতে পারেননি ইটালির তরুণ তারকা। ফলে দ্রুত শেষ হয় প্রথম সেট। ৬-১ গেমে কোবিলিকে উড়িয়ে দেন জার্মান রক্ত জেরেভ। দ্বিতীয় সেটে খেলায় ফেরেন কোবালি। ফোরহ্যান্ড এবং ব্যাকহ্যান্ডে প্রয়োজন মতো আক্রমণ শানান তিনি। যদিও হার মানেননি জাভেরেভ। দুরন্ত শারীরিক সক্ষমতার পরিচয় দিয়ে কোর্ট কভার করেন। যদিও এযাত্রায় বাজিমাত করেন ইটালির তরুণই। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষে ৬-৪ জয়ী হন তিনি।

তৃতীয় সেটে পালটা লড়াইয়ের সাক্ষী হয় রোলঁ গারোজের দর্শক। এই সেটের প্রতিটি গেম পয়েন্টে টের পাওয়া গিয়েছিল শেষ না দেখে ছাড়বেন না জেরেভ। উভয় তরুণের দুরন্ত লড়াইয়ে শেষ আরেক দফায় এগিয়ে যান জার্মান তারকা। ৪-৬-এ সেট পয়েন্ট তুলে নেন তিনি। চতুর্থ সেট ম্যাচ নির্ণায়ক হতে পারত, হতে দেননি কোবিলি। উনিশ-বিশ লড়াই টাই ব্রেকারে পৌঁছায়। ৭-৫-এ সেট পয়েন্ট ঘরে তুলে ম্যাচে ফেরেন তিনি। যদিও পঞ্চম সেটে চ্যাম্পিয়নের মতো খেলেন জেরেভ। কোবিলির প্রত্যেকটি ভুলকে কাজে লাগান তিনি। লম্বা ম্যাচে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন দুই তারকাই। শরীরের সঙ্গে মানসিক লড়াই চলছিল অন্তিম মাত্রায়। এখানেই নিজের জাত চিনিয়ে দিলেন জার্মান খেলোয়াড়।

এক্ষেত্রে প্রথম সেটের পুনরাবৃত্তি হল। অসমান্য কোর্ট কভারিং আর অনুমান ক্ষমতায় কোবালিকে পিছনে ফেলে দিলেন আলেকজান্ডার জেরেভ। ১-৬ পয়েন্ট সেট এবং ম্যাচ জিতে নেয়। দলের পক্ষে ঋষিতা সূত্রধর ৪৬ বল খেলে একটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১৮ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় কুড়ি রান। চলমান সংঘের পক্ষে নন্দিতা দাস ১৮ রানে তিনটি উইকেট দখল করেন।

রেকর্ড ব্যবধানে জয় ভারতের, আফগানিস্তানকে ইনিংস এবং ৩০০ রানে হারিয়ে টেস্টে নজির শুভমনদের

আফগানিস্তানকে একমাত্র টেস্টে আড়াই দিনে ইনিংস এবং ৩০০ রানের ব্যবধানে হারালেন শুভমন গিলেরা। ভারতের টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়। ভারতের ৫৬৪ রানের জবাবে আফগানিস্তান দু'ইনিংসে করেছে ১৫২ এবং ১১২ রান। অভিষেক টেস্টেই ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার পেয়েছেন মানব সুতার।২০১৮ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ইনিংস এবং ২৭২ রানে হারিয়েছিল ভারত। সেটাই ছিল এত দিন পর্যন্ত ভারতের সবচেয়ে বড় টেস্ট জয়। সোমবার নিউ চণ্ডীগড়ে সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন শুভমনেরা। তৃতীয় স্থানে চলে গেল ২০১৮ সালে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ইনিংস এবং ২৬২ রানের জয়। অর্থাৎ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আগের টেস্টের জয়ের নজিরও টপকে গেলেন তাঁরা।আফগানদের বিরুদ্ধে ভারতের টেস্ট জয় নিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের সংশয় ছিল না। আগ্রহ ছিল মূলত জয়ের ব্যবধান নিয়ে। সমর্থকদের প্রত্যাশা পূরণ করেই জিতলেন শুভমনেরা। দ্বিতীয় দিন খেলার শেষে আফগানিস্তানের প্রথম ইনিংসের রান ছিল ৫ উইকেটে ১১৩। ২২ গজে অপরাজিত ছিলেন রহমত শাহ (৪৩)। রহমত শেষ পর্যন্ত করেন ৬০। আফগানিস্তানের আর কোনও ক্রিকেটার ভারতীয় বোলিং আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে পারেননি। আজমতুল্লা ওমরজাই (০), শরফুদ্দিন আশরফ (১১), মহম্মদ সালিম (০), জিয়াউর রহমানেরা (৬) ব্যর্থ। এক মাত্র নাঙ্গেয়ালিয়া খারোতে ৪ রানে অপরাজিত থাকেন। ১৫২ রানে শেষ হয়ে যায় আফগানদের প্রথম ইনিংস। ভারতের সফলতম বোলার অভিষেককারী সুতার। প্রথম ইনিংসে ৩৩ রানে ৬ উইকেট নেন তিনি। এ ছাড়া ৩৭ রানে ৩ উইকেট প্রসিদ্ধ কৃষ্ণের। ২১ রানে ১ উইকেট নেন ওয়াশিংটন সুন্দর।৪১২ রানে পিছিয়ে থাকা সফরকারীদের ফলোঅন করায় ভারত। দ্বিতীয় ইনিংসেও উল্লেখ করার মতো লড়াই করতে পারেননি প্রায় কোনও ব্যাটারই। ওপেনার সেদিকুল্লা অটল করেন ৪২। এ ছাড়া তিন নম্বরে নামা রহমানুল্লা গুরবাজের অবদান ২৪। বাকিরা কেউ দাঁড়াতেই পারেননি। আবদুল মালিক (৮), রহমত শাহ (১৩), হাসমতুল্লা শাহিদি (৫), আফসর জাজাই (৮), ওমরজাইয়েরা (০) দ্রুত ফিরে যান। ১১৮ রানে আফগানিস্তানের ৬ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর ভারতের জয় ছিল সময়ের অপেক্ষা। তার উপর চোটের জন্য ব্যাট করতে নামেননি আসরফ।দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের সফলতম বোলার ওয়াশিংটন ৩৬ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। ৩০ রানে ৩ উইকেট কুলদীপ যাদবের। ২৯ রানে ১ উইকেট সুতারের। এ ছাড়া মহম্মদ সিরাজ ১১ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন।প্রথম দিন শুভমন গিল ও ঋষভ পন্থ ঠিক যেখানে শেষ করেছিলেন, দ্বিতীয় দিন শুরুটা করলেন সেখান থেকেই। মুল্লানপুরে দ্বিতীয় দিনও দাপট দেখাল ভারত। প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ৫৬৪ রানে ডিক্লেয়ার করল তারা। জবাবে আফগানিস্তানের রান দ্বিতীয় দিনের শেষে ৫ উইকেটে ১১৩। ভারতের থেকে এখনও ৪৫১ রানে পিছিয়ে আফগানিস্তান।প্রথম দিনই শতরান পূর্ণ করে ফেলেছিলেন শুভমন। পন্থও অর্ধশতরান করে খেলছিলেন। দ্বিতীয় দিন দলের রান আরও বাড়ালেন তাঁরা। তাতে বড় কৃতিত্ব আফগানিস্তানের। প্রথম দিনের পর দ্বিতীয় দিনও দু'টি ভুল করে আফগানিস্তান। পর পর দু'বলে ঘটে সেই ঘটনা। ৮৯তম ওভারে বল করছিলেন আজমাতুল্লা ওমরজাই। ব্যাট করছিলেন শুভমন। একটি বল তাঁর প্যাডে লাগে। আবেদন করেন আফগান ক্রিকেটারেরা। আম্পায়ার আউট দেননি। আফগানিস্তানের অধিনায়ক হাসমাতুল্লা শাহিদি উইকেটরক্ষক আফসর জাজাইকে জিজ্ঞাসা করেন, রিভিউ নেবেন কি না।শুভমনের প্যাডে দু'বার বল লেগেছিল। সামনের পায়ে লাগার পর পিছনের পায়ে লাগে। দৌড়ে এক রানও নেন তিনি। প্যাডে দু'বার বল লাগায় সম্ভবত ধোঁয়াশায় পড়েন জাজাই। তাঁর মনে হয় বল লেগ স্টাম্পের বাইরে যেত। তাই রিভিউ নিতে নিষেধ করেন তিনি। পরে রিপ্লেতে দেখা যায়, বল গিয়ে অফ ও লেগ স্টাম্পে লাগছিল। অর্থাৎ, রিভিউ নিলে শুভমন আউট হতেন। তখন ১০৮ রানে খেলছিলেন শুভমন। তিনি করেন ১২৬ রান।পরের বলেই পন্থের উইকেট পেতে পারতেন ওমরজাই। তাঁর বল পন্থের ব্যাট ঘেঁষে উইকেটরক্ষকের কাছে যায়। আবার আউটের আবেদন করেন আফগান ক্রিকেটারেরা। আম্পায়ার আউট দেননি। সকলকে অবাক করে দিয়ে আবার রিভিউ নেননি শাহিদি। পরে দেখা যায়, পন্থ খোঁচা মেরেছিলেন। সেই সময় ৬৩ রানে খেলছিলেন তিনি। পন্থ করেন ৮১ রান। পর পর দু'বার এই ভুল সিদ্ধান্ত মানতে পারেননি রহমানুল্লা গুরবাজ। তিনি প্রকাশ্যে অধিনায়ককে প্রশ্ন করেন, কেন তিনি রিভিউ নিলেন না। পন্থ করে ৮১ রান।রান পেয়েছেন ওয়াশিংটন সুন্দরও। আইপিএলে ভাল ব্যাট করছেন তিনি। সেই ফর্ম এই ম্যাচেও দেখা গেল। ৫২ রানে অপরাজিত থাকলেন তিনি। সুন্দরের অর্ধশতরানের পরেই ইনিংস ডিক্লেয়ার করেন শুভমন।

সেই দুঃসহ স্মৃতি ফেরার পর আপাতত 'ভালো আছেন' এরিকসেন

ম্যাচের তখন মিনিট চলছে। হঠাৎ বুকে হাত দিয়ে মাঠে পড়ে গেলেন ক্রিস্তিয়ান এরিকসেন। খেলা থমকে গেল চারপাশ থেকে ছুটে এলেন অনেকেই। ফিরে এলো পাঁচ বছর আগের সেই দুঃসহ স্মৃতিও। দ্রুতই হাসপাতালে নেওয়া হলো তাকে। শেষ পর্যন্ত খবর, তিনি জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন এবং আপাতত ভালো আছেন।

ইউক্রেনের সঙ্গে রোববার ডেনমার্কের প্রীতি ম্যাচের ঘটনা এটি। স্বাগতিক ডেনমার্ক তখন এগিয়ে ছিল ২-১ ব্যাবধানে। এরিকেসেনের ঘটনার পর ম্যাচের বাকিটুকু বাতিল করা হয়।

২০২১ সালে ইউরোতে ফিনল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচেও এভাবে মাঠে লুটিয়ে পড়েছিলেন এরিকসেন। সেই ঘটনা স্পর্শ করেছিল গোটা ফুটবল বিশ্বকে। এবারের দৃশ্যগুলোও উদ্বেগজনকভাবে ছিল একইরকমের। দুই দলের ফুটবলাররা দ্রুত ছুটে গিয়ে বৃত্ত গড়ে আড়াল করেন তাকে। চিকিৎসক দল ছুটে আসেন।

মিনিট দশেক প্রাথমিক চিকিৎসার পর হেঁটেই অ্যাম্বুলেন্সে উঠতে সক্ষম হন ৩৪ বছর বয়সী এই ফুটবলার। গোটা মাঠের দর্শকেরা দাঁড়িয়ে তাকে অভিবাদন জানান এবং 'এরিকসেন' এরিকেসন' গর্জনে সাহস জোগান তাকে।

ডেনিশ ফুটবল ফেডারেশনের বিবৃতিতে দলীয় চিকিৎসক মর্টেন বোসেন জানান, আপাতত ভালো আছেন এই তারকা, তবে আরও পরীক্ষা করানো হবে তার।

"ক্রিস্তিয়ান ভালো আছে এবং নিজেই হেঁটে মাঠ থেকে বেরিয়ে গেছে। পেসমেকারটি যেমনটা কাজ করার কথা, সেভাবেই কাজ করেছে। কিছুক্ষণের জন্য সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু খুব দ্রুতই তার জ্ঞান ফিরে আসে এবং আমরা দ্রুত তার সঙ্গে যোগাযোগ করি।""কী কারণে এই ঘটনাটি ঘটেছে, তা নির্ধারণ করতে এখন হাসপাতালে তার আরও পরীক্ষা করা হবে। আমরা তার এবং হাসপাতালের ডাক্তারদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি। আপাতত সে ভালো আছে এবং আমাকে বলেছে সব ফুটবলারকে তার শুভেচ্ছা জানাতে ও তার ভালো থাকার কথা জানাতে বলেছে।"ডেনমার্কের ফুটবল ইতিহাসের সেরাদের একজন মনে করা হয় এরিকসেনকে। ২০১০ সালে আয়াক্সের হয়ে পেশাদার ক্যারিয়ার শুরু তার। পরে টটেনহ্যাম হটস্পারে খেলেছেন সাত বছর। ২০২১ ইউরোর ঘটনার সময় তিনি ছিলেন ইন্টার মিলানে। সেবার চিকিৎসার জন্য এক বছর থাকতে হয় মাঠের বাইরে।

পরে তিনি যোগ দেন ব্রেন্টফোর্ডে। এরপর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে তিন বছর খেলে এখন তার ঠিকানা জার্মান ক্লাব ভলফসবুর্ক।

আসছে বিশ্বকাপ দিয়ে ফ্রান্সের কোচ হিসেবে ১৪ বছরের দীর্ঘ যাত্রার ইতি টানার ঘোষণা আগেই দিয়েছেন দেশম। ফ্রান্সের প্রথম বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের কোচিংয়ে টানা দুটি আসরের ফাইনালে খেলেছেন দেম্বেলে, এমবাপেরা। ২০১৮ সালে তারা জিতেছেন শিরোপা, ২০২২ আসরে হয়েছেন রানার্সআপ।

ফ্রান্স দলে শক্তির যে গভীরতা, তাতে এই আসরেও তারা ফেভারিটদের কাতারে আছে। দলের মধ্যে পুরোটা পথ পাড়ি দেওয়ার সামর্থ্য ভালোভাবেই দেখেন দেম্বেলে। শনিবার ইএসপিএনের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, কোচের জন্য নিজেদের এই আসরে উজাড় করে দিতে চান তারা।"আমরা জানি, এটা কোচের শেষ প্রতিযোগিতা। তিনি একজন উঁচুমানের কোচ, তিনি ফ্রান্সের হয়ে দারুণ সফল। অবশ্যই তাকে পেয়ে আমরা খুব খুশি। আমরা এরই মধ্যে তার সঙ্গে বিশ্বকাপে খেলেছি।"

"তার বিদায় এই টুর্নামেন্টে আমাদের মানসিক অবস্থায় প্রভাব ফেলবে না। আমরা বিশ্বকাপ ফাইনালে পৌঁছে তাকে নিয়ে শেষটা ভালো করতে চাই। তিনি এমন একজন কোচ, যিনি ফ্রান্স দলে এই খেলোয়াড়দের ওপর আস্থা রাখেন। ম্যাচের পর তিনি আমাদের অভিনন্দন জানান কিংবা অনুপ্রেরণা যোগান।"২০১২ সালের গ্রীষ্মে ফ্রান্সের কোচের দায়িত্ব দেন দেশম। বিশ্বকাপ জয়ের পাশাপাশি ২০২১ সালে জেতেন উয়েফা নেশন্স লিগ, ২০১৬ সালে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপে হন রানার্সআপ। এখন তিনি জাতীয় দলে সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের কোচদের একজন। আগামী ১৬ জুন সেনেগালের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ পুনরুদ্ধারের অভিযান শুরু করবে ফ্রান্সে। 'আই' গ্রুপে তাদের অন্য দুই প্রতিপক্ষ ইরান ও নরওয়ে।

বিশ্বকাপ শুরুর আগেই ধাক্কা ব্রাজিলের, প্রস্তুতি ম্যাচে চোট পেয়ে চোখের জলে মাঠ ছাড়লেন ফুটবলার

ফুটবল বিশ্বকাপ শুরুর আগে ধাক্কা খেল ব্রাজিল। প্রস্তুতি ম্যাচে খেলতে নেমে চোট পেলেন ফুটবলার। কাঁদতে কাঁদতে মাঠ ছাড়তে হল তাঁকে। ব্রাজিলের প্রথম ম্যাচে তিনি অনিশ্চিত বলেও জানা গিয়েছে। চিন্তিত কোচ কার্লো আনচেলোত্তিও।

শনিবার ক্লিভল্যান্ডে মিশরের বিরুদ্ধে প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে ব্রাজিল। ব্রুনো গিমারায়েস এবং এনদ্রিকের গোলে জিতেছে তারা। মিশরের একমাত্র গোল মোস্তাফা জিকোর। তবে ম্যাচের ১৫ মিনিটেই ধাক্কা খায় ব্রাজিল। চোট পান রাইট-ব্যাক ওয়েসলি। রোমার ফুটবলার ব্রাজিলের প্রথম পছন্দের রাইট-ব্যাক। বিশ্বকাপেও প্রথম একাদশে থাকা নিশ্চিত। তবে চোটের কারণে কী হবে এখনই বলা যাচ্ছে না।চোখের জলে মাঠ ছাড়েন ওয়েলসি। মাঠের ধারে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকেন কিছু ক্ষণ। ম্যাচের পর খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ছাড়তে দেখা গিয়েছে। ম্যাচের পর আনচেলোত্তি জানান, ওয়েসলির পেশিতে সমস্যা হয়েছে। তাঁর পরীক্ষা করা হবে। আনচেলোত্তির কথায়, "ওর কয়েকটা পরীক্ষা হবে। পেশিতে সমস্যা রয়েছে। রবিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আমার মনে হয় সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য ওর হাতে সময় রয়েছে। বিশ্বকাপে আমাদের সঙ্গেই থাকবে। না হলে অন্য ফুটবলারকে বেছে নিতে হবে। সেই সময় রয়েছে। কিন্তু ওয়েসলির চোটে আমি চিন্তিত। ও গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার। আশা করি দ্রুত সুস্থ হবে।"ব্রাজিলের এক সাংবাদিক জানিয়েছেন, ওয়েসলি যে চোট পেয়ে তাতে ব্রাজিলের প্রথম ম্যাচে তাঁর খেলার সম্ভাবনা কম। কবে ফিরবেন এখনই বলা যাচ্ছে না।

আজ শ্রীমন্তপুর স্থলবন্দরে বিএসএফ আবাসনের ভার্চুয়েলে উদ্বোধন

এলপিএমএস চালু করবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

আগরতলা, ৮ জুন: দেশের সীমান্ত ব্যবস্থাপনাকে আরও আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করতে বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। আগামী ৯ জুন মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নয়াদিল্লি থেকে ভার্চুয়ালি ল্যান্ড পোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এলপিএমএস)-এর উদ্বোধন করবেন। একইসঙ্গে মেঘালয়ের ডাউকি এবং ত্রিপুরার শ্রীমন্তপুর স্থলবন্দরে নবনির্মিত অংশীজন আবাসন সুবিধারও উদ্বোধন করা হবে। যা সীমান্ত নিরাপত্তা কর্মী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের জন্য পরিকাঠামোগত সহায়তাকে আরও জোরদার করবে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'স্মার্ট বর্ডার ম্যানেজমেন্ট'-এর ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চালু করা হচ্ছে এই অত্যাধুনিক ডিজিটাল ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য, পণ্য পরিবহন এবং যাত্রী চলাচলের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, নিরাপত্তা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এলপিএমএস একটি সমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, যা দেশের স্থলবন্দরগুলোর বিভিন্ন কার্যক্রমকে একই ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসবে। এই ব্যবস্থায় স্লট বুকিং, অনলাইন পেমেন্ট, ট্র্যাকিং, সিঙ্গেল-উইন্ডো ক্লিয়ারেন্সসহ বিভিন্ন পরিষেবা ডিজিটালভাবে পরিচালিত হবে। পাশাপাশি এটি আইসগেট, ইউলিপ এবং মোটরযান সংক্রান্ত জাতীয় ডিজিটাল ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে, ফলে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা আরও দ্রুত, কার্যকর ও আন্তঃসংযুক্ত হয়ে উঠবে।

এল.পি.এম.এস-এর সূচনা আধুনিক, প্রযুক্তি-নির্ভর স্মার্ট সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার দিকে ভারতের যাত্রাপথে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হবে, যা বাণিজ্য সুবিধা, সংযোগ ও জাতীয় নিরাপত্তা শক্তিশালীকরণ এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' লক্ষ্যের উপর পর ভারতের কৌশলগত মনোযোগকে প্রতিফলিত করে।

এল.পি.এম.এস হলো একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, যা স্থলবন্দরগুলোর কার্যক্রমকে একটি সমন্বিত ব্যবস্থা জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি লজিস্টিকস এবং নিয়ন্ত্রক তথ্যের নিরাপদ ও রিয়েল-টাইম আদান-প্রদান সক্ষম করে, যা স্থলবন্দরগুলোকে বিমানবন্দর ও সমুদ্রবন্দরে চালু থাকা ডিজিটাল সিস্টেমের সমপর্যায়ে নিয়ে আসে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সীমান্ত ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীনস্থ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এলপিএআই) বর্তমানে দেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তজুড়ে ১৫টি স্থলবন্দর পরিচালনা করছে। ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত বরাবর আটারি (পাঞ্জাব) এবং ডেরা বাবা নানক (পাঞ্জাব), ভারত-নেপাল সীমান্ত বরাবর রুপাইদিহা (উত্তর প্রদেশ), রাক্সাউল (বিহার) জোগবানি (বিহার), ভারত-ভুটান সীমান্ত বরাবর দাররাঙ্গা (আসাম); ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর পেট্রাপোল (পশ্চিমবঙ্গ), ডাউকি (মেঘালয়), সুতারকান্দি, গোলকগঞ্জ এবং মানকাচর (আসাম), ত্রিপুরার সিপাহীজলা জেলার শ্রীমন্তপুর এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম এবং ভারত-মায়ানমার সীমান্ত বরাবর মোরেহ (মণিপুর)। এসব স্থলবন্দরের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য, যোগাযোগ ও আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করা হচ্ছে।

কর্তৃপক্ষের মতে, এলপিএমএস চালুর মাধ্যমে ভারতের স্থলবন্দরগুলো বিমানবন্দর ও সমুদ্রবন্দরে ব্যবহৃত আধুনিক ডিজিটাল ব্যবস্থার সমপর্যায়ে পৌঁছাবে। পাশাপাশি সীমান্ত এলাকায় কর্মরত নিরাপত্তা বাহিনী ও অন্যান্য অংশীজনদের জন্য উন্নত আবাসন সুবিধা চালু হওয়ায় পরিকাঠামোগত সহায়তাও আরও শক্তিশালী হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি, এই উদ্যোগ 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্য পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং সীমান্ত নিরাপত্তা, বাণিজ্য সুবিধা ও আঞ্চলিক সংযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

গভীর রাতে বন দফতরের অভিযানে ভেস্তে গেল কাঠ পাচারের চেষ্টা, আটক দুই গাড়ি

খোয়াই, ৮ জুন: খোয়াই জেলার ওয়ারেংটু বাড়ি এলাকায় বন দফতরের বিশেষ অভিযানে বড়সড় কাঠ পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধ কাঠসহ দুটি গাড়ি আটক করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

বন দফতর সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার গভীর রাত থেকে এলাকায় নজরদারি ও টহলদারি শুরু করেন বন দফতরের কর্মীরা। দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের পর রবিবার ভোর প্রায় ৬টা নাগাদ খোয়াই মহকুমার ওয়ারেংটু বাড়ি এলাকা থেকে কাঠ বোঝাই দুটি গাড়ি আটক করা হয়।

আটক গাড়ি দুটিতে প্রায় ১৮০ ঘনফুট মূল্যবান কাঠ ছিল বলে বন দফতর জানিয়েছে। উদ্ধার হওয়া কাঠের আনুমানিক বাজার মূল্য সাড়ে পাঁচ লক্ষ থেকে ছয় লক্ষ টাকার মধ্যে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে।

এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন এসডিএফও সুস্মিতা দাস এবং ডিএফও অশোক কুমার (আইএফএস)। এছাড়াও বন দফতরের আধিকারিক বিমল নম-সহ অন্যান্য কর্মীরা অভিযানে অংশ নেন।

বন দফতর ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কাঠগুলো কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং পাচারচক্রের সঙ্গে কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযানের সাফল্যে বনদফতরের তৎপরতার প্রশংসা করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

১২ জুন ৭২ ঘন্টা ধর্মঘটের ডাক প্রাক্তন জঙ্গিদের

আগরতলা, ৮ জুন: পুনর্বাসন সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত না হওয়ায় আগামী ১২ জুন থেকে ৭২ ঘন্টার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে আত্মসমর্পণকারী এনএলএফটি ও এটিটিএফ-এর সদস্যরা। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করেন এটিটিএফ-এর সভাপতি কালেন্দ্র দেববর্মা, এনএলএফটি-র সভাপতি প্রসেনজিৎ দেববর্মা এবং সংগঠনের অন্যান্য প্রতিনিধিরা।

তাদের অভিযোগ করেন, ২০২৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী পুনর্বাসন ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রায় দুই বছর পেরিয়ে গেলেও সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন হয়নি।

তাদের দাবি, দীর্ঘসূত্রিতার কারণে আত্মসমর্পণকারী সদস্যরা চরম দুরবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা ও জীবিকার সুযোগ না থাকায় ইতিমধ্যেই আটজন সদস্যের মৃত্যু হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তারা।

নেতারা আরও বলেন, অতীতে আত্মসমর্পণকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীর দাবি ছয় মাসের মধ্যেই পূরণ করা হয়েছিল। কিন্তু এবার সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন মনোভাব দেখাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তাদের। এরই প্রতিবাদে ১২ জুন থেকে ৭২ ঘন্টার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে তারা। কর্মসূচির অংশ হিসেবে খোয়াই ও তেলিয়ামুড়ায় সড়ক ও রেল অবরোধেরও পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রাক্তন জঙ্গি সংগঠনগুলোর নেতারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকার যদি আলোচনায় না বসে বা ইতিবাচক কোনও উদ্যোগ গ্রহণ না করে, তাহলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন তারা।

এদিকে ধর্মঘটের ঘোষণাকে কেন্দ্র করে রাজ্যে সম্ভাব্য জনদুর্ভোগ ও পরিবহন ব্যবস্থায় প্রভাব পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তবে আন্দোলনকারীদের দাবি, পুনর্বাসন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকার আদায়ের লড়াই থেকে তারা সরে আসবেন না।

যোগামায়া কালীবাড়ীর ১০৩ তম শারদীয়া দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৮ ই জুন: আসন্ন রথ যাত্রা, শারদীয়া দুর্গোৎসব, দীপাবলি ও মহামেলা উপলক্ষে যোগামায়া কালী বাড়িতে এক সাধারণ সভা ও প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতেই কালী মন্দিরের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত দুই প্রবীণ বায়োজষ্ঠ ভক্ত হারাধন চক্রবর্তী এবং রমেন্দ্র দত্ত গুপ্ত এর প্রয়ানে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করে তাঁদের আত্মার সদগতির জন্য এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। যোগামায়া কালী বাড়ি বরাবর ই পুজোর মরসুমে বিভিন্ন সামাজিক কার্য কলাপ করে থাকে। তাই এবছর আগেভাগেই প্রস্তুতি নিয়ে কাজে নেমে পড়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্য শিবির, রক্তদান শিবির, চক্ষু চিকিৎসা শিবির, বিনামূল্যে চশমা বিতরণ, চোখের ছানির অপারেশন, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, সবুজায়ন, বিদ্যালয়ে ড্রাগ,নেশা, বাল্য বিবাহ, হেপাটাইটিস এর বিরুদ্ধে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী আইএলপি ইস্যুতে সরব

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী নীরব: এডিসি ও অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে ক্ষোভ রঞ্জিত দেববর্মার

আগরতলা, ৮ জুন: তিপরা মথার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার নীরবতা নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে. সাংমা যেখানে ইনার লাইন পারমিট (আইএলপি) ইস্যুতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করছেন, সেখানে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও অবস্থান নিচ্ছেন না।

উত্তর-পূর্ব পরিষদের (এনইসি) ৭৩তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে রঞ্জিত দেববর্মা বলেন, মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে. সাংমা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়ে আইএলপি ব্যবস্থা বাতিলের দাবি জানিয়েছেন। তাঁর মতে, এটি মেঘালয় সরকারের পক্ষ থেকে জনগণের স্বার্থে দৃঢ় অবস্থানেরই প্রতিফলন।

অন্যদিকে, রঞ্জিত দেববর্মার অভিযোগ, বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশের মতো স্পর্শকাতর বিষয়েও মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা কোনও মন্তব্য করেননি। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় আইএলপি চালুর দাবি, ভাষার উন্নয়ন এবং ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি)-এর সার্বিক উন্নয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়েও রাজ্য সরকারের তরফে কার্যকর কোনও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, টিটিএএডিসিকে অধিক ক্ষমতা প্রদান করার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত ১২৫টি সংশোধনী বিল সম্পর্কেও মুখ্যমন্ত্রী কোনও প্রতিশ্রুতি দেননি। এমনকি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও এসব গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কোনও বক্তব্য বা প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি বলে দাবি করেন তিনি।

রঞ্জিত দেববর্মা বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের নেতারা জাতীয় স্তরে নিজেদের রাজ্যের স্বার্থ রক্ষায় সরব থাকলেও ত্রিপুরার নেতৃত্ব আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মূল সমস্যাগুলি তুলে ধরতে পিছিয়ে পড়ছে।

তিনি রাজ্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, টিটিএএডিসি এলাকার স্বার্থ সুরক্ষা, অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ এবং আদিবাসী জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি-দাওয়া নিয়ে আরও সক্রিয় ও দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণ করা জরুরি। তাঁর মতে, এসব বিষয় রাজ্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

এনসিবিতে নতুন দায়িত্বে যাচ্ছেন গোমতীর এসপি ড. কিরণ কুমার কে

আগরতলা, ৮ জুন : ত্রিপুরায় টানা সাত বছর জেলা পুলিশ প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর গোমতী জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) ড. কিরণ কুমার কে শীঘ্রই নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি)-তে যোগ দিতে চলেছেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে, নতুন দায়িত্ব সংক্রান্ত সরকারি বিজ্ঞপ্তি খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হতে পারে।

পুলিশ প্রশাসনে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ড. কিরণ কুমার কে এসডিপিও থেকে শুরু করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। কাঞ্চনপুরে কর্মরত অবস্থায় তিনি মাদকবিরোধী অভিযানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন জেলার পুলিশ সুপার হিসেবেও মাদক চক্রের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান পরিচালনা করেন।

এছাড়াও ব্রু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। ২০২৩ সালের ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি) নির্বাচনের সময় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। প্রধানমন্ত্রী, উপরাষ্ট্রপতি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ত্রিপুরা সফরের সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থার তদারকিতেও তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জনসমাগম ও সরকারি অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রার্থনা ও ভক্তিসঙ্গীতের সুরে মুখরিত বামুটিয়া বিধানসভার রাঙ্গুটিয়া সৎসঙ্গ মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন: প্রার্থনা ও ভক্তিসঙ্গীতের সুরে মুখরিত হয়ে উঠল বামুটিয়া বিধানসভার রাঙ্গুটিয়া সৎসঙ্গ মন্দির। পরম পূজনীয় শ্রী শ্রী আশ্চর্যদেব দাদার ৫৯তম শুভ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে মন্দিরে আয়োজিত হয় এক দিনব্যাপী ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানমালা।

সকালের মঙ্গল প্রার্থনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর ভক্তবৃন্দের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় নামসংকীর্তন, ভক্তিমূলক সংগীত, মাতৃ সম্মেলন, শ্রী শ্রী ঠাকুরের অমৃতবাণী পাঠ ও ধর্মীয় আলোচনা। দিনভর মন্দির প্রাঙ্গণে বিরাজ করে এক অনন্য ভক্তিপূর্ণ ও শান্তিময় পরিবেশ। অনুষ্ঠানে বক্তারা শ্রী শ্রী ঠাকুরের বাণী স্মরণ করে বলেন, 'মানুষকে ভালোবাসো, মানুষের সেবা করো, তাহলেই ঈশ্বর লাভ হবে।' তাঁরা আরও বলেন, শ্রী শ্রী ঠাকুরের আদর্শ আত্মশুদ্ধি, মানবকল্যাণ ও সেবাধর্মের মাধ্যমে সমাজকে আলোর পথে পরিচালিত করে।

ইষ্টপ্রাণ দাদা-দিদি এবং দূর-দূরান্ত থেকে আগত অসংখ্য ভক্তের উপস্থিতিতে উৎসবটি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কমলাসাগর পঞ্চায়েতে উন্নয়নমূলক কাজে অনিয়মের অভিযোগ, ডিওয়াইএফআই-এর বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন: কমলাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অনিয়ম ও নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে সরব হল বামপন্থী যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই। সোমবার দুপুরে সংগঠনের স্থানীয় নেতৃত্ব পঞ্চায়েত কার্যালয়ে গিয়ে বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ জানায় এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তোলে ।ডিওয়াইএফআই নেতৃত্বের অভিযোগ, পঞ্চায়েত এলাকায় সম্প্রতি দুটি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য সরকারি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। এর মধ্যে দেবীপুর বাজার এলাকায় পানীয় জলের ট্যাঙ্কে ফিল্টারিং ব্যবস্থা স্থাপন এবং দেবীপুর স্কুল সংলগ্ন কমিউনিটি হলের সংস্কার কাজ অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু বাস্তবে কাজের মান অত্যন্ত নিম্নমানের হওয়ায় সাধারণ মানুষ প্রত্যাশিত সুবিধা পাচ্ছেন না ।সংগঠনের দাবি, পানীয় জলের ট্যাঙ্কে ব্যবহৃত ফিল্টারিং ব্যবস্থা মানসম্মত নয়। নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহারের কারণে অল্প সময়ের মধ্যেই ট্যাঙ্কে ত্রুটি দেখা দেয় এবং জল থেকে দুর্গন্ধ বের হতে শুরু করে। ফলে ব্যবসায়ী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষে সেই জল ব্যবহার করা কঠিন হয়ে পড়েছে ।অন্যদিকে, দেবীপুরের কমিউনিটি হল সংস্কারের জন্য প্রায় ১ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকার বেশি বরাদ্দ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে সীমিত কিছু কাজ করেই প্রকল্প সম্পন্ন দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ। সামান্য মেরামতি ও কিছু টিন পরিবর্তনের মাধ্যমে কাজ শেষ করা হয়েছে বলে দাবি ডিওয়াইএফআই-এর ।এছাড়াও, পঞ্চায়েত কার্যালয়ে কর্মীদের অনুপস্থিতি ও পরিষেবা প্রদানে গাফিলতির অভিযোগও তুলে সংগঠনটি। তাদের দাবি, অনেক সময় সাধারণ মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজন নিয়ে পঞ্চায়েতে এলেও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের না পেয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হন ।এদিন পঞ্চায়েত সচিব দেবজ্যোতি ভট্টাচার্যের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয় ডিওয়াইএফআই প্রতিনিধিদের। সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, উল্লিখিত প্রকল্পগুলিতে কাজের গুণগত মান নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন রয়েছে এবং বিষয়টি তদন্ত করে পুনরায় কাজ করার ব্যবস্থা নিতে হবে ।ডিওয়াইএফআই নেতৃত্ব জানিয়েছে, দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবে এবং পঞ্চায়েত কার্যালয় ঘেরাওসহ গণআন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করবে ।অন্যদিকে, পঞ্চায়েত সচিব জানান, পানীয় জলের ট্যাঙ্ক এবং কমিউনিটি হলের কাজ সংক্রান্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হবে। প্রয়োজনে নতুন করে প্রকল্পের প্রস্তাব ও ব্যয় অনুমান (এস্টিমেট) জমা দিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন ।ঘটনাকে কেন্দ্র করে কমলাসাগর এলাকায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগের সত্যতা যাচাই এবং প্রকল্পগুলির মান নির্ধারণে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তদন্তের দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহলে।

কদমতলায় ৩ বাংলাদেশি ও এক ভারতীয় দালাল গ্রেপ্তার

আগরতলা, ৮ জুন : উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা সীমান্ত এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং বাংলাদেশে ফেরার চেষ্টার অভিযোগে তিন বাংলাদেশি নাগরিক ও এক ভারতীয় দালালকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

জানা গেছে, বিএসএফের রানিবাড়ি বিওপি সংলগ্ন এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করার সময় ওই চারজনকে আটক করা হয়। পরে তাদের জিজ্ঞাসাবাদে সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধভাবে যাতায়াতের বিষয়টি সামনে আসে। ধৃতদের মধ্যে তিনজন বাংলাদেশি নাগরিক এবং একজন ভারতীয় অটোচালক রয়েছে, যিনি দালালচক্রের সঙ্গে জড়িত বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের কাছ থেকে মোবাইল ফোনসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাতের অন্ধকারে মন্দিরে হামলা ও চুরি, রূপার চেইন নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা

আগরতলা, ৮ জুন: মোহনপুর বিধানসভার অন্তর্গত সিধাই থানার আমগাছিয়া পঞ্চায়েত এলাকার কালিকামুড়া পূর্ব পাড়ায় অবস্থিত শ্রী শ্রী নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ ও বীর হনুমান মন্দিরে রাতের অন্ধকারে হামলা ও চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, রবিবার গভীর রাতে একদল দুষ্কৃতী মন্দিরে প্রবেশ করে ভাঙচুর চালায় এবং চুরির ঘটনা সংঘটিত করে। রবিবার সকালে মন্দিরের পুরোহিত ও স্থানীয় বাসিন্দারা মন্দির খুলতে গিয়ে ঘটনাটি দেখতে পান। মন্দিরের ভেতরে বিভিন্ন সামগ্রী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। পাশাপাশি মন্দিরে থাকা প্রায় চার ভরিরও বেশি ওজনের একটি রূপার চেইন চুরি হয়ে গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনার বিষয়ে মন্দিরের পুরোহিত এবং শ্রী শ্রী নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ ও বীর হনুমান মন্দির ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সুব্রত সরকার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির দাবি জানান। পাশাপাশি এ ঘটনায় সিধাই থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে বলেও জানান তিনি।

খবর পেয়ে সিধাই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। পুলিশ মন্দির চত্বর পরিদর্শন করে বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছে। চুরির সঙ্গে কারা জড়িত এবং কীভাবে ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মন্দিরে হামলা, ভাঙচুর ও চুরির ঘটনায় এলাকাজুড়ে তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। দুষ্কৃতীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

খোয়াই জিলা পরিষদের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৮ জুন: বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আজ খোয়াই জিলা পরিষদের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় (দত্ত) ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে প্রকৃতিকে রক্ষার জন্য বৃক্ষরোপণ করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। বৃক্ষরোপণ শেষে জিলা সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় সহ জিলা পরিষদের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় এক শিশুকন্যার নতুন জীবন লাভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৮ জুন: ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সিং অফিসারদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এক শিশুকন্যা সুস্থ হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে। ঊনকোটি জেলার গৌরনগর ব্লকের কাউলিকুরা গ্রামের বাসিন্দা অরুণ দেবনাথের ঘরে গত ১৫ মে, ২০২৬ তারিখে একটি কাডালকুরা বেসরকারি হাসপাতালে কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। জন্মের কিছুদিন পর থেকেই শিশুটির শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে।

পরবর্তীতে অভিভাবকরা গত ২০ মে, ২০২৬ তারিখে শিশুটিকে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। জেলা হাসপাতালের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সঞ্জনা ঘোষের তত্ত্বাবধানে শিশুটিকে স্পেশাল নিউবর্ন কেয়ার ইউনিটে ভর্তি রেখে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়। শিশুটির প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্টে দেখা যায় যে, শিশুটি নির্ধারিত সময়ের আগেই জন্মগ্রহণ করেছে এবং তার শারীরিক বৃদ্ধি স্বাভাবিক হয়নি। এর পাশাপাশি শিশুটি গুরুতর শ্বাসকষ্ট, অক্সিজেনের ঘাটতি এবং সংক্রমণে আক্রান্ত ছিল। শিশুটির অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক হলেও চিকিৎসক ও নার্সিং অফিসারগণ নিরলসভাবে চিকিৎসা চালিয়ে যান। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা, ভেন্টিলেটর সাপোর্ট, অক্সিজেন থেরাপি এবং ২৪ ঘন্টা নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিশুটির চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন। জেলা হাসপাতালের মেডিক্যাল টিমের সঙ্গে নার্সিং অফিসার বানাইলিয়ানি ডার্লং, পিঙ্কী দাস এবং জবা দেববর্মার আন্তরিক পরিষেবা ও যত্নে ধীরে ধীরে শিশুটির শারীরিক অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করে। দীর্ঘ চিকিৎসার পর শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলে সম্প্রতি শিশুটিকে পিতা-মাতার হাতে তুলে দেওয়া হয়। শিশুটির পরিবারের সদস্যরা নবজাতককে সুস্থ অবস্থায় ফিরে পেয়ে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্সিং অফিসার এবং হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ও ধন্যবাদ জানান।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas